নজির সংক্ষিপ্ত

অর্থাৎ

(হাইকোর্টের সংস্থাপন অবধি ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দের জুন যাবতীয় প্রয়োজনীয় ফৌজদারী নজিরের সারোদ্ধার)

শ্রীগঙ্গানারায়ণ রায়, এম্, এ,

ও

শ্রীকেদারনাথ ঘোষ, বি, এল, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট

প্রণীত।

প্রথম ভাগ।
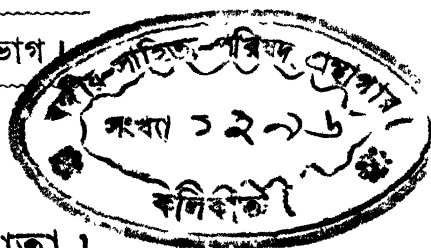
কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোম্পানিকর্ত্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক ভবনে ষ্ট্যান্‌হোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত, ও গ্রন্থকারকর্ত্তৃক তত্র প্রকাশিত।

সন ১২৮৬ সাল।

ভূমিকা।

বাঙ্গালা ভাষায় রীতিমত কোন ফৌজদারী নজির পুস্তক না থাকায়, যাঁহারা বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য ভাষা জানেন না তাঁহাদের অনেক অসুবিধা হইত। এই অসুবিধা দূরীকরণ মানসে "নজির সংক্ষিপ্তসার" প্রকাশিত হইল। হাইকোর্টের সংস্থাপনাবধি ১৮৬৮ সালের জুন পর্য্যন্ত যাবতীয় ফৌজদারী ফুলবেঞ্চ নজির ও তৎপরে বেঙ্গল ল রিপোর্ট ও ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টে গত জুন মাস পর্য্যন্ত যত প্রয়োজনীয় ফৌজদারী নজির বাহির হইয়াছে; তাহার সারোদ্ধার করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করা গেল। যে নজিরে কেবল মাত্র হাইকোর্টের এলাকা বা ক্ষমতার প্রসঙ্গ আছে, ও যাহাতে মফস্বলের মোক্তার বা পুলিস কর্ম্মচারিদিগের কোন প্রয়োজন নাই, তাহাই পরিত্যক্ত হইয়াছে। পাঠকের সুবিধার জন্য পুস্তকের প্রত্যেক পৃষ্ঠার উপরিভাগে ইংরাজী পুস্তকের নাম ও ভাগ, এবং মোকদ্দমার পার্শ্বে উহার পত্রাঙ্ক দেওয়া গেল।

বোম্বাই, মান্দ্রাজ, উত্তর-পশ্চিম ও কলিকাতার পৃথক্ পৃথক্ সংখ্যা থাকায় কেবল ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টে পত্রাঙ্কপ্রভৃতি নজিরের নীচে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

গ্রাহকের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলে প্রতি বৎসরে জুন মাসের পর নূতন নজিরের সংক্ষিপ্তসার বাহির হইবে: বার্ষিক মুল্য আট আনা।

পাবনা।
পৌষ ১২৮৬।

শ্রীকেদারনাথ ঘোষ।

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্টে নিম্ন-লিখিতরূপ স্থলে এইরূপ পাঠ করিতে হইবে।

১ বো	...	৩০০ পৃ	...	বোম্বাই খণ্ড, ১ম ভাগ, ৩০০ পৃষ্ঠা।
২ কলি	...	৫ পৃ	...	কলিকাতা খণ্ড, ২য় ভাগ, ৫ম পৃষ্ঠা।
৩ এলা	...	৭ পৃ	...	এলাহাবাদ খণ্ড, ৩য় ভাগ, ৭ম পৃষ্ঠা।
৪ মা	...	৯ পৃ	...	মান্দ্রাজ খণ্ড, ৪র্থ ভাগ, ৯ম পৃষ্ঠা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ দুর্গাদাস; এইস্থলে বঃ অর্থে বিরুদ্ধে—বিরুদ্ধ পক্ষে।

উৎসর্গ।

ভক্তিভাজন মহামান্য

শ্রীল শ্রীযুক্ত জেম্‌স মন্‌রো সাহেব

বাহাদুর করকমলেষু।

যে সকল পুলিসকর্ম্মচারী ও ফৌজদারী মোক্তারগণ ইংরাজী ভাষা জানে না তাহাদেরই উদ্দেশ্যে আমাদের এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। মহাশয় জেলার জজ ও পুলিসের সর্ব্বোন্নত পদাবলম্বী বিধায় উভয়েরই আশ্রয় স্বরূপ। আমাদিগের বহু আয়াসের ফল আপনকার করকমলে অর্পিত হইল।

গ্রন্থকারয়োঃ।

বর্ণমালানুযায়ী বিনিবেশিত

মোকদ্দমার নির্ঘণ্ট।

নজির সংক্ষিপ্তসার।

বেঙ্গল ল রিপোর্ট অতিরিক্ত ভাগ—২য় খণ্ড।

ফুলবেঞ্চ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ এলাহি বক্স—৪৫৯ পৃঃ।

সহাপরাধীর সাক্ষ্য—পোষকতা—১৮৬১ খৃঃ ২৫ আঃ ৪১৯,* ৪২৬ † ধারা।—নিষ্পত্তি রহিতকরণ।

এক কি ততোধিক সহাপরাধীর সাক্ষ্যের পোষক প্রমাণ না থাকিলেও দোষ নির্ণয় পক্ষে উক্ত সাক্ষ্য আইনতঃ প্রচুর প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইতে পারে। কিন্তু জুরীর প্রতি উক্ত সাক্ষ্য সমর্পণ কালে জজের কর্ত্তব্য যে পোষক প্রমাণ না থাকিলে সহাপরাধীর সাক্ষ্য বিশ্বাস করায় আশঙ্কা আছে, ইহা উল্লেখ করিয়া মোকদ্দমার অবস্থাযোগ্য উপদেশ ও ব্যাখ্যা করেন। জুরীর প্রতি মোকদ্দমার অবস্থা সংক্ষিপ্তরূপে বিবৃত করা কালে জজ উহা ত্রুটি করিলে আইন-সংক্রান্ত ভ্রম হয়, এবং আপীলে যদি আপীল-আদালত বিবেচনা করেন যে উক্ত ত্রুটি দ্বারা আসামীর অনিষ্ট হইয়াছে এবং সদ্বিচারের ব্যাঘাত জন্মিয়াছে, তাহা হইলে উহা দোষনির্ণয় রহিত করার একটী হেতু হইবে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ মুসমুৎ জমীরণ—৫২১ পৃঃ।

মিথ্যা সাক্ষ্য—অন্যতর অভিযোগ।

আসামী সাক্ষীস্বরূপ ম্যাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে এক উক্তি করিয়া সেসন জজের সমক্ষে তাহার বিপরীত উক্তি করায়, বিচার হইয়া জজ

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ২৮০ ধারা। † ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ২৮৩ ধারা।

কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের একতরের সমক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়। ধার্য্য হইয়াছিল যে ঐ দোষনির্ণয় আইন-সঙ্গত হইয়াছে। (নর্ম্ম্যান ও ক্যাম্বেল জজ সন্দেহযুক্ত) আরও ধার্য্য হইয়াছিল যে (ক্যাম্বেল জজের অন্যমত) জজের সমক্ষে যে সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে, তাহা মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ রামচরণ কয়রা ও অপর এক ব্যক্তি (আপেলাণ্টগণ)—৪৮৮ পৃঃ।

দঃ বিঃ ৪৫৬, ৪৫৭, ৩৮০ ধারা।—লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে প্রবেশ।

আসামী দণ্ডবিধির ৪৫৬ ও ৩৮০ ধারা মত দুইটী পৃথক্ পৃথক্ অপরাধে দোষী নির্ণীত হইয়া মাজিষ্ট্রেট কর্তৃক উভয় অপরাধের জন্য দণ্ডিত হয়। আপীলে জজ সাহেব ৪৫৭ ধারার অপরাধ প্রমাণ হইয়াছে বলিয়া ৪৫৭ ও ৩৮০ ধারার অপরাধের জন্য পুনর্ব্বিচারের আদেশ দেন। ধার্য্য হইয়াছিল যে পুনর্ব্বিচার হওয়া উচিত নহে, কিন্তু ৩৮০ ধারানুসারে অপরাধ নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা রহিত হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ সেখ বাজু ওগয়রহ—৭৫০ পৃঃ।

একত্র অভিযোগ।

হেঙ্গামালিপ্ত উভয়পক্ষীয় আসামীগণকে একত্রে অভিযোগ করিয়া সেসনে পাঠান মাজিষ্ট্রেটের উচিত নহে; যেহেতু উভয় পক্ষের লোকের সাধারণ উদ্দেশ্য থাকিতে পারে না। কিন্তু যেস্থলে একত্র অভিযুক্ত ব্যক্তি ন্যায্যরূপে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে, সেস্থলে ধার্য্য হইয়াছিল যে, (ম্যাকফরসন জজের অন্যমত) মাজিষ্ট্রেটের ভ্রম-দ্বারা আসামীর কোন অনিষ্ট না হওয়ায় দোষনির্ণয় রহিত করা কিম্বা পুনর্ব্বিচারের আদেশ দেওয়ার উপযুক্ত কারণ নাই।*

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ২৮৩, ২৯৭ ধারা দৃষ্টি কর।

বেঙ্গল ল রিপোর্ট প্রথম ভাগ।

ফৌজদারী আপীল।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ নগরদ্দী পরামাণিক—৩ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন * ৪১১ ধারা।—আপীল—পৃথক্ পৃথক্ অপরাধ।

কোন ব্যক্তি দণ্ডবিধির ১৪৩, ৪৪৭ এবং ২১১ ধারা অনুসারে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক প্রত্যেক অপরাধের জন্য এক এক মাসের কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয়। ধার্য্য হইয়াছিল যে ১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ৪১১ ধারাক্রমে আপীল চলিতে পারে না; পৃথক্ পৃথক্ দণ্ডাজ্ঞা যোগ করিয়া এক দণ্ডাজ্ঞা গণ্য করতঃ আপীল করার অধিকার নাই।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ যোসেফ মরিয়ম—৫ পৃঃ।

বলাৎকারের উদ্যোগ।—শাস্তি—দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন—দঃ বিঃ আইনের ৫৯, ৩৭৬, ৫১১ ধারা।

কোন ব্যক্তি বলাৎকারের উদ্যোগ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া জজ সাহেব কর্ত্তৃক সাত বৎসরের জন্য কঠিন পরিশ্রমসহ কারাদণ্ড প্রাপ্ত হয় এবং দণ্ডবিধির ৫৯ ধারার বিধানক্রমে উক্ত দণ্ডাজ্ঞা তৎ-পরিমাণ কালের জন্য দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞায় পরিবর্ত্তিত হয়। ধার্য্য হইয়াছিল যে, দণ্ডবিধির ৩৭৬, ৫১১ ধারানুসারে উল্লিখিত অপরাধে ৫ বৎসরের অধিক কালের জন্য দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে না, সুতরাং ঐ দণ্ডাজ্ঞা ৫৯ ধারার বিধানমতে ৫ বৎসরের অধিক কালের জন্য দ্বীপান্তর বাসের দণ্ডাজ্ঞায় পরিণত হইতে পারে না।

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ২৭৩ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ মহেন্দ্রনারায়ণ বঙ্গভূষণ—৭ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ৪১১,* ৪৩৪, † ৪৩৬‡ ধারা।—অভিযুক্ত—
সেসন আদালতের জামিন গ্রহণের ক্ষমতা।

যদি কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক এক মাসের কারাদণ্ডের আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়, এবং যদি ঐ দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে ১৮৬৫ খৃঃ ২৫ আইন ৪১১ ধারানুসারে আপীল না চলে, তাহার মোকদ্দমা ৪৩৪ ধারার বিধানক্রমে হাইকোর্টের গোচরে অর্পিত হইলে উক্ত ব্যক্তি ৪৩৬ ধারার মর্ম্মানুগত "অভিযুক্ত" ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, সুতরাং সেসন আদালত তাহার হাজির জামিন লইতে অক্ষম।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ চন্দ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী—৮ পৃঃ।

১৮৫৫ খৃঃ ২ আইন ২৪ § ধারা।—মোক্তার ও ময়াক্কেল—জুরির নিষ্পত্তি—
সংশোধনের কার্য্য-প্রণালী।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সাক্ষী এই উভয়ের পরস্পরের মধ্যে যে কথা-বার্ত্তা হয় তাহা সংরক্ষিত কি না, এই প্রশ্ন জজের বিচার্য্য। মোক্তার ও ময়াক্কেলের মধ্যে পরস্পর যে কথাবার্ত্তা হয় তাহা ১৮৫৫ খৃঃ ২ আইন ২৪ ধারার অনুসারে সংরক্ষিত নহে।

জজ জুরির প্রতি ভ্রান্তিজনক উপদেশ দিয়াছেন এই হেতুবাদে হাইকোর্ট সংশোধনের আদালত স্বরূপ বসিয়া জুরিকর্ত্তৃক যে নিরপরাধ সাব্যস্ত হইয়াছে তাহা অন্যথা করিতে পারেন না।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ হরিগিরি—১১ পৃঃ।

অপরাধজনক নরহত্যা—ক্রোধান্ধতা—দঃ বিঃ ৩০০ ধারা।

আত্ম-প্রভুতা-বিলোপী মনোবেগের বশীভূত হইয়া নরহত্যা করিয়াছে কেবল এইমাত্র প্রমাণ করিলে হইবে না, কিন্তু তাহার

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ২৭৩ ধারা। † ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ২৯৫ ধারা।
‡ ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৩৯০ ধারা। § ১৮৭২ খৃঃ ১ আঃ ১২৬ ধারা।

ঐরূপ মনোবেগ হওয়ার উপযুক্ত কারণ বর্ত্তমান ছিল ইহা সপ্রমাণ না হওয়া পর্য্যন্ত রাগান্ধতার বশীভূত হইয়া অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিলেও তাহা জ্ঞানকৃত বধ বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ ফটিক বিশ্বাস—১৩ পৃঃ।

মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যানুষ্ঠানকালে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান।—অভিযোগ পত্র—প্রমাণ—মাজিষ্ট্রেটের হস্তাক্ষর—দঃ বিঃ ১৯৩ ধারা।

দণ্ডবিধির ১৯৩ ধারামতে অভিযোগ স্থাপন করিতে হইলে সপ্রমাণ করা আবশ্যক যে একটী মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যানুষ্ঠান চলিবার মধ্যে মিথ্যা উক্তি করা হইয়াছিল। উক্ত ধারানুসারে অভিযোগ পত্রে যে মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যানুষ্ঠান মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি মিথ্যা উক্তি করিয়াছে কেবল তাহা মাত্র নির্দ্দেশ করিলে প্রচুর হইবে না, কিন্তু ঐ কার্য্যানুষ্ঠানের কোন বিশিষ্ট স্থলে অর্থাৎ প্রথম পরীক্ষা, জেরা কিম্বা পুনঃ পরীক্ষায় ঐ মিথ্যা উক্তি করিয়াছে তাহাও নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

যে বিচারকের নিকট উক্তি করা হইয়াছে সেসন জজ তাহার হস্তাক্ষর জ্ঞাত আছেন বলিয়াই যে ঐ বিচারকের সমক্ষে ঐ উক্তি করিয়াছে এরূপ প্রমাণ সিদ্ধ হইতে পারে না।

হরিমোহন মালোর দরখাস্তে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়—২০ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ৬২* ও ৩০৮† ধারা।—অনিষ্টজনক বস্তু অপসারণ—অবরোধ নিবারণের আজ্ঞা।

যখন কোন মোকদ্দমা কার্য্যবিধির ৬২ ও ৩০৮ এই উভয় ধারার মধ্যে পড়ে তখন মাজিষ্ট্রেট প্রথমতঃ একবারে চূড়ান্ত আজ্ঞা প্রদান করিবেন না; প্রতিপক্ষকে আজ্ঞার বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইতে অবকাশ দেওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য।

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৫১৮ ধারা। † ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৫২১ ধারা।

উক্ত দুই ধারার একতরের মধ্যেই হউক কিম্বা উভয়ের মধ্যেই হউক, কোন মোকদ্দমা পড়িলে মাজিষ্ট্রেট যে সকল ঘটনামূলে আজ্ঞা প্রদান করিলেন তাহা সুস্পষ্টরূপে বর্ণিত করিবেন।

ফৌজদারীসংক্রান্ত ওরিজিনাল বিভাগ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ রাজকৃষ্ণ মিত্র—৩৭ পৃঃ।

অনিয়মত জোবানবন্দী গ্রহণ—১৮৬৫ খৃঃ ১৩ আইন ৮ ধারা।

অপর এক মোকদ্দমা শ্রবণকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিল না। তাহাতে যে সাক্ষিগণ সাক্ষ্য দিয়াছে আসামী উপস্থিত হইলে তাহার বিচারকালে মাজিষ্ট্রেট ঐ সকল সাক্ষিগণের জোবানবন্দী তাহাদের নিকট পড়িয়া শুনাইয়া সত্যতা স্বীকার করাইয়া লন। ধার্য্য হইয়াছিল যে, ঐরূপ জোবানবন্দী অবিহিত রূপে গৃহীত হইয়াছে, এবং তাহার মূলে অভিযোগ সংস্থাপিত হইতে পারে না।

মোকদ্দমার সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

সম্পত্তি রক্ষার অধিকার।—দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ।—৮ পৃঃ।

দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশকারী ব্যক্তি শূন্যহস্তে গৃহ হইতে পলায়ন করিয়া কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিতি করা কালে সম্পত্তি রক্ষার অধিকার ক্রমে তাহার প্রাণনাশ করা যাইতে পারে না।

অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা—১৬ পৃঃ।

যেস্থলে বাদীর সাক্ষ্য দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংস্থাপনযোগ্য ঘটনা প্রকাশ হয় নাই মাজিষ্ট্রেটের এমত হৃদ্‌বোধ হয়, সেস্থলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পরীক্ষা না

করিয়া ভাল করিয়াছেন। অভিযুক্তের পরীক্ষা করা কি না করা, মাজিষ্ট্রেটের সদ্বিবেচনার উপর নির্ভর করে।—(শ্যামশঙ্কর বিশ্বাস ও শ্যামাচরণ বিশ্বাস সংক্রান্ত।)

এক ডাকাইতি মোকদ্দমায় জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট প্রমাণ নাই বলিয়া আসামীগণকে ছাড়িয়া দেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আসামীদিগের ৬ মাসের মধ্যে তলবমতে হাজির হইবার সর্ত্তে ২৫০ টাকার জামিন দিতে হুকুম দেন। ধার্য্য হইয়াছিল যে সুদীর্ঘ তদন্তের পর আসামীগণকে ছাড়িয়া দিয়া জামিন তলব করা অন্যায়। (রামদয়াল তেওয়ারি বঃ সোভারাম।) ২৬ পৃঃ।

একটী শুষ্ক নদীর তলদেশে দুটী বাঁধ দিয়া কোন লোক পুষ্করিণী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। ঐ পুষ্করিণী বর্ষাকালে সাধারণের নদীর জল ব্যবহারের প্রতিবন্ধক এবং তাহার বাঁধ জল অবরুদ্ধ রাখিয়া দেশের জল নির্গমের ব্যাঘাত করতঃ চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামের লোকদিগের স্বাস্থ্যের অনিষ্টকর ও শস্যের হানিজনক হইয়া জমির মূল্য হ্রাস করিতেছে বলিয়া মাজিষ্ট্রেট পুষ্করিণীর অধিকারীকে বাঁধ ভাঙ্গিয়া দিতে আদেশ করেন। উক্ত পুষ্করিণী ৬ বৎসর ঐ ভাবে বর্ত্তমান ছিল এমত প্রকাশ হয়। মাজিষ্ট্রেট কার্য্যবিধির ৬২ ধারার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া উক্ত আদেশ প্রচার করেন। হাইকোর্ট ধার্য্য করিলেন যে মাজিষ্ট্রেট ৬২ ধারাক্রমে উল্লিখিত আদেশ দিতে পারেন না।

বেঙ্গল ল রিপোর্ট দ্বিতীয় ভাগ।

ফুলবেঞ্চ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ ভগাই দফাদার—২১ পৃঃ।

দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানা জারীর প্রতিবন্ধকতা—দণ্ডবিধির ১৮৬ ধারা।—ফৌজদারী আদালতের এলাকা।

দেওয়ানী আদালতের পরওয়ানা জারীর প্রতিবন্ধকতা অপরাধ ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনানুসারে ফৌজদারী আদালত কর্তৃক দণ্ডার্হ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ শ্রীকান্ত চাঁড়াল—২৩ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ৩৬২ * ও ৩৬৩ † ধারা।—অপরাধ স্বীকার—আসেসর।

আসেসরগণের অনুপস্থিতিকালে অপরাধ স্বীকার বুনিয়াদে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সেসন আদালত দোষী সাব্যস্ত করিলে ঐ আজ্ঞা প্রবল থাকিবে।

ফৌজদারী আপীল।

হারাণ মণ্ডলের দরখাস্তে—১ পৃঃ।

দঃ বিঃ ১৯১ ও ১৯২ ধারা।—মিথ্যা সাক্ষ্য—সত্য পাঠ—১৮৬৫ খৃঃ ১১ আইন ২১ ধারা।

কোন ব্যক্তি ১৮৬৫ খৃঃ ১১ আইনের ২১ ধারামতে পুনর্ব্বিচারের প্রার্থনা করে। ঐ ব্যক্তি দরখাস্তস্বরূপ হেতুর বর্ণনাপত্র সত্যপাঠ সম্বলিত দাখিল করে ও তাহাতে জ্ঞানপূর্ব্বক মিথ্যা উক্তি লিখে। ধার্য্য হইয়াছিল, (গ্লোভার জজের অন্যমত) যে ঐ ব্যক্তি দণ্ড-

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ২৩৭ ধারা। † ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ২৩৮ ধারা।

বিধির ১৯১ ও ১৯২ ধারামতে অপরাধ করে নাই, কারণ উক্ত বর্ণনাপত্রে সত্য পাঠ লিখিতে সে আইনত বাধ্য ছিল না।

মেথন মিশ্র বঃ চন্মন তেলী—৭ পৃঃ।

শান্তিরক্ষার জামিন—১৮৬১ খৃঃ ২৫ আং ২৮২ * ধারা।

শান্তিরক্ষার জন্য কোন ব্যক্তিকে নিবন্ধন পত্র লিখিয়া দিতে চুড়ান্ত আদেশ প্রচারের পূর্ব্বে অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহার প্রতিনিধির সমক্ষে মুল প্রমাণ গ্রহণ করা মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ শ্যামসুন্দর চৌধুরী—১১ পৃঃ।

শান্তিরক্ষার মুচলিকা—এলাকা—১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ২৯৩ † ধারা।

ক খর প্রতি শান্তিরক্ষার মুচলিকা দেয়। ঐ মুচলিকা ত জিলায় দেওয়া হয়। পরে স জিলায় ক খর প্রতি আক্রমণ অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। ধার্য্য হইল যে, কর মুচলিকার সর্ত্ত জব্দ হইতে পারে এবং ত জিলার মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২৯৩ ধারার বিধানমতে কর বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ সেকায়েত আলী—১২ পৃঃ।

জালিয়ৎ—দঃ বিঃ—৫, ২৯ ও ৪৬৩ ধারা :—কৃত্রিম দলিল।

জালিয়ৎ অপরাধ স্থাপন করিতে কেবল কৃত্রিম দলিল-প্রস্তুত প্রমাণ হইলেই যথেষ্ট; ঐ দলিল প্রচার করা হইয়াছে কিম্বা তাহা কোন বর্ত্তমান প্রাকৃত ব্যক্তির নামে কি না ইহা প্রমাণ করা অনাবশ্যক।

যে ব্যক্তি কোন লিপি প্রস্তুত করে সে যদি ঐ লিপি তদন্তর্গত বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ পরিগণিত হইবে এমত বিশ্বাস করে কিম্বা

---

* ১৮৭২ খঃ ১০ আঃ ৪৯১ ধারা। † ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৫০২ ধারা।

প্রমাণস্বরূপ পরিগণিত করার অভিপ্রায় করে, তবে উক্ত লিপি (তদন্তর্গত বিষয়ের প্রমাণস্বরূপ আইনত গ্রাহ্য না হইলেও,) দঃ বিধির ২৯ ধারার মর্ম্মানুগত দলিল বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ তুলসী সিং—১৬ পৃঃ।

আত্মরক্ষার অধিকার।

যদি কোন ব্যক্তি বলপূর্ব্বক ভূমির প্রকৃত দখলকারিকে বেদখল করিতে চেষ্টা করে তবে দখলকারী ব্যক্তি উহার বিরুদ্ধে আপন দখল রক্ষা করিতে ক্ষমতাবান হইবে।

বঙ্কবিহারী ঘোষ সংক্রান্তে—১৭ পৃঃ।

টোল অর্থাৎ কুত—বাকী খাজানা—বে আইনী গ্রেপ্তার।

সরকার বাহাদুরের নিকট কোন কুতের ইজারাদারের খাজানা বাকী পড়িয়াছিল। মাজিষ্ট্রেট তাহার নামে এই মর্ম্মে সমন বাহির করেন,—"ইজারাদারের বিরুদ্ধে ২৬২ টাকা বাকী খাজানা আদায় না করা অপরাধের নালিশ হইয়াছে; অতএব সে উক্ত অভিযোগের জবাব দিবার জন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকট হাজির হয়।" নির্দ্দিষ্ট দিনে ইজারদার হাজির না হইয়া দরখাস্ত দ্বারা কোন কোন হেতু মূলে বাকী খাজনার দাবী মুলতুবী রাখিতে প্রার্থনা করে। পরদিবস মাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত হুকুম প্রকাশ করিলেন,—"যেহেতু দায়িক প্রতিবাদী স্বয়ং হাজির না হইয়া সমন অবজ্ঞা করিয়াছে অতএব হুকুম হইল যে, তাহাকে গ্রেপ্তার জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির হয়।" পরে ওয়ারেণ্টের উপর কার্য্যানুষ্ঠান হইল। ধার্য্য হইল যে মাজিষ্ট্রেটের সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠান অনিয়মিত হইয়াছে সুতরাং রহিত হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ কাবিল মাঝি ওগয়রহ—২৩ পৃঃ।

নৌকা গমনের পথ অবরোধ—১৮৬৪ খৃঃ ৫ (বঙ্গীয়) আইন।

কোন বক্তিকে ১৮৬৪ খৃঃ ৫ আইনের ১৬ ধারা মতে সরকারী খালে নৌকা গমনাগমনের পথ অবরোধ করা অপরাধে দণ্ডার্হ

করিতে হইলে প্রমাণ করিতে হইবে যে সে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক প্রতিবন্ধক জন্মাইয়াছে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ লুথী বেওয়া ওগয়রহ —২৫ পৃঃ।

অন্য ব্যক্তি রূপে পরিচয় প্রদান—রেজিষ্টরি আইন।

বিক্রেত্রী অপর তিন ব্যক্তির সমভিব্যাহারে তাহার বিক্রয় কওলা রেজিষ্টরী করিয়া দেওয়ার জন্য ঢাকা যাইতেছিল। পথিমধ্যে পীড়িত হওয়ায় সঙ্গীর অপর তিন ব্যক্তি রেজিষ্টরী আফিসে যায়। তাহাদের মধ্যে একজন বিক্রেত্রীর নাম ধরিয়া দলিল রেজিষ্টরী করিয়া দেয়, তাহাতে ঐ ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির রূপ ধরিয়া বঞ্চনাকরণ ও আর দুই ব্যক্তি তাহার সহকারিতা অপরাধে অপরাধী নির্ণীত হয়।

ধার্য্য হইল যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ অন্য কোন ব্যক্তির অনিষ্ট কি অপকার করিতে অভিপ্রায় করিয়াছিল এমত প্রকাশ নাই, অতএব দণ্ডবিধির ৪১৯ ধারা মতে না হইয়া ১৮৬৬ খৃঃ ২০ আইনের ৯৩ * ও ৯৪ * ধারা মতে দোষ সাব্যস্ত করা উচিত ছিল।

মোহন্ত ধনরাজ গিরি গোস্বামী বঃ শ্রীপতি গিরি গোস্বামী—২৭ পৃঃ।

দখল—সার্টিফিকেট—১৮৬০ খৃঃ ২৭ আইন—কাঃ বিঃ ৩১৮ + ধারা।

কোন মঠ লইয়া ক এবং খ উভয়ের মধ্যে পরস্পর বিরোধ ছিল; ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩১৮ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট ককে দখলিকার সাব্যস্ত করেন, পরে খ ১৮৬০ খৃঃ ২৭ আইনানুসারে সার্টিফিকেট গ্রহণ করিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করায় তিনি তাহাকে দখল দেওয়ান।

---

* ১৮৭৭ খৃঃ ৩ আঃ ৮২ ধারা। † ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৫৩০ ধারা।

ধার্য্য হইল যে, মাজিষ্ট্রেট খকে দখল দেওয়ার হুকুম আইনসঙ্গত নহে সুতরাং রহিত হওয়া উচিত।

পরিশিষ্ট।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ রসুলনশী ওগয়রহ—৯ পৃঃ।

পথ অবরোধ—১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ৩২০ * ধারা।

যখন ক মাজিষ্ট্রেটের নিকট কেবল এই মাত্র অভিযোগ করিয়াছে যে খ ও অন্যান্য ব্যক্তি কোন পথ অবরোধ করিয়াছে, ধার্য্য হইল যে এমত স্থলে মাজিষ্ট্রেট ১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইনের ৩২০ ধারামতে তদন্ত করিতে বাধ্য নহেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ চৌধুরী ওগয়রহ—২৮ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আঃ ২৮৩ † ধারা—শান্তিরক্ষার মুচলিকা।

অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ ও অপকারের অভিযোগ ডিস্‌মিস্‌ করিয়া মাজিষ্ট্রেট উভয় পক্ষের বর্ত্তমানে এই হুকুম লিপিবদ্ধ করেন যে, কেন তাহারা শান্তিরক্ষার মুচলিকায় আবদ্ধ না হইবে কোন নির্দ্দিষ্ট দিনে তাহার কারণ দর্শায়। ধার্য্য হইল যে ১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইনের ২৮৩ ধারামতে সমনজারির আবশ্যক করে না।

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৫৩২ ধারা। † ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৪৯২ ধারা।

বেঙ্গল ল রিপোর্ট তৃতীয় ভাগ।

ফৌজদারী আপীল।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ কাবিলকাজী ওগয়রহ—১ পৃঃ।

বেআইনী জনতা—সাধারণ উদ্দেশ্য—জ্ঞানকৃত বধ।

একদল লোক রাস্তার পার্শ্বে প্রচ্ছন্নভাবে লুকাইয়া বিপক্ষদল রাস্তা দিয়া চলিয়া যাওয়ার কালে তাহাদিগকে আক্রমণ করায় পরস্পর মারামারি আরম্ভ হয়। প্রথম দলের এক ব্যক্তি আহত হইয়া রাস্তার এক পার্শ্বে সরিয়া গিয়া দাঙ্গাহেঙ্গামা হইতে অবসর হইলে পর অপর পক্ষের এক ব্যক্তি খুন হয়। নর্ম্মান জষ্টিস্ (যাহার মত প্রবল রহিয়াছিল) ধার্য্য করিলেন যে, প্রথম আহত ব্যক্তি আঘাত প্রাপ্ত হইয়া যখন বিবাদক্ষেত্র হইতে সরিয়া যায় তখন হইতে সে বেআইনী জনতার লোক বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, সুতরাং পরে যে খুন হইয়াছিল তাহার জন্য উক্ত ব্যক্তি দঃ বিঃ ১৪৯ ধারানুসারে দণ্ডনীয় হইতে পারেন না।

ইঃ জ্যাকসন জষ্টিস্ ধার্য্য করিলেন যে উক্ত ব্যক্তি তখনও বেআইনী জনতার ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইবে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ ভৈরদয়াল সিং ওগয়রহ—৪ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আং * ৬২ ধারা—কার্য্যপ্রণালী।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনের ৬২ ধারার এমত মর্ম্ম নহে যে মাজিষ্ট্রেট পুলিশ কর্ম্মচারির রিপোর্ট মাত্র শুনিয়া উক্ত ধারানুসারে আজ্ঞা প্রচার করিতে পারেন।

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আং ৫১৮ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ গৌরমোহন সেন ওগয়রহ—৬ পৃঃ।

কার্য্যপ্রণালী—ইষ্টাম্প আইনানুসারে কালেক্টরের এলাকা।

১৮৬২ খৃঃ ১০ আং ৫০* ধা ২ অংশ মতে একখানি অকর্ম্মণ্য ইষ্টাম্পের পরিবর্ত্তে নুতন ইষ্টাম্প পাওয়ার জন্য কালেক্টরের নিকট এক দরখাস্ত করা হয়। কালেক্টর সাহেব দেখিলেন প্রতারণা উদ্দেশ্যে ঐ ইষ্টাম্পকে জাল করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। পরে দরখাস্তকারিগণকে বিচারার্থে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিলেন।

ধার্য্য হইয়াছিল যে, উক্ত দলিল আদালতে কোন কার্য্যানুষ্ঠান সময়ে প্রমাণস্বরূপ দাখিল হয় নাই অতএব কালেক্টর ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৬৯ † ও ১৭১ ‡ ধারানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য নহেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ নবাব সিংহ ওগয়রহ—৯ পৃঃ।

বিশেষ রেজিষ্টরিযুক্ত দলিল জাল করা—অভিযোগের অনুমতি।

১৮৬৬ খৃঃ ২০ আং ৫৩ ধারানুসারে এক ব্যক্তি একখানি বিশেষ রেজেষ্টরিযুক্ত খত জারির জন্য ছোট আদালতের জজ সাহেবের সমীপে দরখাস্ত করিয়াছিল এবং রীতিমত তাহার উপর ডিক্রীর হুকুম হইয়াছিল। পরে রেজিষ্ট্রার উক্ত খত জাল জানিয়া ডিক্রীদারের নামে ফৌজদারী অভিযোগের অনুমতি দিলেন। তখন ছোট আদালতের জজ কেবল মাত্র একখান দরখাস্তের মূলে, অন্য কোন প্রমাণ না লইয়া অথবা আর কোন তদন্ত না করিয়াই পূর্ব্বোক্ত ডিক্রী রহিত করিয়া ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৭০ § ধারা অনুসারে ফৌজদারী অভিযোগের অনুমতি প্রদান করিলেন।

ধার্য্য হইল যে তিনি ফৌজদারী অভিযোগের অনুমতি দিতে পারেন বটে কিন্তু ডিক্রী রহিত করিতে সক্ষম নহেন।

---

* ১৮৭৯ খৃঃ ১ আং ৫৩ ধারা।
† ১৮৭২ খৃঃ ১০ আং ৪৬৮ ধারা।
‡ ১৮৭২ খৃঃ ১০ আং ৪৭১ ধারা।
§ ১৮৭২ খৃঃ ১০ আইন ৪৬৯ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ গোলক সিংহ্ ওগয়রহ্—১০ পৃঃ।

মিথ্যা সাক্ষ্য—ফৌজদারী অভিযোগের অনুমতি।

যে আদালতের সমীপে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে তিনি যে কোন সময়ে সাক্ষ্যদাতার বিরুদ্ধে ফৌজদারী অভিযোগের অনুমতি দিতে পারেন, এমন কি আসামী সেসন আদালতে সোপর্দ্দের পরেও দিতে সক্ষম।

গোপাল বর্ণওয়ার সংক্রান্তে—১৩ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আং ৩১৮ * ধারা—দঃ বিঃ ১৮৮ ধারা—হুকুম অমান্য।

এক পক্ষে ক, অপর পক্ষে খ ও তাহার প্রজাগণ—এই উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাদ হইলে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩১৮ ধারা অনুসারে বিরোধীয় সম্পত্তিতে ককে দখিলকার সাব্যস্ত করিয়া মাজিষ্ট্রেট হুকুম প্রদান করেন।

ধার্য্য হইল যে মাজিষ্ট্রেটের সমীপে যে সকল ব্যক্তি প্রকৃত-প্রস্তাবে উপস্থিত ছিল উক্ত হুকুম কেবল তাহাদের উপরই প্রবল থাকিবে সুতরাং পরে যে সকল ব্যক্তি খর প্রজা হয় তাহারা উল্লিখিত হুকুম অমান্য করিলে ফৌজদারী মতে দণ্ডযোগ্য নহে।

শ্রীমতী মহারাণী বঃ কালীশঙ্কর সাণ্ডেল ওগয়রহ্—১৪ পৃঃ।

দণ্ডবিধি ২২৪, ২২৫ ও ৩৫৩ ধারা—সমষ্টীকৃত দণ্ড।

যেস্থলে বাস্তবিক একটীমাত্র অপরাধ করা হইয়াছে এবং যে কার্য্যগুলি একটী অভিযোগের মূল সেইগুলিই অপর একটী অভিযোগেও আসামী দোষী নির্ণীত হওয়ার মূল, এমত স্থলে প্রত্যেক অভিযোগের দণ্ড একত্রিত করিয়া সমষ্টীকৃত দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে না।

অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ ২২৪ ধারানুসারে পলায়ন, ২২৫ ধারানুসারে আইনমত কয়েদ হইতে মুক্ত করা এবং ৩৫৩ ধারানুসারে মুক্ত করিবার

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আইন ৫৩০ ধারা।

কালে অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া প্রত্যেক অপরাধের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ধার্য্য হইল যে আসামীগণ একটী মাত্র কার্য্য করিয়াছিল এবং একটী মাত্র অপরাধে অপরাধী হইয়াছিল তাহারা ২২৪ এবং ২২৫ ধারানুসারে ক্রমান্বয়ে অপরাধী গণ্য হইয়া তদনুযায়ী দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত হওয়ার যোগ্য।

বাকর হালসানা বঃ দীনবন্ধুবিশ্বাস ওগয়রহ—১৭ পৃঃ।

অপকার—দঃ বিঃ ৪২৫ ধাঃ অন্যায্য ক্ষতি—সত্ত্বের প্রমাণ।

বালী ও মহারাজপুরের জমিদারদিগের মধ্যে পরস্পর কোন জলকরের সত্ত্ব লইয়া বিরোধ হইয়াছিল। বালীর জমিদার দেওয়ানী আদালতে উক্ত জলকরে আপন সত্ত্ব সাব্যস্তে ডিক্রী প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঐ মোকদ্দমায় মহারাজপুরের জমিদার কোন পক্ষ ছিল না। মৎস্য আটকাইবার জন্য মহারাজপুরের লোকেরা এক বাঁশের আড়া বাঁধিয়াছিল তাহা বালীর জমিদারের চাকরগণ সরাইয়া ফেলে, একারণ ঐ সকল চাকর দণ্ডবিধি আইনের ৪২৫ ধারা মতে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া অর্থদণ্ডের আজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।

ধার্য্য হইল যে, উক্ত অপরাধ নির্ণয় বাহাল থাকিতে পারে না, যেহেতু মহারাজপুরের জমিদারেরা উক্ত জলকরে আইনত সত্ত্ববান থাকার কোন প্রমাণ দর্শাই নাই, এবং ইহাও দৃষ্ট হয় না যে প্রতিবাদিগণ (আপন মনিবের সত্ত্বের উপর আক্রমণ নিবারণ করিতেছে এইরূপ) সরলভাবে বিশ্বাস ব্যতীত অন্য কোন ভাবে কার্য্য করিয়াছে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ বিশ্বনাথ পাল (আপেলাণ্ট)—২০ পৃঃ।

পূর্ব্ববর্ত্তী বিচারের সাক্ষ্য—কার্য্যপ্রণালী।

যেস্থলে (কোন পূর্ব্ববর্ত্তী বিচারে) আসামী অনুপস্থিতে সাক্ষীগণের যে সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছিল তাহা উক্ত আসামীর বিচারকালে

সাক্ষীগণকে পড়িয়া শুনান হয়, এবং সাক্ষীগণ তাহার সত্যতা স্বীকার করিলে উক্ত সাক্ষ্য বৃত্তান্তের যথার্থ বিবরণ স্বরূপ মোকদ্দমায় গৃহীত হয়।

ধার্য্য হইল যে, উক্ত কার্য্যানুষ্ঠান অসঙ্গত এবং আসামীর পক্ষে অনিষ্টজনক। ঐরূপ সাক্ষীকে পুনর্ব্বার বাচনিক পরীক্ষা করা উচিত ছিল, পশ্চাৎ পূর্ব্ববর্ত্তী জোবানবন্দী মোকদ্দমায় গ্রহণ করা যাইতে পারিত। কিন্তু ঐ জোবানবন্দী সাক্ষির সাক্ষ্যে যোগ হইবে না, তাহার সাক্ষ্যের পোষকতা করিবে।

পুনর্ব্বিচারের আদেশ হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ পূনাই ফতামা ওগয়রহ—২৫ পৃঃ।

সাপুড়িয়া কর্ত্তৃক হত্যা—অপরাধজনক নরহত্যা—জ্ঞানকৃত বধ।

কতকগুলি সাপুড়িয়া সর্পাঘাত আরোগ্য করিতে পারে এইরূপ প্রকাশ করিয়া অনেক ব্যক্তিকে আপন আপন শরীরে বিষধর সর্পদ্বারা দংশন করাইতে প্রবৃত্তি জন্মায়। সর্প-দংশনে তিন ব্যক্তির মৃত্যু হইয়াছে।

ধার্য্য হইয়াছিল যে, যদিও উক্ত অপরাধ দণ্ডবিধির ৩০০ ধারার ৫ম বর্জ্জিত কথার মধ্যে পড়ে না, তথাপি ঐ ধারার ২ ও ৩ অংশের মতে জ্ঞানকৃত বধ হইবে।

কিন্তু যদি অভিভুক্ত ব্যক্তিগণ বাস্তবিক সর্পাঘাত আরোগ্য করিতে পারে এইরূপ সরল বিশ্বাসে মৃত ব্যক্তিগণকে এমত সঙ্কট কার্য্য স্বীকার করিতে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে তাহা হইলে জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নহে, অপরাধজনক নরহত্যা অপরাধ গণ্য হইবে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ রামচহল কাহার—২৩ পৃঃ।

গুরুতর ক্রোধ—আত্ম সংযম শক্তির অভাব—প্রাণনাশক অস্ত্র সংগ্রহ—জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নহে অপরাধজনক নরহত্যা।

অভিভুক্ত ব্যক্তির স্ত্রী বলপূর্ব্বক মৃত ব্যক্তির গৃহে নীত হইয়াছিল। মৃতব্যক্তি চিকিৎসা ব্যবসায়ী, সে বলিয়াছিল যে কোন মন্ত্র-

সিদ্ধির জন্য উক্ত স্ত্রীর উপস্থিত থাকা প্রয়োজনীয়। অভিযুক্ত ব্যক্তি এক তলোয়ার গ্রহণ করিয়া ছাদের উপর হইতে বাস্তবিক স্বীয় স্ত্রীর সতীত্ব নষ্ট করিতেছে দেখিয়া উপর হইতে লম্ফ প্রদান করিয়া তরোয়াল দ্বারা মৃত ব্যক্তির শরীরের অনেক স্থানে আঘাত করে ঐ আঘাতে পরিশেষে তাহার মৃত্যু হয়।

ধার্য্য হইল যে জ্ঞানকৃত বধের অপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারে না; জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নহে অপরাধযুক্ত নরহত্যা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ হরদয়াল—৩৫ পৃঃ।

সেসন জজের ক্ষমতা—মিথ্যা সাক্ষ্য—দণ্ডবিধি ১৯৩, ১৯৪ ধারা।

মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করার জন্য সেসন জজ ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিতে পারেন না। কিন্তু তাঁহার নিজ আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিলে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিতে পারেন। জ্ঞানকৃত বধের অপরাধে কোন আসামীর বিচারকালে এক সাক্ষী শপথ করিয়া সেসন আদালতের সমক্ষে বলে যে অন্য এক ব্যক্তি উক্ত জ্ঞানকৃত বধ করিয়াছে। কিন্তু পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে সে বলিয়াছিল যে অভিযুক্ত ব্যক্তিই বধ করিয়াছে। যাহা মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে বলিয়াছিল তাহাই বাস্তবিক ঘটনা।

ধার্য্য হইয়াছিল যে উক্ত সাক্ষী দঃ বিঃ—১৯৩ ধারার অপরাধ করিয়াছে, ১৯৪ ধারার অপরাধ করে নাই; যেহেতু সে জানিত না যে তাহাতে অপর ব্যক্তি জ্ঞানকৃতবধের অপরাধের দণ্ড পাইবে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ মতি খোয়া—৩৬ পৃঃ।

জুডিসিয়েল কমিসানরের ফৌজদারী সোপর্দ্দ করার ক্ষমতা—মিথ্যা সাক্ষ্য।

জুডিসিয়েল কমিসনর ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৭২ ধারানুসারে কোন ব্যক্তিকে আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনরের সমক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিতে পারেন না।

কোন কেরাণী জুডিসিয়েল কমিস্যনরের সমক্ষে এই মর্ম্মে সাক্ষ্য দেয়,—"একখণ্ড দলিল যাহা সাক্ষীকে দৃষ্ট করান হয় তাহা আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনরের সমক্ষে গৃহীত জোবানবন্দী বটে; উহা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইয়া নিয়মিত রূপে লওয়া হইয়াছে এবং উকাতে আসিষ্টাণ্ট কমিস্যনর সাহেবের স্বাক্ষর দৃষ্ট হইতেছে।" কেরাণীর উল্লিখিত সাক্ষ্য অভিযুক্ত ব্যক্তি যে যথারীতি জোবানবন্দী দিয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ নহে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ গজরাজ ওগয়রহ—৪৩পৃঃ।

দলিল—প্রমাণ।

অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন বিশেষ তারিখে পাটনায় ছিল তাহার প্রমাণ স্বরূপ এক দলিল দাখিল করা হয়। ঐ দলিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি সত্য পাঠ লিখিয়াছে এইরূপ কথিত হয়। কিন্তু ঐ দলিল অভিযুক্ত ব্যক্তির যে স্বাক্ষরিত তাহা প্রমানীকৃত হয় নাই। ধার্য্য হইয়াছিল যে উক্ত দলিল প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য নহে।

আমিরদ্দী ওগয়রহ সংক্রান্তে—৪৫ পৃঃ।

দঃ বিঃ ১৮৮ ধাঃ—ফৌজদারী কার্য্যবিধি৬২ ধারা।

কোন মাজিষ্ট্রেট, গোমেষাদির অধিকারিগণ ঐ সকল জন্তুর উচিত মত সতর্কতা লইবে, হুকুম অন্যথা কিম্বা অমান্য করিলে আইনমতে দণ্ড পাইবে—এইরূপে এক হুকুম প্রচার করিয়া তাহাদিগকে দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারা মতে দণ্ড প্রদান করেন।

ধার্য্য হইল যে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৬২ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট এমত হুকুম প্রদান করিতে পারেন না। উক্ত ধারানুসারে যে যে হুকুম দেওয়া যাইতে পারে তাহা কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি কোন বিশেষ কার্য্যের জন্য হইবে, সুতরাং মাজিষ্ট্রেটের ঐ আজ্ঞা আইনসঙ্গত নহে; আর দঃ বিঃ ১৮৮ ধারানুসারে যে দোষ সাব্যস্ত হইয়াছে তাহা আইনবিরুদ্ধ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ জান মহম্মদ—৪৭ পৃঃ।

মিথ্যা সাক্ষ্য—অগ্রিম তদন্ত—১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ১৭৩ * ধারা।

কোন মুন্সেফ এক সাক্ষিকে দণ্ডবিধির ১৯৩ ধারা মতে মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদানের অভিযোগে অগ্রিম তদন্ত করার জন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করেন; মাজিষ্ট্রেট তদন্ত না করিয়া মুন্সেফের নিকট মোকদ্দমা ফেরত পাঠান; মুন্সেফ অবশেষে আসামীকে সেসনে সোপর্দ্দ করেন। ধার্য্য হইয়াছিল যে যদিও মুন্সেফ ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৭৩ ধারা অনুসারে আসামীকে মাজিষ্ট্রেটের সমীপে মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান অপরাধে অগ্রিম তদন্তের জন্য না পাঠাইয়া স্বয়ং তাহাকে সেসনে সোপর্দ্দ করিতে পারেন, তথাপি মাজিষ্ট্রেট তদন্ত স্বয়ং সম্পূর্ণ না করিয়া অনিয়মিতরূপে কার্য্য করিয়াছেন। মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের সমীপে ফেরত যায়।

নয়নসুখ মেহতর সংক্রান্তে—৪৯ পৃঃ।

দঃ বিঃ ৭৩ ও ৭৪ ধারা—নির্জ্জনে কারাবাস।

কোন ব্যক্তি যত দিন কারাবাস করিবে তাহার সমস্ত কাল নিরব-চ্ছিন্নরূপে নির্জ্জনে বাস করিবার জন্য তাহাকে দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া উচিত নহে। দঃ বিঃ ৭৪ ধারা মতে নির্জ্জন কারাবাস কিছু দিন অন্তর অন্তর হওয়া উচিত।

কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য সংক্রান্তে—৫০ পৃঃ।

দণ্ডাজ্ঞা বিলম্ব করা।

যে সময় দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হয় তাহার কিছু দিন পরে এই দণ্ডভোগ আরম্ভ হইবে, এই রূপ আদেশের আইনসঙ্গত কারণ না থাকিলে, যে তারিখে দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হয় সেই তারিখ হইতেই কারাদণ্ড আরম্ভ

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৪৭৪ ধারা।

হওয়া উচিত। ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪৬,* ৪৭,† ও ৪৮‡ ধারার যে সকল স্থলের উল্লেখ আছে তদ্ভিন্ন অন্য স্থলে মাজিষ্ট্রেট নিজ প্রদত্ত দণ্ডাজ্ঞা কোন ভবিষ্যৎ তারিখ হইতে আরম্ভ হইবে এরূপ আদেশ করিতে অক্ষম, এবং ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৪২১§ ধারায় লিখিত স্থল ভিন্ন অন্যত্র যে দণ্ডাজ্ঞা তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হওয়া উচিত এমত আজ্ঞা স্থগিত রাখা যাইতে পারে না।

দুলালী বেওয়া বং ভুবন সাহা—৫৩ পৃঃ।

ফৌজদারী কাঃ বিঃ ৬৮, ১৮০ ধারা॥—সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ না করিয়া নালিশ ডিসমিস্।

আপন ভ্রাতাকে অন্যায় মতে কয়েদ রাখা বলিয়া ক খর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে দরখাস্ত করার পূর্ব্বে পোলিশ তদন্ত করিয়া মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া রিপোর্ট দিয়াছে। মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্যবিধি ৬৬ ধারানুসারে বাদির এজাহার না লইয়া পোলিসের কাগজ তলব দিয়া উক্ত আইনের ১৮০ ধারা অনুসারে মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করেন। ধার্য্য হইল যে মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য আইনবিরুদ্ধ; ১৮০ ধারানুসারে নালিশ ডিস্‌মিস্ করার পুর্ব্বে বাদির পরীক্ষা লিপিবদ্ধ করা কর্ত্তব্য ছিল।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বং দয়াল বাউরী—৫৫ পৃঃ।

দঃ বিঃ ৫১১ ও ৪৩৬ ধারা—অপরাধের উদ্যোগ।

জষ্টিস গ্লোভার ধার্য্য করিলেন—যখন কোন গ্রামে অনেক বার কাপড়ের গোলার ভিতর জ্বলন্ত একখণ্ড কয়লাদ্বারা গৃহদাহ কার্য্য ঘটিয়াছিল ও আসামী এক দিন সন্ধ্যাকালে ঐরূপ জ্বলন্ত কয়লা সহিত কাঁপড়ের গোলা ধুতির মধ্যে লুকাইয়া লইয়া যাইতে

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৩১৪ ধারা।　　† ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৩১৬ ধারা।

‡ ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৩১৭ ধারা।　　§ ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৪৮১ ধারা।

|| ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ১৪৪, ১৪৬, ১৪৭ ধারা দেখ।

দৃষ্ট হইয়াছিল, তখন দঃ বিঃ ৫১১ ধারানুসারে আসামী অগ্নিদ্বারা অপকারের উদ্যোগ অপরাধে অপরাধী হইয়াছে। কোন ব্যক্তি অগ্নির দ্বারা অপকার করার যন্ত্র সঙ্গে করিয়া লইয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতেছে দৃষ্ট হইলেই ঐ ব্যক্তি যে অপকার করিবার মনস্থ করিয়াছে এবং তাহা সম্পাদন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে এইরূপ অনুমান করার যথেষ্ট কারণ হইয়াছে; উদ্যোগ সাব্যস্ত করিতে উল্লিখিত কার্য্যগুলি প্রচুর হইয়াছে।

জষ্টিস মিত্র ধার্য্য করিলেন যে অগ্নিময় গোলা লইয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করিলেই দঃ বিঃ ৫১১ ও ৪৩৬ ধারায় অপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারে না; এই সকল কার্য্যদ্বারা মনুষ্যের বাসযোগ্য কোন গৃহ দাহ করিবার মনস্থ করিয়াছে নিঃসন্দেহরূপে এমত সিদ্ধান্ত করা যায় না। দণ্ডবিধির ৫১১ ধারা অনুসারে অপরাধ সাব্যস্ত করিতে হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অপরাধ সম্পাদন উদ্দেশ্যে কোন প্রকাশ্য কর্ম্ম করিয়াছে ইহা প্রমাণ করিলেই যথেষ্ট হইবে না, ঐ প্রকাশ্য কার্য্য অপরাধ করার উদ্যোগে সম্পাদিত হওয়া ইহাও প্রমাণ করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ রাধুজানা ওগয়রহ—৫৯ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আঃ ২০৫,* ৩৬৬,† ৩৬৭‡ ধারা।—আসামীর পরীক্ষা—মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক স্বাক্ষর—সাক্ষী জোবানবন্দী জন্য বিচার মুলতবী রাখা।

কোন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ডাকাইতি অভিযোগে আসামীগণকে বিচারার্থে সেসনে সোপর্দ্দ করেন। কয়েক জন আসামী ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আসামীর পরীক্ষা লিপিবদ্ধ করেন নাই অথবা উহা ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২০৫ ধারানুসারে স্বাক্ষরিত করেন নাই।

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৩৪৬ ধারা। † ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ২৪৮ ধারা।
‡ ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৩৫১ ধারা।

সেসন জজ ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আসামীর যে পরীক্ষা করিয়াছেন তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য করিতে চাহিলেন না এবং বিচার মুলতবী রাখিয়া ডেপুটি মাজিষ্ট্রেটকে সমন দ্বারা আনাইয়া ঐ সম্বন্ধে তাঁহার সাক্ষ্য লইতে অস্বীকার করিলেন।

ধার্য্য হইয়াছিল যে, প্রথমতঃ আসামীগণের পরীক্ষা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য নহে, দ্বিতীয়তঃ বিচার মুলতবি রাখা কিম্বা কোন সাক্ষিকে সাক্ষ্য দিবার জন্য তলব দেওয়া জজের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাধীন, হাই-কোর্ট সংশোধনের আদালত স্বরূপে উহাতে হস্তক্ষেপ কিম্বা বিচা-রের আদেশ করিতে পারেন না।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ তুলশী দোশাদ—৬৬ পৃঃ।

সাহাপরাধির সাক্ষ্য।

কেবলমাত্র সহাপরাধির সাক্ষ্যে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ সাব্যস্ত হইতে পারে না।

কাশীকিশোর রায় চৌধুরী বঃ তারিণী শঙ্কর লাহিড়ি—৭৬ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ৩১৮ * ধারা—মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা—শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা।

কোন দখল সম্পর্কীয় বিবাদে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে, মাজিষ্ট্রেট যে হেতুবাদে এইরূপ বিশ্বাস করেন তাহা বর্ণনা করিয়া একটী কার্য্যানুষ্ঠান লিপিবদ্ধ না করা পর্য্যন্ত ১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইনের ৩১৮ ধারানুসারে দখলের বিচার করিতে পারেন না।

---

* ১৮৭২ খৃ ১০ আঃ ৫৩০ ধারা।

বেঙ্গল ল রিপোর্ট চতুর্থ ভাগ।

ফৌজদারী আপীল।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ কোলা—৪ পৃঃ।

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান—সাক্ষীর পরস্পর বিরোধি উক্তি।

মাজিষ্ট্রেট ও সেসন আদালতের সমক্ষে পরস্পর বিরোধী উক্তি করায় মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের অভিযোগ হইলে ধার্য্য হইয়াছিল যে, মিথ্যা সাক্ষ্যের অপরাধ সাব্যস্ত করিতে হইলে এক আদালতের সমক্ষে যে উক্তি করিয়াছে তাহা অপর আদালতের সমক্ষে কৃত বিপরীত উক্তির অসত্যতার প্রমাণ নহে। আরও ধার্য্য হইয়াছিল যে জুরী কিম্বা জজের এমত অনুমান করার অধিকার নাই যে উভয় উক্তির সহিত সংঙ্গত কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যাইতে পারিত না।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ উদয় পাটনায়েক, ক্ষেত্র গৈতাল ও বিপ্র গৈতাল—৫ পৃঃ।

১৮৬৪ খৃঃ—৬ আইনের ৪ ধারা—বেত্রাঘাত — দ্বিতীয়বার দোষ নির্ণয়।

১৮৬৪ খৃঃ—৬ আইনের ৪ ধারা মতে প্রথম একবার দোষী সাব্যস্ত হইয়া কারাবাস ভোগ করার পর দ্বিতীয়বার দোষী সাব্যস্ত হইলে বেত্রাঘাত দণ্ড দেওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ এয়াচিন সেখ—৬ পৃঃ।

জ্ঞানকৃতবধ—অপরাধজনক নরহত্যা—গুরুতর ও আকস্মিক ক্রোধ।

যখন কেহ গুরুতর ও আকস্মিক ক্রোধের দ্বারা আত্মসম্বরণশক্তি রহিত হইয়া কোন ব্যক্তির প্রাণনাশ করে তখন জ্ঞানকৃত বধের

তুল্য নহে অপরাধজনক নরহত্যা হয়। কিন্তু যদি প্রথম মনোবেগের নিবৃত্তি হইয়া স্থির হওয়ার সময় হইয়া থাকে তাহা হইলে জ্ঞানকৃত বধ গণ্য হইবে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ খাদেম সেখ—৭ পৃঃ।

অপরাধের সহায়তা অপরাধ ঘটনার সংবাদ না দেওয়া।

১৮৬০ খৃ—৪৫ আইন ১০৭, ২০২, ৩৮২ ধারা।

অপরাধ ঘটনার সংবাদ দিতে ক্রটী করিলে যদি ঐ ক্রটীর দ্বারা আইনঘটিত কোন কর্ত্তব্য ভঙ্গ না হয় তাহা হইলে দঃ বিধির ১০৭ ধারানুসারে উক্ত ক্রটি অপরাধের সহায়তা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

পরিশিষ্ট।

মহেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সংক্রান্তে

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ পূর্ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ওগয়রহ

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ কালীসরকার ওগয়রহ—১ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন—৬৬, ৬৮, ৭৬, ১৮৮, ২০৭, ২২২, ২২৪, ৩৬৭, ৩৮০ ধারা*—

অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সাক্ষিকে ধৃতকরণ ও অবরুদ্ধকরণ।

গয়রবি ও গুপ্ত ব্যক্তির নিকট হইতে সংবাদ পাইয়া যে বিশ্বাস জন্মে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৬৮ ধারার লিখিত জ্ঞানশব্দ দ্বারা এমত বিশ্বাসকে বুঝায় না। ৬৮ ধারানুসারে ওয়ারেণ্ট যাহাকে ৭৬ ধারায় বর্ণিত গ্রেপ্তারী ওয়ারেণ্ট বলা যায় উক্ত ওয়ারেণ্ট কেবল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের সমীপে হাজির করিবার উদ্দেশে বাহির হয়; উহা সেসনে সোপর্দ্দ করায় ওয়ারেণ্ট নহে। উক্ত ওয়ারেণ্টের বলে মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে আসামীকে হাজির করিতে যে

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ১৪৪, ১৪২, ১৫৯, ৩৫২, ৩৬২, ৩০৪, ১৯৪, ৩৫১, ২৬১ ও ২৮৭, ধারা ক্রমান্বয়ে।

পরিমাণ সময়ের আবশ্যক ততোধিক সময় অবরুদ্ধ রাখা যাইতে পারে না। অধিক কাল অবরুদ্ধ রাখিতে হইলে আসামীর সমক্ষে শপথ কিম্বা ধর্ম্মত প্রতিজ্ঞা করাইয়া সাক্ষ্য গ্রহণপূর্ব্বক আসামীকে কোন অপরাধের অভিযোগ দিয়া ২২২ ধারানুসারে ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে হইবে।

যখন কোন সাক্ষিকে ধৃত করিয়া না আনিলে সাক্ষ্য দিবে না এইরূপ বিশ্বাসের বিশিষ্ট কারণ থাকে, কেবল তখনই মাজিষ্ট্রেট ১৮৮ ধারানুসারে উক্ত সাক্ষিকে ধৃতকরণ জন্য ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে পারেন। উল্লিখিত ধারায় মাজিষ্ট্রেটকে সাক্ষী সেসনে সোপর্দ্দ করার অধিকার দেয় নাই।

২২৭ ধারানুসারে যে সকল সাফাই সাক্ষির তালিকা দিয়াছে যদি ঐ সকল সাক্ষিকে আসামী মাজিষ্ট্রেটের সমীপে পরীক্ষা না করিয়া সেসন আদালতে করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট ২০৭ ধারাক্রমে উক্ত সাক্ষিগণকে তলব দিয়া তাহাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে ক্ষমবান নহেন; কিন্তু ২২৮ ধারার বিধান মতে সেসন আদালতে হাজির হইবার জন্য ঐ সকল সাক্ষির প্রতি সমন দিতে বাধ্য।

গোলাম আরফিন ওগয়রহ সংক্রান্তে—৪৭ পৃঃ।

বে-আইনী জনতার ব্যক্তি—দণ্ডবিধির ১৪৯ ধারা।

মৃত ব্যক্তির মাতাকে হরণ করাই কোন বে-আইনী জনতার সাধারণ উদ্দেশ্য, উহা সাধন পক্ষে জনতার এক ব্যক্তি মৃতের প্রাণবধ করে। ধার্য্য হইল যে প্রাণবধ কালে যাহারা যাহারা বে-আইনী জনতাভুক্ত ছিল সকলেই তাহার প্রাণবধ অপরাধের দোষী গণ্য হইবে।

শ্রীশ্রীমতী মহারণী বঃ গগালু মগালু ওগয়রহ—৫০ পৃঃ।

মৃত সাক্ষির জোবানবন্দী।

মৃত সাক্ষীর জোবানবন্দী ব্যবহার কালে প্রতিপক্ষ তাহার মৃত্যু স্বীকার না করিলে এবং জোবানবন্দী ব্যবহারে আপত্তি করিলে প্রথমতঃ ঐ সাক্ষির মৃত্যু সপ্রমাণ করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ মহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী—৭৭ পৃঃ।

আসামীর সাক্ষী—১৮৬১ খৃঃ ২৫ আঃ ২৬৫ * ধারা।

ফৌজদারী কার্য্যবিধির ১৫ † অধ্যায় মতে বিচারকালে মাজিষ্ট্রেট আসামীর সাক্ষি পরীক্ষা করিতে অস্বীকার করিয়া তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এমত স্থলে উক্ত দোষ নির্ণয় রহিত হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ গোবর্দ্ধন ভূঁইয়া—১০১ পৃঃ।

আত্মরক্ষার অধিকার—দণ্ডবিধির ৯৭, ৯৯ ও ১০২ ধারা—আসামী দোষ স্বীকার করার পর অভিযোগ পত্রের পবিবর্ত্তন।

দণ্ডবিধির ৯৭ ধারায় বর্ণিত আত্মরক্ষার অধিকার ৯৯ ধারায় বর্ণিত নিষেধ দ্বারা সীমাবদ্ধ, অর্থাৎ মনুষ্যদেহের অপরাধের বিরুদ্ধে কেবল নিজ অথবা অপর কোন ব্যক্তি শরীররক্ষার জন্য উক্ত অধিকার চলিবেক। ১০২ ধারা মতে যখন অপরাধের উদ্যোগ কিম্বা ভয় প্রদর্শন হেতু শরীরের প্রতি কোন অনিষ্ট আশঙ্কার উপযুক্ত কারণ উপস্থিত হয়, তখন হইতে আত্মরক্ষার অধিকার আরম্ভ হইবে; আর ৯৯ ধারার ৪র্থ অংশ দ্বারা আত্মরক্ষার জন্য যে পরিমাণ অপকার করা আবশ্যক তাহার অধিক আত্মরক্ষার অধিকার ক্রমে করা যাইতে পারে না।

অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রথম লিপিবদ্ধ অভিযোগ পত্রের অপরাধ স্বীকার করিলে সেসন জজ প্রমাণ দৃষ্টে তাহার পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। জ্ঞানকৃত বধের অভিযোগে আসামী দোষ স্বীকার করিয়াছিল; মোকদ্দমার অবস্থা দৃষ্টে উক্ত অভিযোগ জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নহে অপরাধযুক্ত নরহত্যা অভিযোগে পরিবর্ত্তিত করেন। ধার্য্য হইল যে সেসন জজের কার্য্য আইনবিরুদ্ধ।

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ২০৬ ধারা।　　† ঐ ১৬ অধ্যায় (সমনের মোকদ্দমা)।

বেঙ্গল ল রিপোর্ট পঞ্চম ভাগ।

ফৌজদারী আপীল।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ চন্দ্রশেখর রায়—১০০ পৃঃ।

আদালত অবজ্ঞা।

নিম্ন শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট আপন আদালতের বিরুদ্ধে কেহ দণ্ড-বিধির ১৭৪ ধারার অপরাধ করিলে স্বয়ং বিচার করিতে পারিবেন না। যদি তিনি মোকদ্দমা তদন্তযোগ্য বিবেচনা করেন তবে যে মাজিস্ট্রেট উহা বিচার করিতে কিম্বা সেসনে সোপর্দ্দ করিতে পারেন তাঁহার নিকট মোকদ্দমা পাঠাইয়া দিবেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—১৩১ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ—২৫ আইন ৬২ * ধারা—অনিষ্টজনক বস্তুর অপসারণ।

এক পক্ষ এজাহার করে (পুলিস রিপোর্ট তাহার সমর্থন করে) যে কতকগুলি বৃক্ষে সাধারণের অনিষ্ট করিতেছে। মাজিষ্ট্রেট ঐসকল বৃক্ষ কাটিবার একতরফা অনুমতি দিতে পারেন না।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ সুরেন্দ্রনাথ রায় ওগয়রহ—২৭৪ পৃঃ।

মাজিষ্ট্রেট—ধৃত করণ—ওয়ারেণ্ট—নালিশ ফেরত পাঠান—সোপর্দ্দ করণ—
জামিন ১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইনের ৬৮ † ও ৭৭ ‡ ধারা।

যেস্থলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি স্বয়ং রীতিমত নালিশ করিতে অগ্রসর না হয় কেবল ঐরূপ স্থলে কার্য্যবিধির ৬৮ ধারা খাটিবেক।

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৫১৮ ধারা।

† ১৮১২ খৃঃ ১০ আঃ ১৪২ ধারা। ‡ ১৮৭২ খঃ ১০ আঃ ১৬১ ধারা।

উক্ত ধারায় উদ্দেশ্য এই যে যদিও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি স্বয়ং অভিযোগ জানাইতে অনিচ্ছুক কিম্বা অসমর্থ হয়, তথাপি মাজিষ্ট্রেট যাহাতে সদ্‌বিচার রক্ষিত হয় তৎপ্রতি যত্ন করিতে পারিবেন। এরূপ অবস্থাতেও একটী অপরাধ যে ঘটিয়াছে এমত জ্ঞান থাকা, ও ঐ জ্ঞান নিজের প্রত্যক্ষ কিম্বা আইন সম্বন্ধীয় প্রমাণ ঘটিত হওয়া আবশ্যক, তাহা হইলেই মাজিষ্ট্রেটের ধৃত করিবার অধিকার জন্মিবে। মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারেণ্ট বাহির করার অধিকার হওয়ার পক্ষে বাস্তবিক রীতিমত অভিযোগ অথবা শপথ পূর্ব্বক এজাহার আবশ্যক, তাহার ন্যুন কোন প্রকার উক্তি কি পুলিস রিপোর্ট আইনত প্রচুর নহে।

যেস্থলে উপযুক্ত পুলিস কর্ম্মচারির সাহায্য পাওয়া না যায় অথচ নিতান্ত প্রয়োজনীয় কার্য্য এমত স্থল ব্যতীত আর কোন সময়ে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৭৭ ধারা অনুসারে সরকারী লোক ভিন্ন অপর লোকের প্রতি ওয়ারেণ্ট জারির ভার অর্পণ করা উচিত নহে। ধৃত করণের ওয়ারেণ্টের শক্তি আসামী ম্যাজিষ্ট্রেটের সমীপে আনীত হওয়া মাত্র শেষ হইবে, এবং উপযুক্ত কারণ ব্যতীত আসামীকে আইনসঙ্গত রূপে জেলে কিম্বা হাজতে দেওয়া যাইতে পারে না; আর যেস্থলে প্রমাণ নাই সেখানে কোন প্রকার কারণও থাকিতে পারে না। এই মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট যদিও প্রমাণ লিপিবদ্ধ করার পূর্ব্বে আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন এবং মোকদ্দমার কোন কোন অবস্থায় সদ্বিবেচনার অভাব দেখাইয়াছেন তথাপি হাইকোর্ট আসামীগণকে সাফাই দাখিল করিবার জন্য মাজিষ্ট্রেট যে আজ্ঞা দিয়াছেন তাহা রহিত করিতে অস্বীকার করিলেন, যেহেতু ঐ আদেশ একটী উপযুক্ত কর্ম্মচারী বিচারকালে লিপিবদ্ধ প্রমাণ মুলে প্রকাশ করিয়াছেন।

পরিশিষ্ট।

নবকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দরখাস্তে—৪৫ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ—২৫ আইন ৩৬ * ধারা মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নিম্নশ্রেণী মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া।

উপযুক্ত কারণ না থাকিলে এবং যে সকল কারণ আছে তাহা লিপিবদ্ধ না করিয়া কোন মাজিষ্ট্রেট নিম্নশ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সেরেস্তা হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবেন না।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ রায় লক্ষ্মীপৎ সিংহ—৮১ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ৬২ * ধারা—নিষেধসূচক আজ্ঞা।

ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৬২ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রচারের পূর্ব্বে, কেন ঐরূপ আজ্ঞা প্রচার হইবে না তাহার কারণ দর্শাইবার আদেশ দিতে বাধ্য।

রামদয়াল সিংহ সংক্রান্তে—৮৯ পৃঃ।

১৮৬৫ খৃঃ ২০ আঃ ৩৪ ধাঃ—সার্টিফিকেট না লইয়া রেভিনিউ আদালতে মোক্তারের কার্য্য করার জন্য অপরাধ।

উক্ত ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা আইন-বিরুদ্ধ। উল্লিখিত অপরাধ রেভিনিউ আদালতের বিচার্য্য।

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৪৭ ধারা।

বেঙ্গল ল রিপোর্ট ষষ্ঠ ভাগ।

ফুলবেঞ্চ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ আব্বাস আলী চৌধুরী—৭৪ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ৬২ * ও ৪০৪ † ধারা।

৬২ ধারা মত মাজিষ্ট্রেট যে নিষেধসূচক আজ্ঞা প্রদান করেন তাহা মোকদ্দমা ঘটিত আজ্ঞা নহে; অতএব ৪০৪ ধারানুসারে উক্ত আজ্ঞা হাইকোর্টের সংশোধনযোগ্য নহে।

জষ্টিস ফিয়ারের মতে—৬২ ধারায় যে ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে তাহা মোকদ্দমা ঘটিত এবং ৪০৪ ধারার "মোকদ্দমা ঘটিত" শব্দের অন্তর্গত। উক্ত ক্ষমতা ক্রমে মাজিষ্ট্রেট যে হুকুম দিবেন তাহা ব্যক্তিবিশেষকে কার্য্যবিশেষ করিবার জন্য আদেশ স্বরূপ, সুতরাং ৪০৪ ধারানুসারে হাইকোর্টের দ্বারা সংশোধনযোগ্য।

ফৌজদারী ওরিজিনাল।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ নকুড় সরকার—৭২৯ পৃঃ।

প্রমাণ গ্রহণ যোগ্যতা—কলিকাতা ছোট আদালতে কার্য্যানুষ্ঠানের কাগজ।

যদিও কলিকাতার ছোট আদালতের সমনবহী অধিবিষ্ট জজের স্বাক্ষরযুক্ত না হয় তথাপি তাহা প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে।

ফৌজদারী আপীল।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ ওফাতুল্লা ওগয়রহ—৩৮১ পৃঃ।

লবণ জব্দ—রওয়ানা ১৮৬৪ খৃঃ ৭ (বঙ্গীয়) আঃ ১৬ ধারা।

উক্ত আইনের ১২ ধারার লিখিত সীমার মধ্যে ৫ সেরের অধিক যে লবণ পাওয়া যায় তাহা বিজারা এবং ধৃত করণ যোগ্য যে সকল

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৫১৮ ধারা। † ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ২৯৭ ধারা।

ব্যক্তি তাহা স্থানান্তরিত করিতেছিল তাহারা ১৬ ধারানুসারে দণ্ডার্হ। বিক্রয় করিবার উদ্যোগ কিম্বা অভিপ্রায় প্রমাণ করা অনাবশ্যক।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ রূপন রায়—২৯৬ পৃঃ।

আসামীর ক্ষতি পূরণ—১৮৬১ খৃঃ ২৫ আঃ ১৫ * অধ্যায়।

যেস্থলে বাদী পরস্পর বিরোধী উক্তি করিয়া আপন অভিযোগ সংস্থাপন করিতে পারে নাই তখন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান অভিযোগে ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিলেও অভিযুক্তকে কার্য্যবিধির ১৫ অধ্যায় অনুসারে ক্ষতিপূরণ দেওয়াইতে পারেন।

পরিশিষ্ট।

অভয় চৌধুরী বঃ টি, ব্রে সাহেব—১৪৮ পৃঃ।

শান্তিরক্ষা মুচলিকা—মোকদ্দমাঘটিত তদন্ত—প্রমাণ—পোলিশের রিপোর্ট।

শান্তিভঙ্গ করণ যোগ্য বিবাদের অস্তিত্বসম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেট আইনসঙ্গত প্রমাণ না লইয়া কোন পক্ষকে শান্তিরক্ষার জন্য মুচলিকায় আবদ্ধ করিতে পারেন না।

শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা আছে বলিয়া পোলিস যে রিপোর্ট দেয় তাহা শান্তিভঙ্গোপযোগী বিবাদের অস্তিত্বের আইনসঙ্গত প্রমাণ নহে।

বেট্স ও মহম্মদ ইসমাইল চৌধুরীর দরখাস্তে—৮৩ পৃঃ।

প্রমাণ।

অপর এক মোকদ্দমায় আসামীর অবর্ত্তমানে যে সাক্ষ্য লওয়া হইয়াছে তাহার বুনিয়াদে আসামীকে দঃ বিঃ ১৫৪ ধারার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হইল উক্ত দোষ নির্ণয় রহিত হইয়াছিল।

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ১৬ অধ্যায় (সমনের মোকদ্দমা)।

মেজর ফর্ব্বস বঃ গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য—৩ পৃঃ।

দঃ বিঃ ৪২৫ ধারা—গোমেষাদির দ্বারা তছরুপাত।

যাহাতে গোমেষাদি ক্ষেত্রের মধ্যে যাইতে না পারে তৎপক্ষে অধিকারির সাবধানতার ক্রটী মাত্র হইলেই দঃ বিঃ ৪২৫ ধারার মর্ম্মানুগত ক্ষেত্রের মধ্যে গোরু প্রবেশ করাইয়া দেওয়া গণ্য হইতে পারে না। ঐ ধারা মতে অধিকারির দোষ সাব্যস্ত করিতে হইলে ইহা সপ্রমাণ করিতে হইবে যে অপরের ক্ষতির সম্ভব জানিয়া সে বাস্তবিক গোমেষাদি প্রবেশ করাইয়া দিয়াছে।

গোলাব খাঁর দরখাস্তে—৮৩ পৃঃ।

মোক্তার—১৮৬৫ খৃঃ ২০ আইন ১৬ ধারা—মোক্তার সম্পণ্ড করণ।

উক্ত ধারামতে কার্য্য করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য যে মোক্তারের নিকট অভিযোগ পত্রের একখানি নকল প্রেরণ করিয়া অভিযোগ শ্রবণের দিবস ধার্য্য করত নোটিস প্রদান করেন।

জাঁহা বকস বঃ সরকার বাহাদুর—৬৬ পৃঃ।

মুচলিকার সর্ত্ত জব্দ—শান্তিরক্ষার জন্য মুচলিকা দেওয়া।

কর দরখাস্ত ক্রমে খর নিকট হইতে ছয় মাস শান্তিরক্ষার জন্য ৫০০ টাকার মুচলিকা লওয়া হয়, উক্ত কাল গত হওয়ার পূর্ব্বেই খ গকে আক্রমণ করে।

ধার্য্য হইয়াছিল যে মুচলিকার সর্ত্ত জব্দ হইতে পারে।

কায়েমুদ্দীন বঃ আল্লা বকস—১৩৩ পৃঃ।

চৌর্য্য—দঃ বিঃ ৩৭৮ ধারা।

খতিয়ান ও জমা খরচ হিসাব প্রভৃতি দোকানের কয়েকখানি বহী হাতে করিয়া কায়েমুদ্দীন ছোট আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিতেছিল। দোকানের এক জন অংশীদার আল্লাবকস কায়েমুদ্দীনের দখল হইতে বহীগুলি লইয়া কায়েমুদ্দীনের অনভিপ্রায়ে তাহা রাখে এবং বলে যে উহা তাহার নিজের বহী।

সকল সরিকানের এজমালী দখলে থাকা সম্পত্তি একজন সরিক নিজ খাসদখলে লইলে ৩৭৮ ধারায় বর্ণিত চৌর্য্য অপরাধ হয় না।

মহিমাচন্দ্র সাহার দরখাস্তে—৭৮ পৃঃ।

প্রমাণ—আসামীর সাক্ষিগণকে সমন করা—১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ২৫৩ * ধারা।

মোকদ্দমার অবস্থা অবগত আসামীর পক্ষে সাক্ষিকে মাজিষ্ট্রেটের সমন করা কর্ত্তব্য। তাহাদের সাক্ষ্য কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা পূর্ব্বেই সিদ্ধান্ত করা অনুচিত।

নৈমতুল্যা বঃ গোপাল সাহা—৬ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ও ১৮৬৯ খৃঃ ৮ আইন ২৪৪, ১৮০ ও ৩০৮ ধারা †।

দণ্ড বিঃ ৪৩১ ধারা মতে এক ব্যক্তি ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে অভিযুক্ত হয়। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাদীর এজাহার লইয়া আসামীর হাজির জামিন লয়েন। যদিও বাদীর সাক্ষী উপস্থিত ছিল তথাপি তাহাদিগকে পরীক্ষা না করিয়া তিনি অকারণ দীর্ঘকালের জন্য তদন্ত মুলতবী রাখেন।

জেলার মাজিষ্ট্রেট নথী তলব দিয়া এবং কাগজ দৃষ্ট করিয়া বিবেচনা করিলেন যে ফৌজদারী আদালতের হস্তক্ষেপ করিবার যোগ্য মোকদ্দমা নহে, ও আসামীকে খালাস দেন। ধার্য্য হইয়াছিল যে কোন অপরাধ সাব্যস্ত হয় নাই মাজিষ্ট্রেটের এই অনুমান যদি যথার্থ হয় তাহা হইলে তিনি আসামীকে ছাড়িয়া দিতে কেবল ক্ষমবান এমত নহে বরং বাধ্য।

প্রাণকৃষ্ণ চন্দ্র ও অপর এক ব্যক্তির দরখাস্তে—৮০ পৃঃ।

দঃ বিঃ ৩৮০, ৪৪৭ ধারা—অপরাধযুক্ত অনধিকার প্রবেশ।

একান্নভুক্ত হিন্দু পরিবারস্থ এক ব্যক্তি সাধারণের বাসগৃহে প্রবেশ করিলে অথবা তাহার অনুমতিক্রমে কোন অপরিচিত ব্যক্তি গৃহে প্রবেশ করিলে অপরাধযুক্ত অনধিকার প্রবেশ হয় না।

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ২১৯ ধারা। † ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ১৪৪, ১৪৬ ও ১৪৭, ৫২১ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ বন্দআলী—৬৫ পৃঃ।

দণ্ড বৃদ্ধি—দণ্ড পরিবর্ত্তন—বেত্রদণ্ড—কঠিন পরিশ্রমসহ কারাদণ্ড।

পরগৃহে প্রবেশ অপরাধে কোন ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আসামীকে ছয় মাস কারাদণ্ড ও তৎসঙ্গে বেত্রাঘাতের আজ্ঞা দেন। আসামীর উহা প্রথম অপরাধ বিধায় অতিরিক্ত বেত্রদণ্ড বেআইনী স্থির করিয়া জজ তাহা রহিত করিয়া পরিবর্ত্তে আরও তিন মাস কঠিন পরিশ্রম সহ কারাদণ্ডের আদেশ দেন। ধার্য্য হইল যে উক্ত দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন আইনসঙ্গত নহে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ বিশ্বম্ভর দাস—১২২ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ৩৭০* ধারা—কেমিকেল একজামিনরের রিপোর্ট।

কেমিকেল একজামিনরের আসল রিপোর্ট প্রমাণস্থলে দাখিল করিতে হইবে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ গুরুচরণ চঙ্গ ওগয়রহ—৯ পৃঃ।

হাঙ্গামা—অপরাধজনক নরহত্যা—দঃ বিঃ ১৪৮ ও ৩০৪।

কতকগুলি লোক আসামীদিগের শস্য কাটিয়া লইবার উদ্দেশ্যে হঠাৎ তাহাদিগকে আক্রমণ করে। তখন পোলিসে নালিস করিবার সময় ছিল না। আসামীগণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার জন্য এক খণ্ড বাঁশের দ্বারা এক ব্যক্তির উপর আঘাত করে। ঐ আঘাতে আহত ব্যক্তির পরিশেষে মৃত্যু হয়। সেসন জজ আসামীগণকে দঃ বিঃ ১৪৮ ও ৩০৪ ধারানুসারে দোষী সাব্যস্ত করেন।

হাইকোর্ট আসামীগণকে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত করিয়া ছাড়িয়া দেন এবং বলেন যে আসামীগণ যে বল প্রকাশ অথবা অনিষ্ট করিয়াছিল তাহা তাহাদিগের সম্পত্তি রক্ষার অধিকার অতিক্রম করে নাই।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ ঈশান দত্ত ওগয়রহ—৮৮ পৃঃ।

প্রমাণ—জেরা।

সাক্ষী সাক্ষ্য প্রদানযোগ্য হইলে, মান্যকারী কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিলেও, বিপক্ষ তাহাকে জেরা করিতে পারে।

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৩২৫ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ কালীনাথ বিশ্বাস—১১৩ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ২৯৮ * ধারা—শান্তিরক্ষার মুচলিকা।

ক এক বৎসরের জন্য শান্তিরক্ষার মুচলিকায় আবদ্ধ হইয়া কাল গত না হইতেই অন্যান্য লোকের সহিত বিবাদে লিপ্ত হইয়াছিল। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২৯৮ ধারা অনুসারে সেসনে অর্পণ না করিয়া ককে পুনর্ব্বার আর এক বৎসরের জন্য মুচলিকা দিতে আদেশ করেন।

ধার্য্য হইয়াছিল যে এই আজ্ঞা আইনবিরুদ্ধ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ নুরজান ও জগৎতারা—৩৪ পৃঃ।

দঃ বিঃ ৩৭২, ৩৭৩ ধারা।

স একটী ১৬ বৎসরের ন্যূনবয়স্কা বিবাহিতা মুসলমান বালিকা আপন পিতামহী নর নিকট বাস করিত এবং স্বামীর অবর্ত্তমানে দুই জন হিন্দুর সহিত ব্যভিচারিণী হইয়াছিল। ন তাহা জ্ঞাত ছিল। উক্ত হিন্দুরা স ও ন উভয়কে গ্রামান্তরে উঠিয়া যাইতে পরামর্শ দেয়। তথায় জ নামক এক বেশ্যার সহিত তাহাদের দেখা হইলে উহার বাটীতে বাস করিতে যায়। যে সকল ব্যক্তি সর নিকট আসিত জ তাহাদের নিকট টাকা লইত এবং স ও নকে যে বাস করিবার স্থান ও আহার যোগাইত তাহার পরিবর্ত্তে ঐ টাকা গ্রহণ করিত। ন দঃ বিঃ ৩৭২ ধারা অনুসারে এবং জ উক্ত আইনের ৩৭৩ ধারানুসারে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছিল।

জ্যাকসন জজ—দণ্ডবিধি মতে কোন অপরাধ কৃত হয় নাই। গ্লোভার—ন ও জ ক্রমান্বয় ৩৭২ ও ৩৭৩ ধারার অপরাধ করিয়াছে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ সেখ রমজান—১৫ পৃঃ।

* পূর্ব্ববর্ত্তী অপরাধ সাব্যস্তের প্রমাণ।

ক পূর্ব্বে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে, মহাফেজের এইরূপ কৈফিয়ৎ পূর্ব্ববর্ত্তী দোষ সাব্যস্তের প্রমাণ নহে।

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০আঃ ৫০৭ ধারা।

রামজয় মজুমদারের দরখাস্তে—৬৭ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ—২৫ আইন ও ১৮৬৯ খৃঃ ৮ আইন ৬৮, ২২৫, ৪০৪, ৪০৫ ধারা*।

ছাড়িয়া দেওয়ার পর পুনর্ব্বার কার্য্যানুষ্ঠান।

যখন কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্যবিধির ২২৫ ধারা অনুসারে অগ্রিম তদন্তের পর ছাড়িয়া দেন জেলার মাজিষ্ট্রেট ঐ আইনের ৬৮ ধারানুসারে পুনর্ব্বার তাহার বিরুদ্ধে ফৌজদারী আইন মত কার্য্যানুষ্ঠান করিতে পারেন। মার্কবী জজ কহেন, ১৮৬৯ খৃঃ ৮ আঃ ৪০৫ ধারামতে যে কার্য্যানুষ্ঠান আরম্ভ হইয়াছে তাহার সংশোধনের বিধান আছে। ১৮৬১ খৃঃ ৬৮ ধারায় নূতন করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান করিবার বিধান আছে।

শিবপ্রসাদ পাণ্ডার দরখাস্তে—৫৯ পৃঃ।

প্রমাণ—দলিল—আসামীর অধিকার।

আসামী আপন সাফাইর জন্য আদালতে দাখিলী কোন কোন দলিলের নকল চাহে। ধার্য্য হইল যে মাজিষ্ট্রেট উক্ত দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিয়া ভ্রম করিয়াছেন।

ফিয়ার জজ। আসামী যে সকল দলিলের নকল চাহে এবং যাহা সে স্বীয় সাফাইর জন্য প্রয়োজনীয় বোধ করে তাহার নকল পাইতে তাহার অধিকার আছে। মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জজ যিনি মোকদ্দমার বিচার করিবেন, মোকদ্দমা শ্রবণকালে দেখিবেন যে আসামীর দাখিলী দলিল প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারে কি না।

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ১৪২, ১৯৫, ২৯৭, ২৯৬ ধারা।

বেঙ্গল ল রিপোর্ট সপ্তম ভাগ।

ফুলবেঞ্চ।

মনীরুদ্দীন বঃ গৌরচন্দ্র সমদ্দার—১৬৫ পৃঃ।

বেত্রদণ্ড—১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ৪৬ * ধারা।

আসামী তিনটী পৃথক্ পৃথক্ অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডবিধির ৩২৫ ধারা মত ইচ্ছা পূর্ব্বক পীড়াজন্মান অপরাধে এক মাস কারাদণ্ড, ৩৭৮ ধারা মতে চৌর্য্য অপরাধে ২০ বেত্রাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা পাইয়াছিল। ধার্য্য হইয়াছিল (কেম্প ও ফিয়ার জজের অন্যমত) যে ঐ দণ্ডাজ্ঞা আইনসঙ্গত। যে স্থলে কোন ব্যক্তি এককালে দুই কি ততোধিক অপরাধে দোষী নির্ণীত হয় সেস্থানে ধার্য্য হইয়াছিল (কেম্প ও ফিয়ার জজের অন্যমত) যে দণ্ডবিধি আইনের বিহিত দণ্ডের অতিরিক্ত বেত্রদণ্ড দেওয়া আইনসঙ্গত।

ফৌজদারী আপীল।

ভদ্রেশ্বরী চৌধুরাণীর দরখাস্ত সংক্রান্তে।

১৮৬১ খৃঃ—২৫ আইন ৩১৮ † ধারা—পোলিস রিপোর্ট—শান্তিভঙ্গ।

ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩১৮ ধারানুসারে মাজিষ্ট্রেট কার্য্যানুষ্ঠান করিবার পূর্ব্বে প্রমাণ দ্বারা হৃদ্‌বোধ হওয়া উচিত যে শান্তিভঙ্গ-যোগ্য বিবাদ বর্ত্তমান আছে। পোলিস-রিপোর্ট প্রমাণ নহে।

কলিকাতার উপনগরের মিউনিসিপল কমিশ্যনরগণ বঃ আমানত আলী ওগয়রহ্ (প্রতিবাদিগণ)—৫১৬ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ৩০৮, ৩১০, ৩১১, ৩১৩ ধারা ‡—কসাইখানা।

যখন কোন মাজিষ্ট্রেট ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩০৮ ধারামতে সাধারণের স্বাস্থ্যের অনিষ্টজনক বলিয়া কোন ব্যবসা ও কারখানার

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৩১৪ ধারা। † ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৫৩০ ধারা।
‡ ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৫২১, ৫২৩, ৫২৫, ৫২৭ ধারা।

বন্ধ করিতে আজ্ঞা দেন তখন নিম্নলিখিত স্থল ভিন্ন হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিবেন না। প্রথমতঃ ঐ ব্যবসার সাধারণের স্বাস্থ্য ও সুখ-স্বচ্ছন্দতার অনিষ্টজনক এই বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে উপযুক্ত প্রমাণ না থাকে। দ্বিতীয়তঃ যে সকল কারণ প্রদর্শিত হয় তাহাতে মাজিষ্ট্রেটের হৃদবোধ হওয়া উচিত ছিল যে উক্ত ব্যবসা বন্ধ করার হুকুম ন্যায়সঙ্গত নহে।

কলিকাতার উপনগরের মিউনিসিপল কমিশ্যনরগণ বং মাহামুদ আলী ও অপর এক ব্যক্তি—৪৯৯ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ৩০৮, ৩১০, ৩১১, ৩১৩ ধারা*—কসাইখানা।

একটী পুরাতন কসাইখানার অবস্থা ও তাহার কার্য্যপ্রণালী বাস্তবিক অনিষ্টজনক ও প্রতিবাসিগণের স্বাস্থ্যের ব্যাঘাতজনক ছিল, ইহা সপ্রমাণ হইয়াছে। কিন্তু ঐ কসাইখানা স্থাপনের সময় হইতে যেরূপ অবস্থায় ছিল তাহা অপেক্ষা এক্ষণে মন্দ অবস্থা হইয়াছে এমত প্রমাণ নাই। কসাইখানার অধিকারিগণকে তলব দিয়া আনাইলে তাহারা ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩১০ ধারামতে পঞ্চায়তের প্রার্থনা করিল না।

ধার্য্য হইয়াছিল যে মাজিষ্ট্রেট ৩০৮ ধারানুসারে ঐ ব্যবসায় কিম্বা কারবার বন্ধ করিবার হুকুম দিতে ক্ষমবান ছিলেন। যত দীর্ঘকাল ভোগ করুক না কেন তাহাতে সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয় আইনসিদ্ধ হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বং আমিরুদ্দীন—৬৩ পৃঃ।

দলিল—প্রমাণ।

ভারতবর্ষীয় গেজেটে কিম্বা কলিকাতা গেজেটে ব্রিটিস রাজ্যের সীমাবর্ত্তী মুসলমান্ ধর্ম্মোন্মাদ ব্যক্তিগণের সহিত যুদ্ধ সম্পর্কীয় যে সকল সরকারী চিঠী প্রচারিত হয় তাহা ১৮৫৫ খৃঃ ২ আঃ ৬ ও ৮

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৫২১, ৫২৩, ৫২৫, ৫২৭ ধারা।

ধারা* মতে উক্ত যুদ্ধ আরম্ভ, চলা ও শেষ হওয়া সম্বন্ধে প্রমাণরূপে গ্রাহ্য হইবে । আর তদ্রূপ উক্ত ৬ ধারানুসারে পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর নিকট হইতে ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর নিকট প্রেরিত মুদ্রাঙ্কিত চিঠী আদালত কর্ত্তৃক কোন বিষয়ের পরিজ্ঞানের জন্য দলিল স্বরূপ গৃহীত হইতে পারে ।† ঐ সকল দলিল আসামীকে বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক করে না । কি উদ্দেশে ঐ দলিল গৃহীত হইয়াছে তাহা বুঝাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ওগয়রহ—৫১৩ পৃঃ ।

মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন ।

ধার্য্য হইয়াছিল যে মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমা ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের নিকট সোপর্দ্দ করিয়া পুনর্ব্বার ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩৬‡ ধারানুসারে রীতিমত কার্য্যানুষ্ঠান লিপিবদ্ধ না করিয়া স্বয়ং ঐ মোকদ্দমার বিচার করিতে পারেন না ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ কাশীচন্দ্র সাহা ও মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী—৩২২ পৃঃ ।

১৮৬১ খৃঃ—৩১৮ ‡—শপথ পূর্ব্বক সাক্ষ্য—প্রকৃত দখল ।

প্রকৃত দখলের অধিকার সাব্যস্ত করণ উদ্দেশে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৩১৮ ধারা অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান কালে শপথ করাইয়া সাক্ষ্য গ্রহণ করা উচিত ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ মহিমাচন্দ্র চক্রবর্ত্তী —২৬ পৃঃ ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আঃ ১৭০, ৪৬ § ধারা ।

ক ১০০ টাকার অধিক বাকী খাজানার নালিশ করায় খ গ ও ঘর বিরুদ্ধে ডিক্রী হয় । ঐ মোকদ্দমায় খ প্রভৃতির দাখিলা কতক-গুলি দলিল জাল বলিয়া ধার্য্য হইলে ক ডেপুটী কালেক্টরের

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১ আঃ ৫৭ ধারা ।
† ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৪৭ ধারা ।
‡ ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৫৩০ ধারা ।
§ ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৪৬৯, ২৮৩ ধারা ।

নিকট হইতে খ ও গর নামে ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ চালাইবার অনুমতি প্রাপ্ত হয়। পরে ক পুনর্ব্বার কালেক্টরের সমীপে খ গ ও ঘ তিন জনের নামে অভিযোগ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করায় তিনি এই হুকুম দেন—"পূর্ব্বেই ডেপুটী কালেক্টর একবার অনুমতি দিয়াছেন তথাপি দরখাস্তকারীর ইচ্ছামত দ্বিতীয়বার অনুমতি দিতে আমার আপত্তি নাই।" সেসন জজ দঃ বিঃ ৪৭১ ধারা মতে ঘকে অপরাধী নির্ণয় করেন। ঘ আপীল করায় ধার্য্য হইয়াছিল যে ঘর বিরুদ্ধে অভিযোগ স্থাপনের উপযুক্ত অনুমতি প্রদত্ত হয় নাই। পরবর্ত্তী কার্য্যানুষ্ঠান দ্বারা এই অসম্পূর্ণতা সংশোধন হয় নাই, অতএব দোষ নির্ণয় রহিত হওয়া উচিত।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ রামকৃষ্ণ দাস—৪৪৬ পৃঃ।

দণ্ডবিধি ১৬১ ধারা—সরকারী চাকর—অন্যায্য পারিতোষিক।

কালেক্টরী কাছারীর এক পেয়াদা সরকার হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট বেতন পাইত না কিন্তু যখন কোন পরোয়ানা জারি করিত তখন তাহার ফীস্ পাইত এবং তাহার নাম অতিরিক্ত পেয়াদার রেজিষ্টরীভুক্ত ছিল। মাজিষ্ট্রেট উক্ত পেয়াদাকে একদিন স্পেসিয়াল সব রেজিষ্ট্রারের কাছারীতে কার্য্য করিতে হুকুম দিয়াছিলেন। তথায় কোন ব্যক্তির নিকট একটী আধুলী লওয়ায় অন্যায্য পারিতোষিক গ্রহণ অপরাধে অভিযুক্ত হয়।

ধার্য্য হইল যে উক্ত পেয়াদা দঃ বিধির ২১ ধারা ৯ম অংশের সংজ্ঞানুসারে সরকারী চাকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ চলিতে পারে।

তকি মহম্মদ বঃ কৃষ্ণনাথ রায় ওগয়রহ—৭ পৃঃ।

বাদী গরহাজিরে অভিযোগ ডিস্‌মিস্—প্রমাণাভাবে আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া।

ধার্য্য হইয়াছিল যে আসামী সমন দ্বারা তলব কিম্বা ওয়ারেণ্ট দ্বারা ধৃত হইয়া কোন অভিযোগের জবাব দিতে হাজির হইলে

যদি বাদী ও তাহার সাক্ষীগণ শোথল্য ক্রমে হাজির হইতে ক্রটী করে তবে ২২৪ ধারা বিধানমতে ঐ মোকদ্দমা মুলতবী রাখার বিশেষ কারণ না দেখাইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া কর্ত্তব্য।

পরিশিষ্ট।

কাপ্তান বঃ জি এম্ স্মিথ—২৫ পৃঃ।

আক্রমণ—পীড়া জন্মান—দঃ বিঃ ৩৫২—১৮৬১ খৃঃ ২৫ আঃ ৫৫ ধারা*।

দঃ বিঃ ৩৫২ ধারার অপরাধের বিচার হইয়া মুক্তি হইলে, উক্ত নালিশে পুনর্ব্বার পীড়া জন্মান অপরাধে বিচার হইতে পারে না।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ দুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য—৩৭ পৃঃ।

প্রতিভূ—মুচলিকা।

এক ব্যক্তি আসামীর প্রতিভূ হইয়া নির্দ্ধারিত দিবসে তাহাকে হাজির করিতে না পারায়, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট জামিনীর সত্ত্ব জব্দ করিবার হুকুম দিয়া প্রথমতঃ আসামী, দ্বিতীয়তঃ প্রতিভূর অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়ের আদেশ প্রদান করিলেন। আসামী মুচলিকাপত্র স্বাক্ষরিত করে নাই এবং প্রতিভূর প্রতি কারণ দর্শাইবার কোন নোটিস জারি হয় নাই।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের হুকুম আইনবিরুদ্ধ বলিয়া রহিত হয়।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ গোষ্ঠলাল দত্ত—৬২ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ২০৫ † ধারা—স্বাক্ষর।

আসামীর পরীক্ষার মধ্যে তাহাকে যে যে প্রশ্ন করা হইয়াছিল ও সে যে যে উত্তর প্রদান করিয়াছে তৎসমুদয় বর্ণিত আছে এবং তাহার উত্তরের অর্থ করিতে কিম্বা তাহাতে অন্য কথা যোগ করিতে

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৪৬০ ধারা। † ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৩৪৬ ধারা।

আসামীর স্বাধীনতা ছিল, এই সকল কথা মাজিষ্ট্রেটের লিখিতে হইবে ফৌজদারী কার্য্যবিধি ২০৫ ধারার মর্ম্ম এমত নহে। পরীক্ষার নিম্নভাগে স্বাক্ষর থাকিলেই প্রচুর হইল। কিন্তু সন্দেহস্থলে কার্য্যানুষ্ঠান যথানিয়ম হইয়াছে কি না এতৎ সম্বন্ধে মৌখিক সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাইতে পারে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ হরগোবিন্দ পাল—৫৭ পৃঃ।

১৮৬৯ খৃঃ—৮ আইন ৩১০ * ধারা—জুরীর নিষ্পত্তি—জুরীর নিয়োগ।

নির্দ্দিষ্ট দিবসের বহুদিন পরে জুরীর প্রদত্ত নিষ্পত্তি মাজিষ্ট্রেট গ্রহণ কিম্বা বলবৎ রাখিতে পারেন না। যে জুরীর মুখ্য ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেট মনোনীত করিয়াছেন এবং আর সকল ব্যক্তিকে উভয় পক্ষে মনোনীত করিয়াছে এমত জুরী ৩১০ ধারানুসারে উচিত মত নিযুক্ত হয় নাই।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ কালীচরণ মিশ্র ওগয়রহ—৫৫ পৃঃ।

মোকদ্দমার অনুসন্ধান—চৌর্য্য—সাফাই— ডিস্‌মিস্ করণ।

অভিযোগ ডিস্‌মিস্ করার অগ্রে তৎসাপক্ষে প্রমাণ শ্রবণ করা মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য। চৌর্য্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি অপহৃত বস্তুতে মালিকী সত্ব দাবী করিলেই অভিযোগ অগ্রাহ্যের কারণ হয় না।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ মহারাজ মিশ্র ওগয়রহ—৬৬ পৃঃ।

দঃ বিঃ ১৯৩ ধারা। মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের অভিযোগপত্রের আকার।

এক অভিযোগ পত্রে ৬ ব্যক্তি নিম্ন-লিখিত রূপে অভিযুক্ত হইয়াছিল—"তোমরা জুন মাসের তারিখে তাজপুরে মোকদ্দমাঘটিত কার্য্যানুষ্ঠানের মধ্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছ সুতরাং দঃ বিঃ ১৯৩ ধারার অপরাধ করিয়াছ।"

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৫২৩ ধারা।

ধার্য্য হইয়াছিল যে উক্ত অভিযোগ পত্র অশুদ্ধ ও অসম্পূর্ণ। প্রথমতঃ—যেহেতু উহাতে ৬ ব্যক্তিকে এক যোগে মিথ্যা সাক্ষ্যের অভিযোগ করা হইয়াছে। ২য়তঃ—কোন উক্তি আসামীগণ মিথ্যা বলিয়াছে তাহার উল্লেখ নাই। ৩য়তঃ—অপরাধ করার তারিখ ও বৎসরের উল্লেখ নাই। ৪র্থতঃ—কোন আদালত কিম্বা কর্ম্মচারীর সমক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে তাহা প্রকাশ নাই।

১৯৩ ধারানুসারে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানের অপরাধ সাব্যস্ত করিতে হইলে প্রমাণ করিতে হইবে যে অভিযুক্ত তাহার জ্ঞানতঃ ইচ্ছা-পূর্ব্বক বিশেষ একটী উক্তি মিথ্যা বলিয়াছে।

বেঙ্গল ল রিপোর্ট অষ্টম ভাগ।

কুলবেঞ্চ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ হরলাল দাস ওগয়রহ বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্টের দরখাস্তে—৪২২ পৃঃ।

মাজিষ্ট্রেট সব রেজিষ্ট্রার রূপে যে অভিযোগ রুজু করিয়াছেন তাহার বিচার স্বয়ং করা—১৮৬৬ খৃঃ ২০ আঃ।

কোন ব্যক্তি ১৮৬৬ খৃঃ ২০ আঃ ৯০ এবং ৯৪ ধারা মতে অপরাধ করে। উপরিস্থ রেজিষ্ট্রারের অনুমতিক্রমে সব রেজিষ্ট্রারের পদে থাকিয়া বিচার-কারী মাজিষ্ট্রেট তাহা স্বয়ং রুজু করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার কার্য্যানুষ্ঠান আইনবিরুদ্ধ এবং এলাকাবহির্ভূত কিম্বা অন্য কোন রূপে অশুদ্ধ হইবে না। কিন্তু এমত স্থলে অপর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে ভাল হয়।

পরিশিষ্ট।

গৌরমোহন সিংহের দরখাস্তে—১১ পৃঃ।

১৮৬৯ খৃঃ ৮ আইন ২৪৯ * ধারা—দঃ বিঃ ২১১ ধারা।

এই মোকদ্দমার বাদী কতকগুলি ব্যক্তির নামে ডাকাইতির অভিযোগ করে। পোলিস তদন্ত কালে বাদী পোলিসের কার্য্যানুষ্ঠানে অসন্তুষ্ট হইয়া, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের সমীপে পোলিসের নামে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করিয়া, তাঁহাকে স্বয়ং ঘটনাস্থলে গিয়া অভিযোগ সাপেক্ষ সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে প্রার্থনা করে। ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ঐ সম্বন্ধে কোন কার্য্য না করিয়া পোলিস রিপোর্টের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। পোলিস মোকদ্দমা মিথ্যা বলিয়া রিপোর্ট দেয়।

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ২১৪ ধারা।

ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট আর কোন প্রমাণ গ্রহণ কিম্বা তদন্ত না করিয়াই ২১১ ধারার অপরাধ জন্য বাদীকে বিচার করিবার আদেশ দেন। আমরা (হাইকোর্ট) বিবেচনা করি যে যদিও ১৮০ ধারা মতে মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় কার্য্যানুষ্ঠানের উচিত কারণ না থাকা মনে করিয়া তিনি নালিশ ডিস্‌মিস্ করিতে ক্ষমবান, তথাপি এই মোকদ্দমার বাদীকে ২১১ ধারানুসারে অভিযোগ করার পূর্ব্বে তাঁহার স্বয়ংতদন্ত করিয়া দেখা উচিত ছিল যে পোলিসের কার্য্য বাদীর বর্ণনানুরূপ পক্ষপাতযুক্ত ছিল কি না।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ হরগোবিন্দ দত্ত সরকার—১২ পৃঃ।

রবিবারে বিচার—১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ১৭১ * ধারা।

রবিবারে মোকদ্দমার বিচারের দিন ধার্য্য করা অন্যায়। রবিবার প্রসিদ্ধ ছুটীর দিবস, সাক্ষী হাজির না হইতে পারে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ দ্বারিকানাথ হাজ্‌রা—৯ পৃঃ।

১৮৬৪ খৃ বঙ্গীয় ৩ আইন ৬৭ † ধারা। বাটীতে ময়লা রাখার জন্য অর্থদণ্ড।

বাটীর নিকট ময়লা রাখিলে স্থানের প্রকৃত বাসকারী মাত্র দণ্ডযোগ্য। অনুপস্থিত মালিক দণ্ডার্হ নহে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ হাসান আলী—২৫ পৃঃ।

মিথ্যা সাক্ষ্য—পরস্পর বিরোধী উক্তি।

যেস্থলে আসামী পরস্পর বিরোধী দুইটী বাক্য সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য পৃথক্ পৃথক্ রূপে অভিযুক্ত হইয়াছে তখন একটী অপরাধ স্বীকার করিলেই অন্যটীতে মুক্তি লাভ করিবে এমত নহে। সেসন জজ ঐ অভিযোগে তাহাকে মুক্তি দেওয়ার পূর্ব্বে সাক্ষ্য গ্রহণ পূর্ব্বক বিচার করিতে বাধ্য।

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৪৭১ ধারা। † ১৮৭৬ খৃঃ ৫ (বঙ্গীয়) আইনের ১৯৮ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ জঙ্গলী বেলদার—৪৭ পৃঃ ।

১৮৫৬ খৃঃ ২১ আঃ (আবকারী)—১৮৬১ খৃঃ ২৫ আঃ ও ১৮৬৯ খৃঃ ৮ আঃ ৬১ধারা *—জরিমানা আদায় ।

১৮৫৬ খৃঃ—২১ আইন মতে যে অর্থদণ্ড হয় তাহাতে ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৬১ ধারা খাটে না ; ঐ রূপ অর্থদণ্ডের টাকা অপরাধী ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা আদায় হইতে পারে না ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ রাধু সিংহ—৬০ পৃঃ ।

পোলিস কর্ম্মচারীর অপরাধ—১৮৬১ খৃঃ ৫ আইনের ২৯ ধারা ।

এক মোকদ্দমা তদন্তকালে যদি কোন পোলিস কর্ম্মচারী আর এক মোকদ্দমা লইতে অস্বীকার করে তাহা হইলে সে ২৯ ধারা মতে অপরাধী হয় না ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ রাজকৃষ্ণ বিশ্বাস—১ পৃঃ ।

দঃ বিঃ ৪০৬ ধারা—১৮৭১ খৃঃ ১ আইন ।

কোন পোলিস কর্ম্মচারী খোয়াড়ে আবদ্ধ পশু ক্রয় করিলে দঃ বিঃ ৪০৬ ধারানুসারে দোষী হইতে পারে না । তাহার নামে জীরাৎ পয়মালী আইন মতে অভিযোগ করিতে হইবে ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ উজীর ওগয়রহ—৬৩ পৃঃ ।

১৮৬০ খৃঃ ৪৫ আঃ ৪৯৮ ধারা—বিবাহের অনুমান—প্রমাণের ভার ।

৪৯৮ ধারার অভিযোগে কোন স্ত্রী ও এক পুরুষ উভয়ে একত্র বাস করিত ইহা দেখাইলেই তাহারা যে পরস্পর স্ত্রী ও স্বামী নহে ইহার প্রমাণের ভার অভিযুক্তের উপর পড়িবে । মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে যে সাক্ষ্য গৃহীত হইয়াছে কিন্তু বিচারকালে যাহা ব্যবহৃত হয় নাই এমত প্রমাণ আপীলে দৃষ্ট হইবে না ।

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৩০৭ ধারা ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ জলফুকার খাঁ—২১ পৃঃ।

প্রমাণ—মত্ততা।

এক আসামীর বিচারকালে যে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা অন্য আসামীর বিচারকালে গ্রহণ করা উচিত নহে। মত্ততা অপরাধকে গুরুতর করে এমত বিবেচনা করা অসঙ্গত।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ দীনবন্ধু গঙ্গোপাধ্যায়—৫৮ পৃঃ।

পোলিস কর্ম্মচারীর অপরাধ—১৮৬১ খৃঃ ৫ আঃ ৮, ২৯ ধারা।

পোলিস কর্ম্মচারী সম্পূর্ণ অবস্থায় কোন কার্য্যের জন্য পোলিস আইনের ২৯ ধারানুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলা অপরাধে দোষী গণ্য হইতে পারে না। সম্পূর্ণ অবস্থায় তাহাকে উক্ত আইনের মর্ম্মানুগত "পোলিসচারী" বলা যায় না।

বেঙ্গল ল রিপোর্ট নবম ভাগ।

ফৌজদারী আপীল।

জে ডি সদারলাণ্ড ও অপর একজনের দরখাস্তে—২২৯ পৃঃ।

প্রকৃত দখল—১৮৬১ সালের ২৫ আইন ২৮২ * ও ৩১৮ † ধারা—শান্তিভঙ্গ।

উক্ত আইনের ৩১৮ ধারার প্রকৃত দখল অর্থে বেতনভোগী কর্ম্মচারির দ্বারা দখল, মধ্যবর্ত্তী প্রজার দ্বারা দখল (যে প্রজা রীতিমত খাজানা দিতেছে) ও সম্পত্তির স্বত্বোপভোগী বন্ধক গৃহীতার দখল বুঝাইবে। উহার অর্থ কেবলই সাক্ষাৎ দখলেই নিবদ্ধ নহে। কিন্তু যেস্থলে সাক্ষাৎ দখলকারী প্রজাগণ ভূম্যধিকারির হস্তে খাজানা না দিয়া কেবল কোন মধ্যবর্ত্তী স্বত্বাধিকারিকে খাজানা দেয়, তখন ঐ ভূম্যধিকারিকে এই ধারামতে "প্রকৃত দখলকারী" বলা যাইতে পারে না।

ঐ আইনের ৩১৮ ধারামত কার্য্য করিবার সময় কার্য্যপ্রণালী নিয়মশুদ্ধ করিতে হইলে প্রকৃতপক্ষে যে একটী বিবাদ চলিতেছে এই বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটের হৃদ্‌বোধ হইলে সেই হৃদ্‌বোধের হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন।

অবস্থানুসারে প্রয়োজন বোধ করিলে ২৮২ ধারামত মুচলিকা লওয়া হইলেও মাজিষ্ট্রেট ৩১৮ ধারামত কার্য্য করিতে পারেন।

এচ্ পি কেস্‌পার্য্য—৩৩৭ পৃঃ।

১৮৬১ সালের ২৫ আইন ৪৩৫ ‡ ধারা—সেসন জজের মোকদ্দমা ওয়াপেজ করিবার ক্ষমতা।

তদন্তের পর মাজিষ্ট্রেট ২৫০ § ধারামত আসামী ছাড়িয়া দিলে সেসন জজ পুনরায় তদন্ত জন্য ৪৩৫ ধারামত মোকদ্দমা ওয়াপেজ দিতে পারেন না।

---

* † ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ৪৯১ ও ৫৩০ ধারা।

‡ ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ২৯৬ ধারা। § ১৮৭২ সালের ১০ আইনের ২১৫ ধারা।

এঞ্জেলো বঃ অপর এক পক্ষ এবং কার্গিল বঃ অপর এক পক্ষ—৪১৭ পৃঃ।

সাধারণের গমনাগমনের পথ—অবরুদ্ধ করণ—মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা—১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ২৫ আইন ৩০৮, ৪০৪, ৪৩৪ ধারা *।

পুরাতন কার্য্যবিধির ৩০৪ ধারায় মোকদ্দমায় আসামী উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইলে ফলতঃ সেই পথ সাধারণের গম্য কি না ও উহা অবরুদ্ধ হইয়াছে কি না তাহা দেখা মাজিষ্ট্রেটের কর্ত্তব্য। যদি তিনি তৎকালীন উপস্থিত প্রমাণ লইয়া তদন্ত করেন তবে তিনি ক্ষমতার বহির্ভূত কিম্বা অতিরিক্ত কার্য্য করেন না। আইনের ভ্রান্তি কিম্বা ক্ষমতার অতিরিক্ত কার্য্য না করিলে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। উপস্থিত প্রমাণে মাজিষ্ট্রেট ভ্রান্তিজনক বিচার করিয়াছেন বলিয়া হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না।

পরিশিষ্ট।

গোবিন্দচন্দ্র ঘোষ ও অপর একজনের দরখাস্তে—৩৯ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইনের ৩১৮ ধাঃ—কাহাকে নোটিস দিতে হইবে—সাক্ষ্য তলব করাইবার অধিকার।

বিরোধী সম্পত্তির সকল সরিকগণকে নোটিস দিতে মাজিষ্টেট বাধ্য নহেন; কেবল প্রকৃত বিবাদিগণ নোটিস পাইবে। যথাকালে প্রমাণ তলব না করাইলে মোকদ্দমার শেষভাগে তলবের দাবী থাকে না।

কালীচরণ চন্দের দরখাস্তে—১৮ পৃঃ।

১৮৬৫ খৃঃ ২২ আইনের ১১ ও ১৩ ধাঃ—মোক্তারের কার্য্যকরণ।

কোন মোকদ্দমাকারীর দরখাস্ত লিখিয়া দিলেই ঐ আইনের ১১ ধারা মত মোক্তারের কার্য্য করা হয় না, সুতরাং কোন সনদশূন্য ব্যক্তি উহা লিখিলে ১৩ ধারা মত দণ্ডনীয় নহে।

---

* ক্রমান্বয়ে ১৮৭২ খৃঃ—১০ আইনের ৫২১, ২৯৭, ২৯৫ ধারা।

লভ সাহেবের দরখাস্তে—৩৫ পৃঃ।

মিউনিসিপাল উপনিয়ম—প্রাত্যহিক জরিমানা।

মিউনিসিপাল উপনিয়ম ভঙ্গকরণ অপরাধে প্রাত্যহিক জরিমানা আইন-নিষিদ্ধ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ ঈশ্বরীপ্রসাদ সিংহ—৪৪ পৃঃ।

শান্তিরক্ষার মুচলিকা—মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

সমনে লিখিত সর্ত্ত অতিক্রম করিয়া অধিকতর পরিমাণে কিম্বা দীর্ঘতর কালের জন্য, জামিন লইতে মাজিষ্ট্রেট পারেন না।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়—৩০ পৃঃ।

শান্তিরক্ষার মুচলিকা—পুরাতন কার্য্যবিধির ২৯০* ধাঃ।

একটী শান্তিরক্ষার মুচলিকার কাল অতীত না হইতেই পুনর্ব্বার নুতন মুচলিকা তলব করণ উক্ত ধারামত অবৈধ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ মজফর খলিফা—৩৬ পঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন—৬২ † ধাঃ—ছাড়া পশু সম্বন্ধে হুকুম—অবজ্ঞা।

স্থানবিশেষে গোরু, ছাগল প্রভৃতি পশু চরিবার জন্য ছাড়িয়া দেওয়া সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটের নিষেধ আজ্ঞা উক্ত আইনের ৬২ ধারা অনুযায়ী হুকুম নহে, সুতরাং কেহ সেই নিষেধ আজ্ঞা পালন না করিলে দণ্ডবিধির ২৮৯ ধারামত দণ্ডার্হ হইবেক না।

শ্যামশঙ্কর মজুমদারের দরখাস্তে—৪৫ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইন ৩১৮ ‡ ধারা।

উক্ত ধারামতে উভয়পক্ষের সাক্ষ্য তলব করা আবশ্যক।

সৃষ্টিধর পাড়ুইয়ের দরখাস্তে—১৯ পৃঃ।

দণ্ডবিধির ৪৪১ ধারা—অভিপ্রায়।

ভয়প্রদর্শন, অবমানকরণ কিম্বা অনিষ্ট করণের অভিপ্রায় না থাকিলে অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ হইতে পারে না। যখন

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আইনের ৪৯৯ ধারা। † ১৭৮২ খৃঃ ১০ আইনের ৫১৮ ধারা।

‡ ১৮৭২ খৃঃ ১০ আইন ৫৩০ ধারা।

কোন ব্যক্তি বহুকাল দখলসম্ভূত স্বত্বের উপর নির্ভর করিয়া অধিক-কাল জলকর স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছে, তাহাকে নিষেধ করিয়া নোটিস জারী করিবার পরেও যদি সে ঐরূপ কার্য্যে বিরত না হয় তথাপি তাহার অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ রূপ দোষ হইবে না।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ রামপাণ্ডা—১৬ পৃঃ।

দণ্ডবিধি ১০৮, ১০৯ ও ২১১ ধারা—মিথ্যা মোকদ্দমার সহায়তা।

মিথ্যা অভিযোগের পোষকতায় সাক্ষ্য দেওয়া মাত্র হেতুতেই উহার সহায়তা করা অপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারে না।

বেঙ্গল ল রিপোর্ট দশম ভাগ।

ফুলবেঞ্চ।

বৈকুণ্ঠনাথ সাহার দরখাস্তে—৪৩৪ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আইনের ৬২ * ধারা—বিরোধী হাট—মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

যুক্তিমূলক কারণে যদি মাজিষ্ট্রেটের এমন হৃদ্‌বোধ হয় যে তাঁহার হুকুমে দাঙ্গা হাঙ্গামা নিবারণ হইতে পারে কিম্বা হইবার সম্ভব, তাহা হইলে তিনি উক্ত আইনের ৬২ ধারামত কোন বিরোধী হাটের মালিককে কোন বিশেষ স্থানে ও বিশেষ বারে হাট মিলাইতে, অন্ততঃ অল্পকালের জন্য নিষেধ করিতে পারেন।

দেওয়ানী আপীল।

কাশীচন্দ্র দাসের দরখাস্তে—৪৪১ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আঃ ৬২, ২৮২ † ধারা—শান্তিভঙ্গ—মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

ঐ আইনের ২৮২ ধারার অনুবলে মাজিষ্ট্রেট অন্যায্য কার্য্য নিষেধ করিতে পারেন, কিন্তু ন্যায্য কার্য্য নহে। আইনের এমন উদ্দেশ্য নহে যে পাছে অপর একজন শান্তিভঙ্গ করে সেই কারণ তিনি আর এক জনকে সম্পত্তিসম্ভূত ক্ষমতা সঞ্চালন করিতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

ফৌজদারী আপীল।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ বেলাত আলি গং—৪৫৩ পৃঃ।

১৮৭২ খৃঃ ১ আইনের ৩০ ধারা। সহাপরাধির স্বীকার বাক্য কখন প্রাসঙ্গিক।

একত্রে বিচারে আনীত কয়েক আসামীর মধ্যে কেহ অপরাধ স্বীকার করিলে সেই স্বীকার বাক্য অপর আসামীদের বিরুদ্ধে গ্রাহ্য করিতে গেলে দেখিতে হইবে যে ঐ স্বীকার বাক্য স্বীকার-

* † ক্রমান্বয়ে ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ—৫১৮ ও ৪৯১ ধারা।

কারিকে অপর আসামীদিগের সহিত তুল্য পরিমাণে সেই অপরাধে লিপ্ত করিতেছে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ সুবজান—৩৩২ পৃঃ।

সাক্ষ্য—অপরাধ স্বীকার বাক্যের বিশ্বাসযোগ্যতা।

যখন এইরূপ বলা হইতেছে যে আসামী অপরাধ স্বীকার করিয়াছিল, তখন আসামী কি কি বাক্য ব্যবহার করিয়াছিল তাহা নির্দ্ধারণ করা আবশ্যক। ঐ স্বীকার বাক্য সম্বন্ধে সাক্ষ্যদাতা সাক্ষীগণ আসামীকে প্রশ্ন করিয়া আসামীর উত্তর শুনিয়া আপনি আপনি যে মর্ম্ম সংগ্রহ করিয়াছে কেবল সেই মর্ম্ম মাত্রই লওয়া আদালতের উচিত নহে। যখন আসামী দুই প্রকার পৃথক্ উক্তি করিতেছে—এক উক্তি দ্বারা আপনার দোষ স্বীকার করিতেছে ও অপরটীর দ্বারা তাহা অস্বীকার করে, সেই স্থলে যদি প্রথম উক্তিটী আসামীর বিরুদ্ধে লওয়া হয় তবে অপরটী তাহার যথাযোগ্য মূল্যে আসামীর সাপক্ষে লইতে হইবে। ঐ দুই উক্তির মধ্যে কোন একটীকে গ্রাহ্য করিবার অগ্রে উভয়ের বিশ্বাসযোগ্যতা পরিমাণ করা আদালতের কর্ত্তব্য।

মাজিষ্ট্রেটের প্রেরিত নথীস্থ দলিল যাহা সেসন জজের সমক্ষে প্রমাণস্বরূপ অর্পিত হয় নাই, আসামীর সাপক্ষে বলিয়া হাইকোর্ট সেই দলিল দৃষ্টি করিলেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ তারকনাথ মুখোপাধ্যায়—২৮৫ পৃঃ।

কার্য্যবিধি (১৮৭২ খৃঃ ১০ আইন) ২৯৬ ধাঃ—মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ছাড়িয়া দেওয়া আসামীকে সেসন সোপর্দ্দ করিবার আদেশ করিবার সেসন জজের ক্ষমতা।

অগ্রিম প্রমাণ লইয়া মাজিষ্ট্রেট কোন আসামী ছাড়িয়া দিলে যদি জজ ঐ আসামীকে সেসন সোপর্দ্দ করিতে আদেশ দেন তবে আসামীর কোন কোন কার্য্যে ঐ অভিযুক্ত অপরাধ হইয়াছে তাহা বিশেষ করিয়া নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। পূর্ব্বে আসামী যে অপরাধে অভিযুক্ত হয় নাই এমন কোন অপরাধ করণ হেতু আসামীকে সোপর্দ্দ করিতে জজ আদেশ করিতে পারেন না।

পরিশিষ্ট।

নিপুর আওরৎ বঃ জুড়াই—৩৩ পৃঃ।

ভরণপোষণের হুকুম—১৮৭২ খৃঃ—১০ আইনে ৫৩৬ ধারা। তালাকের ফল।

কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক স্ত্রীকে খোরপোষ দিতে আদিষ্ট হয় ও কতক কাল তাহা না দিয়া যদি আদালতের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া ঐ স্ত্রীকে তালাক দেয়, তবে পূর্ব্ব হুকুম ও তালাকের মধ্যবর্ত্তী কালের জন্য ভরণপোষণের ব্যয় দিতে সে বাধ্য, কিন্তু তালাকের পরে বাধ্য নহে।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ হিক্‌স।—১ পৃঃ।

১৮৭২ খৃঃ ১ আইন—২৪ ধারা।

অপরাধ স্বীকার ব্যতীত যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যেও আসামীকে ভয় প্রদর্শন করা যায় ও সেই অবস্থায় সে অপরাধ স্বীকার করিয়া ফেলে তবে ঐ স্বীকার বাক্য গ্রাহ্য হইবে না।

রঘু পাড়িয়ার দরখাস্তে—২৬ পৃঃ।

১৮৬১ খৃঃ ২৫ আঃ—৬৭ * ধাঃ। বিনা প্রমাণে খারিজ।

যখন মাজিষ্ট্রেট আসামীর বিরুদ্ধে ওয়ারেণ্ট জারী করিয়াছেন তখন কার্য্যবিধির প্রস্তাবিত কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করা উচিত। কিন্তু যদি ইতিমধ্যে এমন কোন অবস্থা ঘটে যাহাতে তাঁহার প্রতীতি হয় যে প্রথমে তাঁহার বিবেচনার ক্রুটী হইয়াছিল, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে পারেন।

---

* ১৮৭২ খৃঃ ১০ আ—১৪৭ধাঃ।

বেঙ্গল ল রিপোর্ট একাদশ ভাগ।

* মিচুচন্দ্র সরকার বঃ জে এচ্ রেভেন্স—৯ পৃঃ।

মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞানুসারে বাটীভাঙ্গা—ক্ষতিপূরণের নালিস—দেওয়ানী আদালতের এলাকা। ১৮৬১ খৃঃ ২৫ আঃ—৬৯ খৃঃ ৮ আঃ ৩০৮, ৩১০ ও ৩১১ ধারা†।

কোন মাজিষ্ট্রেট ১৮৬৯ খৃঃ ৮ আইনের ৩০৮ ধারামতে ক নামক ব্যক্তিকে সরকারী রাস্তার অবরোধ জনক একটী ঘর ভাঙ্গিতে হুকুম দেন। ৩১০ ধারামত ক জুরি স্থাপন প্রার্থনা করে। জুরির অধিকাংশ লোক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়া তাহাতে মত দেন। ক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা পালন না করায় ৩১১ ধারামতে তাহার ঘর উঠাইয়া দেওয়া হয়। ক মাজিষ্ট্রেটের বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের নালিস করিল। ধার্য্য হইল যে ক্ষতিপূরণের নালিস চলিতে পারে না; যেহেতু মাজিষ্ট্রেট আইনের লিখিত কার্য্যপ্রণালীর ব্যতিক্রম করেন নাই।

ফৌজদারী আপীল।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ সাবেদ আলি গং—৩৪৭ পৃঃ।

দণ্ডবিধি—১৪৯ ও ৩০০ ধারা—বে-আইনী জনতা—সাধারণ উদ্দেশ্য—জ্ঞানকৃতবধ।

এক খণ্ড বিরোধীয় জমি হইতে কতকগুলি লোককে তাড়াইয়া দিবার জন্য অপর কয়েকজনে বে-আইনী জনতায় মিলিত হয় ও তাহাদের মধ্যে একজন প্রথম পক্ষের প্রতি বন্দুক ছাড়িয়া এক ব্যক্তিকে বধ করে। ধার্য্য হইল যে যেহেতু ঐ ক্রিয়া হঠাৎ ও বিনা পূর্ব্বমনস্থ হইয়াছিল, তখন জনতার অপর সকল লোকের বিরুদ্ধে জ্ঞানকৃতবধের অপরাধ বর্ত্তিতে পারে না।

---

* দেওয়ানী বিভাগে বিচার হয়।

† ক্রমান্বয়ে ১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৫২১, ৫২৩, ৫২৫ ধারা।

বেঙ্গল ল রিপোর্ট দ্বাদশ ভাগ।

পরিশিষ্ট।

কলিকাতার উপনগরের মিউনিসিপাল কমিশনরদিগের সভাপতি বঃ আনিসুদ্দিন—২ পৃঃ।

প্রাত্যহিক জরিমানা আইন-বিরুদ্ধ।

শ্রীশ্রীমতি মহারাণী বঃ আরমানুল্লা—১৫ পৃঃ।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ—২৪৯ ধাঃ—সোপর্দ্দকারী কর্ম্মচারীর সমক্ষে সাক্ষির সাক্ষ্য।

আপন স্ত্রী ও শিশুসন্তানকে বধ করা অপরাধে কোন ব্যক্তি সেসনে বিচারে আনীত হয়। অভিযোগ সাপেক্ষ সক্ষিগণ প্রথমে মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে যে সাক্ষ্য দিয়াছিল তাহার ব্যতিক্রম করিয়া সেসনে জোবানবন্দি দেয়।

সেসন জজ ২৪৯ ধারার মূলে স্বীয় সমক্ষের প্রমাণ অগ্রাহ্য করিয়া মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষের প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিয়া তাহার ফাঁসির হুকুম দেন।

ফিয়ার জজ—মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে জোবানবন্দী স্থান বিশেষে উক্ত জজ সাহেব গ্রাহ্য করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু সে কারণ তিনি আপন সমক্ষের সমুদায় সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। ২৪৯ ধারার "যদি তিনি উচিত বিবেচনা করেন" এই বাক্যে অনুমান কি কল্পনা বুঝায় না, যুক্তিমূলক কারণ আবশ্যক করে।

মরিস জজ—আমার মতে ২৭৯ ধারার মর্ম্ম এই যে, যখন নিম্ন আদালতের সমক্ষের সাক্ষ্য বিশ্বাস-যোগ্য ও সরল বিবেচনা করিবার বিশেষ যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে ও সেই প্রমাণ নিজ সমক্ষে স্বাধীন প্রমাণের দ্বারা কিয়ৎপরিমাণে দৃঢ়ীভূত হয়, তখনই কেবল সেসন জজ সেই প্রমাণ ব্যবহার করিতে পারেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ হাতু খাঁ—২২ পৃঃ।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ—২৯৭ ধারা—নির্দ্দোষী সাব্যস্তে খালাস—হাইকোর্টের ক্ষমতা।

উক্ত মোকদ্দমায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাদীর পক্ষে দুইটী মাত্র সাক্ষির জোবানবন্দী লইয়া দরখাস্তে লিখিত বাকি সাক্ষির (যাহাদের মধ্যে দুই জন আদালতে উপস্থিত ছিল) সাক্ষ্য না লইয়া এবং বাদীকে পরীক্ষা না করিয়া আসামীকে ২১১ ধারা মত নির্দ্দোষী সাব্যস্তে খালাস দেন।

মার্কবী জজ—যদিও ডেঃ মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যপ্রণালী নিঃসন্দেহে আইনবিরুদ্ধ, তথাপি ২৯৭ ধারামতে, নির্দ্দোষী সাব্যস্তে খালাসে হস্তক্ষেপ করা যায় না। যদি অসঙ্গতরূপে আসামীকে শুদ্ধ ছাড়িয়া দেওয়া হইত তাহা হইলে হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারিতেন।

বেঙ্গল ল রিপোর্ট ত্রয়োদশ ভাগ।

ফুলবেঞ্চ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ অক্ষয়কুমার সাহা এবং নগেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়ের দরখাস্তে—৩০৭ পৃঃ।

দণ্ডবিধি ৪০৫ ধারা · সরীক—অবিহিতরূপে ব্যবহার।

বিশ্বাস পূর্ব্বক ন্যস্ত কিম্বা যাহার উপর প্রভুত্ব আছে এমন সরীকি সম্পত্তি অবৈধ রূপে ব্যবহার কি স্বীয় ব্যবহারে পরিণত করিলে দণ্ডবিধির ৪০৫ ধারার অপরাধ (বিশ্বাসঘাতকতা) হয়।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ মহম্মদ হুমায়ুন সা—৩২৪ পৃঃ।

অন্যতর অভিযোগ—নিষ্পত্তি—মিথ্যা সাক্ষ্য—পরস্পর বিরোধী উক্তি—কার্য্যবিধি (১৮৭২ খৃঃ ১০ আইন) ৪৫৫ ধারা—দণ্ডবিধি—১৯৩ ধারা।

মিথ্যাসাক্ষ্য দেওয়া অপরাধে কোন লোক অন্যতর অভিযোগে অপরাধী সাব্যস্ত হয়। অধিকাংশ জজ ধার্য্য করিলেন যে ঐ অপ-রাধ-নির্ণয় সঙ্গত হইয়াছে, যদিও দুই অভিযুক্ত উক্তির মধ্যে কোনটী মিথ্যা তাহা জুরি নির্ণয় করে নাই। (জ্যাকসন ও ফিয়ার ঐ ধার্য্যে অসম্মত ছিলেন।)

পরিশিষ্ট।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ পিরান ওরফে গঞ্জাই ওরফে করীমন—৪ পৃঃ।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আইন—৬৭ ধারা—(ক) উদাহরণ—দণ্ডবিধি ৪৯৯ ও ৫০৩ ধারা।

বোম্বাই হইতে কলিকাতা যাত্রাকালে অপরাধ কৃত হইয়াছে এই-রূপ ব্যক্ত হয়। . কিন্তু বাস্তবিক বোম্বাই ও এলাহাবাদের মধ্যে উহা ঘটিয়াছিল। .উপরোক্ত স্থানে বাদী ও আসামী নামিয়া পৃথক পৃথক ট্রেণে কলিকাতায় আসে। ধার্য্য হইল যে ঐ অপরাধ বিচার

করিতে হাওড়ার মাজিষ্ট্রেটের কোন ক্ষমতা নাই। কিন্তু যদি উভয় পক্ষ যাত্রা ভঙ্গ না করিয়া একাধিক্রমে কলিকাতায় আসিত তাহা হইলে ঐ অপরাধ হাওড়ার মাজিষ্ট্রেটের এলাকাধীন হইত।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ শ্যাম বাগদী গং—১৯ পৃঃ।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আইনের ২৬৩ ধারা।

যদি বিশ্বাস হয় তবে কেবল মাত্র বাদীর উক্তিই যথেষ্ট, জুরিগণ তাহারই উপর নির্ভর করিয়া নিষ্পত্তি করিতে পারেন।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ সফরদ্দি গং—২৩ পৃঃ।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আইনের ২৮০ ধারা—দণ্ডবৃদ্ধি।

যদি এমন প্রমাণ হয় যে আসামী ইচ্ছাপূর্ব্বক বধ করিয়াছে তবে মৃত দেহ পাওয়া যায় নাই কেবল মাত্র এই কারণেই ঐ অপরাধ গুরুতর পীড়া বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। হাইকোর্ট আসামীকে জ্ঞানকৃত বধের অপরাধে অপরাধী করিলেন।

বেঙ্গল ল রিপোর্ট চতুর্দ্দশ ভাগ।

ফুলবেঞ্চ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ সেওয়া ভগতা—২৯৪ পৃঃ।

১৮৭৩ খৃঃ ১০ আইন ১৩ ধারা—শপথ বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্রুটী।

উক্ত ধারায় "ক্রুটী" শব্দে কেবল মাত্র অনবধানতা প্রযুক্ত বা আকস্মিক ক্রুটী বুঝাইবে না, সর্ব্বপ্রকার ক্রুটী বুঝাইবে।

ফৌজদারী আপীল।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ মুসম্মৎ এতোয়ারী—৫৪ পৃঃ।

বালকের সাক্ষ্য,—১৮৭৩ খৃঃ ১০ আঃ ৫ ও ১৩ ধারা—কার্য্যবিধি ২৫ অধ্যায়।

খ ও গকে কুয়ায় ফেলিয়া দেওয়া অপরাধে আসামীর নামে নালিস হয়। খকে বধ করা অপরাধে দণ্ডবিধির ৩০২ ধারামত তাহার নামে অভিযোগ হয়, কিন্তু বিচারে সে নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইয়া খালাস পায়। তদনন্তর জয়েণ্ট মাজিষ্ট্রেট তাহাকে দণ্ডবিধির ৩০৭ ধারামত গকে বধ করিতে উদ্যোগ করা অপরাধে, পূর্ব্ববর্ত্তী তদন্ত না করিয়া, একেবারে সেসনে সোপর্দ্দ করেন। সেসন জজের মতে এই অপরাধসম্বন্ধে কেবল একটী বালিকা মাত্র চাক্ষস সাক্ষী ছিল। ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা বা শপথের মর্ম্ম সে বুঝিত না, কেবল সামান্য প্রতিজ্ঞাতে তাহার সাক্ষ্য লওয়া হয়। জুরি আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করে। ধার্য্য হইল যে শপথ বা ধর্ম্মতঃ প্রতিজ্ঞা দিতে ক্রুটী হেতু (যদিচ ঐ ক্রুটী জ্ঞানত হইয়াছে) ঐ বালিকার সাক্ষ্য অগ্রাহ্য হইতে পারে না। আরো ধার্য্য হইল যে পূর্ব্ববর্ত্তী তদন্ত না করা হেতু ক্রুটী আসামীর সাফাইয়ের পক্ষে অনিষ্টজনক হওয়ায় যাবতীয় কার্য্যানুষ্ঠান রহিত ও নুতন বিচার হওয়া উচিত।

ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট—১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ।

ফৌজদারী আপীল।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ মারুতি দাদা।

"সহায়তা" একটী স্বতন্ত্র অপরাধ।

প্রধান অপরাধী খালাস পাইলেই যে সহায়তাকারী শাস্তি পাইবে না এমন নহে। একের খালাসের সহিত অন্যের সংস্রব নাই। সহায়তার শাস্তি, প্রধান আসামীর শাস্তির উপর কোন প্রকারে নির্ভর করে না।—১বো—১৫ পৃঃ।

ফুলবেঞ্চ।

বরকতুল্লা খাঁ বঃ রেণী গং।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আইন ৪৬৮, ৪৬৯ ধারা—অভিযোগের অনুমতি।

উপযুক্ত আদালত অভিযোগের অনুমতি দিলে, উপরিস্থ আদালত তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না। কিন্তু নিম্ন আদালত অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলে, উপরিস্থ আদালত তাহা দিতে পারেন।—১এলা—১৭ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ লক্ষ গোবিন্দ গং।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আইন ৬৭ ধারা। এলাকা।

মহারাজ গৈকোয়াড়ের অধিকারভুক্ত ভেলনপুর গ্রামে ডাকাতী হওয়ায় কতক মাল ব্রিটিস্ অধিকারে পাওয়া যায়। ধার্য্য হইল যে, আসামীদের বিরুদ্ধে ডাকাতীর অভিযোগ হইতে পারে না, যেহেতু ডাকাতী একটী স্বতন্ত্র অপরাধ, যখনই সংঘটিত হয় তখনই সম্পূর্ণ হইয়াছিল। কিন্তু ভেলনপুর যদি ব্রিটিস্ অধিকারস্থ হইত তাহা হইতে মাল লইয়া যাওয়া প্রভৃতি পরবর্ত্তী কার্য্যসমূহ প্রধান

অপরাধের সহিত সম্মিলিত হইয়া, ৬৭ ধারামতে যে যে জেলায় ঐ মাল আনীত হইত সেই সেই জেলার বিচার অধিকারে আসিত। বর্ত্তমান অবস্থায় কেবলমাত্র জ্ঞানপূর্ব্বক চোরা মাল দখলে রাখা অপরাধে আসামীর দণ্ড হইতে পারে, যেহেতু মাল ব্রিটিস্ অধিকারে সংরক্ষিত হইয়াছিল।—১ বো—৫০ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ ঠাকুরপ্রসাদ।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৩৯০ ধারা।—অপরাধ নির্ণীত ব্যক্তি—সেসন জজের জামিন লইবার ক্ষমতা।

উল্লিখিত আইনের ৩৯০ ধারার অন্তর্গত "অভিযুক্ত ব্যক্তি" অর্থে অপরাধ নির্ণীত ব্যক্তিকে বুঝায় না। যে ব্যক্তির অপরাধ সাব্যস্ত হইয়া দণ্ড পাইয়াছে, উল্লিখিত ধারামত সেসন জজ তাহাকে জামিনে ছাড়িতে পারেন না।—১এলা—১৫১ পৃঃ।

ফৌজদারী আপীল।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ সমসের খাঁ।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ—২১৫, ২৯৬ ধারা।—ওয়ারেন্টের মোকদ্দমাডিস্‌মিস্—পুনঃস্থাপন।

কোন ওয়ারেন্টের মোকদ্দমা দণ্ডবিধির ২১৪ ধারামত রফা নিষ্পত্তির অযোগ্য হইলেও পক্ষগণ তাহা আপোষে নিষ্পত্তি করায় মাজিষ্ট্রেট তাহা ডিস্‌মিস্ করেন। ধার্য্য হইল যে ঐ "ডিস্‌মিস্ করণ" ২১৫ ধারার অন্তর্গত "ছাড়িয়া দেওয়ার" তুল্য এবং ঐ আপোষ নিষ্পত্তিতে মোকদ্দমা পুনরুত্থাপনের ব্যাঘাত জন্মে নাই।
১ বো—৬৪ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ কুলত্রাণ সিং।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৪৬৮, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩ ধারা—সাধারণের ন্যায্য বিচারের বাধাজনক অপরাধ—আদালত অবজ্ঞা—অভিযোগ—কার্য্যপ্রণালী।

সাধারণের ন্যায্য বিচারের বাধাজনক অপরাধ কার্য্যবিধির ৪৭৩ ধারার অন্তর্গত আদালত অবজ্ঞাসূচক অপরাধ নহে। কিন্তু

তথাপি কোন দেওয়ানী বা ফৌজদারী আদালতের যদি এমন বিবেচনা হয় যে ১৮৭২ খৃঃ ১০ আইনের ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯ ধারার লিখিত কোন অপরাধে তদন্ত আবশ্যক, তবে আসামীকে স্বয়ং বিচার না করিয়া অন্য আদালতের নিকট অর্পণ করিবেন। উল্লিখিত বিধান ৪৭২ ধারার কার্য্যপ্রণালীতে খাটিবে না। ১এলা—১২৯ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ রহিমত।

অপরাধ আপোষ নিষ্পত্তি—দঃ বিঃ ২১৪ ধারা।—১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ২১০ ধারা।

যে কোন অপরাধের সংজ্ঞায় ইচ্ছাপূর্ব্বক, অভিপ্রায়পূর্ব্বক, বঞ্চনাপূর্ব্বক, শঠতাপূর্ব্বক প্রভৃতি বিশেষ অভিপ্রায়সূচক গুণবাচক সংযুক্ত কার্য্য লক্ষিত হয়, এবং যদি সেই কার্য্যে অভিপ্রায়ের সংস্রব না থাকিলে অপরাধ হইতে না পারে, তবে ঐ অপরাধ আপোষ নিষ্পত্তির যোগ্য নহে। কিন্তু যে ক্রিয়া অপরাধির অভিপ্রায়ের সংস্রব বিনাও অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে ও যাহার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি দেওয়ানী আদালতে নালিশ করিতে পারে, সেই ক্রিয়াসম্ভূত অপরাধ আপোষে নিষ্পত্তি হইতে পারে। ১ বো—১৪৭ পৃঃ।

কেশব লক্ষ্মণ সংক্রান্তে।

১৮৭২ খৃঃ ২০৯ ধারা—বাদী।

কোন দেওয়ানী আদালতের কারকুন আসামীর মাল ক্রোক করিতে গিয়াছিল। সে ফিরিয়া আসিয়া রিপোর্ট করে যে আসামী তাহাকে বাধা জন্মাইয়াছে। ঐ আসামী ফৌজদারী সোপর্দ্দ হইয়া বিচারে আনীত হইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে নির্দ্দোষী সাব্যস্তে খালাস দিয়া ক্ষতিপূরণের জন্য ২০৯ ধারামতে আসামীকে টাকা দিবার জন্য কারকুনের প্রতি আদেশ করেন। ধার্য্য হইল যে কারকুন ঐ মোকদ্দমার বাদী নহে, সুতরাং ক্ষতিপূরণের হুকুম আইনসঙ্গত হয় নাই। এইরূপ মোকদ্দমায় যে কর্ম্মচারী মোকদ্দমা রুজু করেন তাঁহাকে বাদী বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। ১ বো—১৭৫ পৃঃ।

মহেশ মিস্ত্রী ওগয়রহের দরখাস্তে।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আইন—২৯৪, ২৯৫, ২৯৬ ও ২৯৭ ধারা—২১৫ ধারামতে ছাড়িয়া দেওয়া—কার্য্যানুষ্ঠান পুনরুত্থাপন।

প্রমাণ লইয়া ২১৫ ধারামত আসামী ছাড়িয়া দেওয়া হইলে জেলার মাজিষ্ট্রেট সেই মোকদ্দমা পুনরুত্থাপন করিতে পারে না। যদি অনিয়মিত রূপে আসামীকে ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে মোকদ্দমা পুনরুত্থাপন সম্বন্ধে ২৯৭ ধারা মতে হাইকোর্টের হুকুম আবশ্যক।

১ কলি—২৮২ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ জগৎমাল।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আইন—৪৬৮, ৪৭১, ৪৭৩ ধারা—সাধারণের ন্যায্য বিচার ব্যাঘাতজনক অপরাধ—আদালত অবজ্ঞা।

সাধারণের ন্যায্য বিচারের ব্যাঘাতজনক অপরাধ ৪৭৩ ধারার মর্ম্মানুসারে আদালত অবজ্ঞা নহে।

দেওয়ানী কি ফৌজদারী আদালতের যদি এমন বিবেচনা হয় যে কার্য্যবিধির ৪৬৭, ৪৬৮ ও ৪৬৯ ধারায় লিখিত অভিযোগে তদন্তের বিশেষ কারণ আছে তবে ঐ আদালতের ঐ অপরাধ স্বয়ং বিচার করিতে ৪৭১ ধারা মতে নিষিদ্ধ নহে।—১ এলা—১৬২ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ তুকায্য বিন তামানা।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আইনের ২২০, ৩১৪ ও ৪৫৪ ধারা ও দণ্ডবিধি ৪৫৭, ৩৮০ ধারা—নানা অপরাধের এককালিক শাস্তি—দণ্ড।

দণ্ডবিধির ৪৫৭ ধারা মতে চুরি করণার্থ রাত্রিযোগে দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশ করণ ও ৩৮০ ধারামত গৃহ-চুরি এই দুই ধারায় এককালে অপরাধ সাব্যস্ত হইলে আসামীর একটীমাত্র দণ্ডাজ্ঞা হইতে পারে। কিন্তু উভয় অপরাধে আসামীকে পৃথক্ পৃথক্ শাস্তি দিতে হইলে ঐ দুই দণ্ড একত্র করিলে, উভয় অপরাধের মধ্যে গুরুতর অপরাধের নিমিত্ত যে শাস্তি নিরূপিত আছে, তাহার অধিক হইতে পারিবে না।—১ বো—২১৪ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ শিব গং।

অপরাধ স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করণ প্রণালী।

কার্য্যবিধির ১২২ ধারানুযায়ী লিখিত অপরাধ স্বীকার বাক্য প্রমাণস্বরূপ আদালতের গ্রাহ্য করিতে হইলে আসামী উহা স্বেচ্ছাক্রমে বলিয়াছে কেবলমাত্র এই পাঠ লেখা প্রচুর নহে। কার্য্যবিধির ৩৪৬ ধারার প্রস্তাবিত পাঠ, অর্থাৎ উহা যে মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে ও শ্রুতিগোচরে লওয়া হইল এবং আসামী যাহা বলিয়াছিল তাহা সমস্ত বিশুদ্ধরূপে লিপিবদ্ধ হইল, ইহাও লেখা আবশ্যক। অপরাধ স্বীকার বাক্যই আদালতের অগ্রাহ্য হইলে, আসামী যে বস্তুতঃ স্বীকার করিয়াছিল ইহা সপ্রমাণ করণার্থ কোন বাচনিক সাক্ষ্য লওয়া যাইতে পারে না।—১ বো—২১৯ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ রামবিভগৌড়।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আইন—৩১৪ ও ৩১৮ ধারা—বহু অপরাধের সমষ্টীকৃত দণ্ডাজ্ঞা—আপীল।

যখন অনেক অপরাধে এক সময়ে আসামী দোষী সাব্যস্ত হইয়া সমষ্টীকৃত দণ্ডাজ্ঞা পায়, ঐ দণ্ডাজ্ঞা আপীল বা নিষ্পত্তি দৃঢ়ীকরণ পক্ষে একটী দণ্ডাজ্ঞা বলিয়া পরিগণিত হইবে।—১ বো—২২৩ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ গুড় বক্স গং।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আইন ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯ ও ৪৭১ ধারা—অভিযোগ কার্য্যপ্রণালী।

৪৬৭—৬৮—৬৯ ধারার লিখিত অপরাধ সমূহ বিচার করিবার যাঁহার ক্ষমতা আছে এমন আদালতের সমক্ষে সেই সকল অপরাধ করা হইলে কার্য্যবিধির ৪৭১ ধারায় তাঁহাকে উহা বিচার করিতে নিষেধ করে না।—১ এলা—১৯৩ পৃঃ।

আদি ফৌজদারী বিভাগ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ উপেন্দ্রনাথ দাস গং।

দণ্ডবিধির ২৯২, ২৯৪ ধারা—বিশিষ্ট অভিযোগ—কার্য্যপ্রণালী।

উল্লিখিত দুই ধারামতে অভিযোগ প্রস্তুত করিতে হইলে কোন কোন বাক্য বা নিদর্শন অশ্লীল হইয়াছিল ও আসামী উচ্চারণ করিয়াছিল বা সাধারণের দৃষ্টিগোচর করাইয়াছিল তাহা বিশিষ্ট-রূপে অভিযোগ পত্রে নির্দ্দিষ্ট করিতে হইবে। যে যে বাক্য বা নিদর্শন আসামী কর্ত্তৃক উচ্চারিত বা সাধারণের দৃষ্টিগোচরে আনীত হওয়া প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত হইল এবং যাহা মাজিষ্ট্রেট অশ্লীল বলিয়া ধার্য্য করিলেন, তাহা রায়ে লিখিতে হইবে।—১ কলি—৩৫৬ পৃঃ।

ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ।

ফৌজদারী আপীল।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ ভোলানাথ সেন।

বিচার করিবার প্রতিবন্ধকতা—বিচারকর্ত্তার সাক্ষ্য দেওন।

কোন স্থানের জেল দারগা সরকারী টাকা তছরূপ করায়, বেঞ্চের সমক্ষে বিচারে আনীত হয়। ঐ বেঞ্চে জেলা মাজিষ্ট্রেট ও তত্রত্য জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টও অধিবিষ্ট ছিলেন। আসামী আপন সাফাইয়ের জন্য কতকগুলি সাক্ষীর নাম করায় অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটগণ জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে উহাদের মধ্যে কতকগুলির সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিতে জেল মধ্যে প্রেরণ করেন। পাছে তাহারা উপদেশ পাইয়া সত্যের বিপর্য্যয়ে বলে, এই কারণ অগ্রে তাহাদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ শ্রেয় বিবেচনা হয়। ধার্য্য হইল যে ঐ প্রকার সাক্ষীর জোবানবন্দী করা অসঙ্গত।

আরো ধার্য্য হইল যে ঐ মোকদ্দমার জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিশেষ স্বার্থ থাকায়, অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটগণের সঙ্গে তাঁহার বসা আইনবিরুদ্ধ।—২ কলি—২৩ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ গজিকোম রাণুর।

১৮৭২ খৃঃ—১০ আইন—১৯৭, ৪৭২, ৪৭৩ ধারা—উপযুক্ত আদালত মিথ্যা সাক্ষ্য।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আইনের ৪৭৩ ধারার অন্তর্গত "আদালত অবজ্ঞা" অর্থে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অবধি বুঝায়।

সেসন জজের সমক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন অপরাধে যখন কোন আসামী কোন প্রথম শ্রেণী মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে বিচারে আনীত হয়, আর যদি সেই স্থানে ঐ জজ ভিন্ন অন্য আসিষ্টাণ্ট বা জয়েণ্ট জজ না থাকেন, তবে ঐ আসামীকে সেসন সোপর্দ্দ না করিয়া মাজিষ্ট্রেট স্বয়ং

বিচার করিয়া দণ্ড দিবেন। যদি ঐ দণ্ড লঘু বলিয়া বিবেচনা হয় তবে বৃদ্ধির জন্য জজ হাইকোর্টে লিখিতে পারেন।—

১ বো—৩১১ পৃঃ।

জগচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তির বিষয়ে।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ২৯৪, ২৯৭ ধারা।

কোন শান্তিভঙ্গের মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট ৬০০০০ কি ততোধিক টাকায় উভয় পক্ষকে আবদ্ধ করে। ঐ হুকুম যুক্তিসঙ্গত নহে বলিয়া হাইকোর্ট তাহা রহিত করেন।

মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যানুষ্ঠান স্পষ্টতঃ যুক্তিবিবর্জ্জিত বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করিতে পারেন। কার্য্যবিধির ২৯৪, ২৯৭ ধারায় তাঁহাদের ক্ষমতা প্রতিরোধ করে না।—

২ কলি—১১০ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ আম্বিগোড়া ওগয়রহ।

সহাপরাধীর স্বীকারোক্তি—১৮৭২ খৃঃ—১ আইনের ৩০ ধারা।

কেবল মাত্র সহাপরাধীর স্বীকার বাক্যে নির্ভর করিয়া আসামীর অপরাধ নির্ণয় করণ আইনসঙ্গত নহে।—১ মা—১৬৩ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ গোবিন্দ।

জ্ঞানকৃত বধ—অপরাধযুক্ত নরহত্যা—দণ্ডবিধির ২৯৯ ও ৩০০ ধারা।

আসামী আপন স্ত্রীকে মাটিতে ফেলিয়া তাহার বক্ষের উপর হাঁটু দিয়া মুখে দুই তিন প্রচণ্ড মুষ্ট্যাঘাত করিলে মস্তিষ্কে রক্ত প্রবাহিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কি কিঞ্চিৎ পরে ঐ স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ধার্য্য হইল যে বধ করিবার অভিপ্রায়ের অবর্ত্তমানে এবং ঐ আঘাত সাধারণতঃ সাংঘাতিক না থাকায়, আসামীর অপরাধ "জ্ঞানকৃত বধ নহে" কিন্তু "অপরাধযুক্ত নরহত্যা"।—১ বো—৩৪২ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ পরশাপা মহাদেবপা।

আদালত অবজ্ঞা—কার্য্যবিধি ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩ ধারা।

কার্য্যবিধির ৪৭৩ ধারার বিধান কেবল মাত্র দণ্ডবিধির দশম অধ্যায়ের লিখিত অপরাধে আবদ্ধ নহে, কিন্তু সর্ব্বপ্রকার আদালত অবজ্ঞায় খাটিবে।—১ বো—৩৩৯ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ লোচা কালা।

কার্য্যবিধির ১৫৭ ধারা—ওয়ারেণ্ট।

ওয়ারেণ্ট বাহির করিবার সময় মাজিষ্ট্রেটকে যে আপন এলাকার অন্তর্গত থাকিতে হইবে এমন নহে, এলাকার বাহিরে থাকিয়াও তিনি ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে পারেন।—১ বো—৩৪০ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ শম্ভু রঘু।

দণ্ডবিধি ৪৯৪ ধারা—স্বজাতিস্থ লোকের বিবাহ অসিদ্ধকরণ ক্ষমতা।

বিবাহ অসিদ্ধকরণ কিম্বা কোন স্ত্রীলোককে স্বামী বর্ত্তমানে বিবাহ করিতে অনুমতি দেওন, এইরূপ ক্ষমতা কোন জাতি-সমাজের নাই এবং আদালতও সেই ক্ষমতা গ্রাহ্য করিবেন না।

দণ্ডবিধির ৪৯৪ ধারামত পুনর্ব্বিবাহ করণ বা তাহার সহায়তা (১০৯ ধারা) করণ অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া যদি কেহ সাফাইস্বরূপ কহে যে জাতি-সমাজের অনুমতিক্রমে স্বামী বর্ত্তমানে পুনশ্চ বিবাহ সিদ্ধ হইয়াছে ইহা সে সরলভাবে বিশ্বাস করিয়াছিল, তবে সে উক্তি আদালতের গ্রাহ্য হইবে না।—১ বো—৩৪৭ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ অরুণ চেলম গং।

দণ্ডবিধি ৩৭২ ধারা।

দণ্ডবিধি ৩৭২ ধারার লিখিত অপরাধ সাব্যস্ত করিতে হইলে, নাবালিকার শরীর সম্বন্ধে দখল বা আধিপত্য, সম্যক্ প্রকারে হস্তান্তর হওয়া আবশ্যক করে না।—১ মা—১৬৪ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ আদিবিগড়ু।

ভিন্ন রাজ্যে চুরি—১৮৭২ খৃঃ ১০ আইনের ৬৭ ধারা।

অন্য রাজার অধিকারে চুরি যাওয়া মাল সহ আসামী ব্রিটিস অধিকারে গ্রেপ্তার হয়। ধার্য্য হইল যে কার্য্যবিধির ৬৭ ধারা মতে ব্রিটিস অধিকারে চুরির অভিযোগ আসামীর বিরুদ্ধে হইতে পারে না। [কিন্তু চোরামাল দখলে রাখা অপরাধে বিচার হইতে পারে।]

১ মা—১৭১ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ সমিয় কন্দান।

দণ্ডবিধি ৩৬৩ ও ১১৬ ধারা—মনুষ্য চুরির সহায়তা।

অপ্রাপ্তবয়স্কা বালিকা-চুরি অপরাধের সহায়তা দোষে আসামী শাস্তি পায়। আসামী জানিত যে ঐ বালিকা কোমরিন নামক ব্যক্তির কুপরামর্শে পিতামাতার বিনা অনুমতিক্রমে গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তথাপি সে উহাকে সিংহল দ্বীপে কান্দিগ্রামে লইয়া যাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পথে সে ধৃত হয়। মনুষ্য-চুরি অপরাধ সম্পূর্ণ হইবার অগ্রে অর্থাৎ বালিকাটিকে বাটী হইতে বাহির করিবার পূর্ব্বে কোমরিনের সঙ্গে আসামীর ষড়যন্ত্র ছিল না বলিয়া সেসন জজ তাহাকে ছাড়িয়া দেন। ধার্য্য হইল যে যতক্ষণ কর্ত্তৃপক্ষের সংরক্ষণ হইতে বালিকাটী স্থানান্তর নীত হইতেছিল ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ অপরাধের সহায়তা সম্ভব। বর্ত্তমান মোকদ্দমায় ৩৬৩ ও ১১৬ ধারা মত আসামী দণ্ডার্হ।—১ মা—১৭৩ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ বুদ্বুনাক্কু গং।

সহাপরাধির সাক্ষ্য ও স্বীকার বাক্য।

যখন অসামীর শেনাক্ত সম্বন্ধে অন্য প্রমাণ নাই, ক্ষমাপ্রাপ্ত সহাপরাধির সাক্ষ্যের মূলে অপরাধ নির্ণয় আইনসঙ্গত নহে; সঙ্গীয় আসামীর স্বীকার বাক্য ঐ সাক্ষ্যের যথেষ্ট পোষক বলিয়া গণ্য হইবে না।—১ বো—৪৭৫ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ পিটরসন।

অপরাধ করিবার উদ্যোগ।

কেবলমাত্র অপরাধ সাধন করিবার উপায় উদ্ভাবন করিলেই "উদ্যোগ" বলা যায় না। যে অবস্থায় আসামী প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত না হইলে অপরাধ সংঘটিত হইত, তাহাকে "উদ্যোগ" কহে।

১ এলা—৩১৬ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ চারু নইয়া।

দণ্ডবিধি—৪৪৭ ধারা—সাধারণের গম্য নদী।

সাধারণের গম্য নদীস্থিত জলকর সত্ত্বের অবৈধরূপে ব্যাঘাত জন্মাইলে দণ্ডবিধির ৪৪৭ ধারার অপরাধ করা হয় না। কোন নদীতে বাদির জলকর সত্ব ছিল, আসামী ঐ নদীতে জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরিত। ফৌজদারী আদালতে তাহার নামে অভিযোগ স্থাপন হইলে বিচারে ৪৪৭ ধারামত অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া তাহার অর্থদণ্ড হয়। নদীতে সকলের গমনাগমনের অধিকার আছে, সেই প্রকার স্থানে প্রবেশ করিলে অনধিকার প্রবেশ করা হয় না বলিয়া হাইকোর্ট উক্ত দণ্ডাজ্ঞা রহিত করেন।—২ কলি—৩৫৪ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ আচার্য্য।

দণ্ডবিধি —৩০৪ ক ধারা।

একটী সামান্য বিবাদে আসামী কোন লোককে ধাক্কা মারায় সে আড়াই হাত নিচে রাস্তার উপর পড়িয়া যে আঘাত পায়, তাহা হইতে ধনুষ্টঙ্কার জন্মিয়া পঞ্চম দিবসে তাহার মৃত্যু হয়। ধার্য্য হইল যে দণ্ডবিধির ৩০৪ ক ধারার লিখিত অপরাধ কিম্বা অপরাধযুক্ত নরহত্যার অভিযোগ আসামীর বিরুদ্ধে হইতে পারে না; যেহেতু ঐরূপ ফল ঘটিবার কোন সম্ভাবিত কারণ বা ঘটাইবার উদ্দেশ্য ছিল না।—১ মা—২২৪ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ রামেশ্বর রায়।

দণ্ডবিধির ১৯২, ১৯৩, ৪১৪ ধারাঃ—মিথ্যা প্রমাণ সংঘটন—চোরামাল গোপন করা।

কোন নিরপরাধিকে অপরাধী সাব্যস্ত করাইবার মানসে আসামী তাহার বাটীতে ও বাগানে অপহৃত রেলওয়ে পিন গোপন করণে সহায়তা করিলে, বিচারে আনীত হইয়া চোরামাল গোপন করণের সহায়তা ও মিথ্যা প্রমাণ প্রস্তুত করা, দুই অপরাধে দণ্ডবিধির ৪১৪ ও ১৯৩ ধারা মত অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া পৃথক্ পৃথক্ দণ্ড পায়। ধার্য্য হইল যে মাজিষ্ট্রেটের পৃথক্ পৃথক্ দণ্ডাজ্ঞা আইন-সঙ্গত হইয়াছিল।—১ এলা—৩৭৯ ধারা।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ হলধর পাড়ুই।

দণ্ডবিধি ২৭৭ ধারা।

উল্লিখিত ধারার অন্তর্গত "সাধারণের ব্যবহার্য্য উলুই কি জলাশয়" অর্থে সাধারণ ব্যবহার্য্য নদী বুঝাইবে না। মৎস্য ধরিবার জন্য নদীতে বৃক্ষের শাখা পুতিলে ঐ ধারার কথিত অপরাধ হয় না।

২ কলি—৩৮৩ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ দিদার সরকার।

সচ্চরিত্রের জামিন—কার্য্যবিধির ৫০৫ ধারা।

যাহার নিকট হইতে সচ্চরিত্রের জামিন তলব করা যায়, হুকুম পালন করিবার নিমিত্ত তাহাকে অবসর দেওয়া উচিত।—

২ কলি—৩৮৪ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ দ্বারিকানাথ চৌধুরী।

ষ্টাম্প আইন (১৮৬৯ খৃঃ ১৮ আইন) ২৯ * ধারা।

ধার্য্য হইল যে দণ্ডের পরিমাণ স্থির করিবার জন্য ষ্টাম্প মাসুল না দিয়া বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায় ছিল কি না ইহা নির্ণয় করিতে মাজিষ্ট্রেট বাধ্য।—২ কলি—৩৭৯ পৃঃ।

---

* ১৮৭৯ খৃঃ ১ আইনের ৬১ ধারা।

ঐ মোকদ্দমায় আরো ধার্য্য হইল যে ২৪* ধারা সংক্রান্ত যে কোন মোকদ্দমা কালেক্টরের গোচর আসে তিনি তাহাই ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিতে পারেন। কিন্তু ফৌজদারী সোপর্দ্দ করিবার পূর্ব্বে আসামীর কোন বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায় ছিল কি না ইহাও নির্দ্ধারণ করা তাঁহার কর্ত্তব্য। কিন্তু কালেক্টর সোপর্দ্দ করিলে যদি এমন প্রমাণ হয় যে দলিলে ষ্টাম্প রুসুম দেওয়া হয় নাই, কি কম দেওয়া হইয়াছে তবে ২৯† ধারা মত মাজিষ্ট্রেট অপরাধ সাব্যস্ত করিতে বাধ্য, কিন্তু দণ্ডের পরিমাণ নির্ণয় করণ সম্পূর্ণরূপে তাঁহার স্বীয় আয়ত্যাধীন।—২ কলি—৪০৩ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ হনুমন্ত।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ—৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৭, ৪৫২ গং। দঃ বিঃ ৩৭৪ ধারা।—প্রমাণ-আইনের (১৮৭২—১ আঃ) ৩২ ধারা ২ প্রকরণ ও ৩৪ ধারা—পৃথক্ অপরাধের একত্র বিচার—হিসাব ইত্যাদি।

১৮৭২—৭৩, ১৮৭৩—৭৪, ও ১৮৭৪—৭৫ খৃষ্টাব্দে চুরী, চুরীর সহায়তা, চোরামাল দখলে রাখা হেতু আসামী ২৭টী অপরাধে অভিযুক্ত হইয়া বিচারে আনীত হয়, ও দুইটী অভিযুক্ত অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ড পায়। ধার্য্য হইল যে কার্য্যবিধির ৪৫২ ধারা মতে ঐ অপরাধ নির্ণয় আইনবিরুদ্ধ।

যে কোন ব্যক্তি কোন হিসাব সংক্রান্ত বিষয়ের সত্যতা অবগত থাকে সে স্বয়ং কিম্বা তাহার উক্তি ক্রমে ঐ হিসাব না রাখিলে বা রাখা হইলেও যদি ব্যবসা সম্বন্ধে নিয়মিত রূপে অন্যের দ্বারা রক্ষিত হয়, তবে প্রমাণ-আইনের ৩৪ ধারা মত তাহা আদালতের গ্রাহ্য হইতে পারে। হিসাব লিখিবার জন্য নিযুক্ত কর্ম্মচারীর দ্বারা কোন কারবারের পক্ষে এই হিসাব রক্ষিত হইয়াছে যদি এইরূপ প্রমাণ হয় তবে সেই হিসাব রীতিমত রক্ষিত না হইলেও উহা ঐ কারবারের বিরুদ্ধে স্বীকৃত বৃত্তান্ত বলিয়া প্রাসঙ্গিক হইবে।

---

* ১৮৭৯ খৃঃ ১ আইনের ৪০ ধারা দেখ। † ১৮৭৯ খৃঃ ১ আইনের ৬১ ধারা।

যে অভিযুক্ত ব্যক্তি কার্য্যবিধির ৩৪৭ ধারামত ক্ষমা প্রাপ্ত হয় নাই, মাজিষ্ট্রেট তাহাকে সাক্ষী করিয়া লইতে পারেন না। কেবল মাত্র সেসনের বিচার্য্য এমন ভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষমা প্রাপ্ত হইলে তাহার সাক্ষ্য প্রাসঙ্গিক হইবে না; যেহেতু সে নির্দ্দোষী সাব্যস্তে খালাস পায় নাই, বা আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দেয় নাই কিম্বা তাহার অপরাধ নির্ণয় করে নাই।

গবর্ণমেণ্টের বেতনভোগী সরকারী জঙ্গলরক্ষকের দখলে যে কাষ্ঠ থাকে তাহা গবর্ণমেণ্টের স্বীয় দখলে থাকা বলিয়া পরিগণিত হইবে। বিনা ক্ষমতায় কিম্বা শঠতাক্রমে সেই জঙ্গল রক্ষক সম্মতি দিলেও যদি কেহ শঠতাক্রমে ঐ কাষ্ঠ লইয়া যায় তবে ৩৮১ ধারা মত তাহার চৌর্য্য অপরাধ হইবে।—১ বো—৬১০ পৃঃ।

অন্নপূর্ণা বাই সংক্রান্তে।

কার্য্যবিধির ৩০ অধ্যায়—চোরা মাল—তাহার প্রত্যর্পণ ইত্যাদি।

কোন সম্পত্তি চুরি করিয়াছে বলিয়া ক পুলিসের নিকট অভি-যুক্ত হয়। চৌর্য্য অপরাধ ঘটে নাই বলিয়া পুলিস কোন দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের গোচরে রিপোর্ট করে। পুলিসের সহিত একমত হইয়া মাজিষ্ট্রেট সম্পত্তি ককে প্রত্যর্পণ করিতে হুকুম দেন। বাদী ঐ হুকুমে অসন্তুষ্ট হইয়া জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে দরখাস্ত করায়, তিনি ধার্য্য করিলেন যে জনৈক মৃত ব্যক্তির দখল হইতে ক ঐ সম্পত্তি লইয়াছে কিন্তু শঠতাক্রমে নহে; এবং উহা মৃতব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণকে দিবার আদেশ করিলেন। সম্পত্তি উহারা পাইল।

ধার্য্য হইল যে কার্য্যবিধির ৩০ অধ্যায়ের বিধান ঐরূপ মোক-দ্দমায় খাটে না। কার্য্যবিধির ৪১৫, ৪১৬ ও ৪১৭ ধারা কেবল তদন্তের পূর্ব্ববর্ত্তী ও তাহা হইতে স্বতন্ত্র কার্য্যানুষ্ঠানে খাটিবে। সাধারণতঃ যখন তদন্তে বা বিচারে আসামী নির্দ্দোষী সাব্যস্ত হইয়া খালাস পায় কিম্বা তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, এমত স্থলে

যাহার দখলে মাল পাওয়া গিয়াছিল, তাহাকে উহা প্রত্যর্পণ করিতে আদালত বাধ্য। কিন্তু যদি মাজিষ্ট্রেটের এমন হৃদ্‌বোধ হয় যে মাল সম্বন্ধে কোন অপরাধ কৃত হইয়াছে তবে ৪১৮ ধারার বিধানক্রমে তিনি আপন বিবেচনা মত ন্যায্য হুকুম প্রচার করিতে পারেন।

জেলার মাজিষ্ট্রেটের আইনবিরুদ্ধ হুকুম অনুযায়ী কোন সম্পত্তি পুলিস কর্ত্তৃক কোন পক্ষকে প্রত্যর্পিত হইলে পর হাইকোর্ট উহার ব্যতিক্রম করিতে পারে না।—১ বো—৬৩০ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ ডনেলী।

কার্য্যবিধির ২১৫ ধারা, আসামী ছাড়িয়া দেওন—মোকদ্দমা পুনরুত্থাপন।

প্রথম বিচারকালে মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে যে প্রমাণ উপস্থিত ছিল, তদ্ব্যতীত অন্য কোন নুতন প্রমাণ না পাইলে জেলার মাজিষ্ট্রেট্ ২১৫ ধারা মত ছাড়িয়া দেওয়া আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পুনঃস্থাপন করিতে পারেন না। যখন কোন আসামীকে অবৈধরূপে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে তখন জেলার মাজিষ্ট্রেট্ মোকদ্দমা পুনরুত্থাপন জন্য হাইকোর্টে লিখিতে পারেন। ধার্য্য হইল যে, যে মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট্ আইন ও বৃত্তান্ত সম্বন্ধে স্বয়ং একমাত্র বিচারকর্ত্তা থাকেন, সে মোকদ্দমায় তিনি উপযুক্ত সাক্ষী হইতে পারেন না। মর্কবী জজ কহেন যে ঐরূপ মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট্ যদি স্বয়ং সাক্ষ্য দিয়া আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন তবে ঐ দোষ নির্ণয় আইনবিরুদ্ধ। জজ প্রিনসেপ কহেন, যদি মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়াও নথীতে প্রচুর প্রমাণ থাকে যদ্দ্বারা আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে উল্লিখিত অপরাধ নির্ণয় আইনবিরুদ্ধ নহে।—২ কলি—৪০৫ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ ব্রজনাথ দে ও যদুনাথ ঘোষ।

বঙ্গীয় ১৮৬৪ খৃঃ ৩ আঃ—সাধারণের গমনাগমনের পথ বন্ধ বা পরিবর্ত্তন করিতে মিউনিসিপাল কমিটীর ক্ষমতা।

১৮৬৪ খৃঃ ৩ বঙ্গীয় আইন, যদ্দ্বারা সাধারণের গম্য রাস্তা মিউ-নিসিপাল কমিসনরদিগের উপর অর্পিত হইয়াছে তাহাতে এমন কোন বিধান নাই যে তাঁহারা ঐরূপ রাস্তা বা পথ বন্ধ বা তাহার দিক পরিবর্ত্তন করিতে পারেন।—২ কলি—৪২৫ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ পীতাম্বর জিন।

প্রমাণ-আইনের ২৫ ও ১৬৭ ধারা—অপরাধ স্বীকার বাক্য।

১৮৭২ খৃঃ ১ আইনের ২৫ ধারার মর্ম্ম এমন নহে যে একত্রে বিচারে আনীত সহাপরাধীর পুলিস সমক্ষে অপরাধ স্বীকার বাক্য অন্য আসামী প্রমাণ করিতে পারিবে না। কিন্তু ঐ স্বীকার বাক্য স্বীকার কারীর বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে না; কেবল মাত্র অপর আসামীর সাপক্ষে প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইতে পারিবে।—

২ বো—৬১ পৃঃ।

ফুলবেঞ্চ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ কাঞ্চন সিং।

কার্য্যবিধির ২৯৬ ধারা—সেসনের মোকদ্দমা।

কোন ব্যক্তি দণ্ডবিধির ৪৫৭ ধারামত অভিযুক্ত হইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ছাড়িয়া দেন। সেসন জজ কার্য্যবিধির ২৯৬ ধারার উপর নির্ভর করিয়া আসামীকে দঃ বিঃ ৩৮০ ও ৪৫৭ ধারার অভিযোগে সেসনে সোপর্দ্দ করিতে মাজিষ্ট্রেটের প্রতি আদেশ প্রচার করেন। ফুলবেঞ্চে (স্প্রাঙ্কী এবং ওল্ডফিল্ড জজ অসম্মত) ধার্য্য হইল যে ঐ সেসন সোপর্দ্দকরণ আইনবিরুদ্ধ; ২৯৬ ধারায় "সেসনের মোকদ্দমা" অর্থে কেবলমাত্র সেসনের বিচার্য্য মোকদ্দমা বুঝায়।—১এলা—৪১৩পৃঃ।

ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট—১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ।

ফুলবেঞ্চ।

চিল্লিমবিগড়ুর বিষয়ে।

কার্য্যবিধির ৪৬ ধারা।

উল্লিখিত ধারানুযায়ী যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অধিক শাস্তির জন্য কোন মোকদ্দমা প্রেরিত হয় তিনি তাহা সেসনে সোপর্দ্দ করিবার আদেশ করিতে পারেন।—১ মা—২৮৯ পৃঃ।

ফৌজদারী আপীল।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ বলিয়ান খাঁ।

দঃ বিঃ ২১৭ ধারা—অনির্দ্দিষ্ট অভিযোগ।

আসামী দঃ বিঃ ২১৭ ধারামত অভিযুক্ত হয়, কিন্তু আইনের কোন বিধি কি প্রকারে অমান্য করিয়াছিল, তাহা অভিযোগ-পত্রে নির্দ্দিষ্ট ছিল না। ধার্য্য হইল যে অভিযোগ-পত্র অনির্দ্দিষ্ট রূপে লিখিত হইয়াছিল অতএব বিচারকালে ঐ অভিযোগের যে মর্ম্ম সংগৃহীত হইয়াছে আপীলে বাদীর পক্ষে সেই মর্ম্ম অনুযায়ী কার্য্য করিতে হইবে।—২ বো—১৪২ পৃঃ।

সর্ব্ব ঐতালের বিষয়ে।

আপীলের দরখাস্ত।

আপীলকারী যে কোন লোককে ক্ষমতা দেয় সেই ফৌজদারী আপীলের দরখাস্ত আপীল আদালতে দাখিল করিতে পারে।—

১ মা—৩০৪ ধা।

——বিষয়ে।

কার্য্যবিধির ৪৭৩ ধারা।

উল্লিখিত ধারার নিষেধ বাক্য কেবল ব্যক্তি সম্বন্ধে বুঝাইবে।

১ মা—৩০৫।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ আবুল হাসান।

দঃ বিঃ ২১১ ধারা—মিথ্যা অভিযোগ।

মিথ্যা অভিযোগ করিলেই ২১১ ধারার অপরাধ করা হয়, যদিও অভিযোগের উপর কোন কার্য্যানুষ্ঠান হয় নাই।—১ এলা—৪৯৭ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ শালিক।

দঃ বিঃ ২১১ ধারা।

উক্ত ধারা মত অপরাধ সাব্যস্ত করিতে গেলে ইহাই প্রচুর যে আসামী মিথ্যা অভিযোগ করিয়াছিল ও তাহার বিচারের কালে ঐ অভিযোগ মুল্‌তবী নাই, অর্থাৎ নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে।—

১ এলা—৫২৭ পৃঃ।

মথুরা বঃ জওয়াহের।

দঃ বিঃ ১৮৮, ৪৪১ ধারা—১৮১৯ খৃঃ ৬ আইন—খেয়াঘাট।

সাধারণের পারঘাটের তিন মাইল ব্যবধানে খেয়া দিলে ৪৪১ ধারার লিখিত অপরাধ ভাবে অনধিকারে প্রবেশ হয় না। কিন্তু যদি কোন খেয়াঘাটে কিম্বা তাহার নিকটে খেয়া দিতে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত রাজকীয় কর্ম্মচারীর দ্বারা নিষিদ্ধ হইয়াও খেয়া চালায় তবে সে দঃ বিঃ ১৮৮ ধারামত অপরাধী হয়।—১ এলা—৫২৭ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ কান্তপ্রসাদ।

সরকারী চাকর—অন্যায্য পারিতোষিক। দঃ বিঃ ১৬১ ও ১৬৫ ধারা।

ক একজন পুলিস কর্ম্মচারী। আদালতে পুলিস ডাইরী পাঠ করা ও পুলিসের মোকদ্দমা পেষ করা তাহার উপর ভার ছিল।

কোন এক চুরি মোকদ্দমায় আসামী শাস্তি পাওয়ায় অপহৃত মাল বাদীকে দেওয়ার আজ্ঞা হয়। ক বাদীর নিকট চাহায় ঐ মালের মুল্যের কিয়দংশ পায়। ১৬১ ধারার বর্ণিত কোন উদ্দেশ্য বা পারিতোষিক স্বরূপ ক ঐ অর্থ পায় নাই কেবল দস্তুরীর স্বরূপ পাইয়াছিল। ধার্য্য হইল যে দঃ বিঃ ১৬১ ধারামত কর শাস্তি হইতে পারে না, ১৪৫ ধারামত তাহার শাস্তি হওয়া উচিত।—১ এলা—৫৩০ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ ঠাকুর দয়াল সিং।

কার্য্যবিধির ৫৩০ ধারা।

দুই বিরোধী জমীদারের মধ্যে দখল সম্বন্ধে বিরোধের মোকদ্দমায় মধ্যবর্ত্তী সত্ত্বাধিকারী, যথা ঠিকাদার, যাহাকে প্রজারা খাজানা দিতেছে, তাহার দ্বারা দখল, কার্য্যবিধির ৫৩০ ধারান্তর্গত দখল বলিয়া পরিগণিত হইবে না।—৩ কলি—৩২০ পৃঃ।

ফুলবেঞ্চ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ বৈদ্যনাথ দাস।

জরিমানা ও সম্পত্তি জব্দে দণ্ডনীয় অপরাধ—১৮৫৬ খৃঃ ২১ আইনের ৪৯ * ধারা—সরাসরি বিচার।

উল্লিখিত অপরাধ সরাসরি মতে বিচার হইতে পারে। উহাতে যে সম্পত্তি জব্দের বিধান আছে তাহা কেবল অপরাধ সাব্যস্তের ফল ব্যতীত দণ্ডের অংশ বলিয়া পরিগণিত হইবে না।—৩ কলি—৩৬৬ পৃঃ

ফৌজদারী আপীল।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী ও মিচেল বঃ যজ্ঞেশ্বর মুচী।

নোট চুরি—টাকা লইয়া নোট ভাঙ্গান চুক্তি নহে।

কর একখান গবর্ণমেণ্ট নোট চুরি যায়। গ সেই নোট খর নিকট লইয়া যাওয়ায় সে সরলভাক্রমে উহা রাখিয়া গকে টাকা দেয়।

---

* ১৮৭৮ সালের ৭ আইনের ৬১ ও ৭৫ ধারা দেখ।

গ অপরাধী সাব্যস্ত হইলে পর মাজিষ্ট্রেট নোট খকে দেন। ক জজের নিকট আপীল করে। সেসন জজ কার্য্যবিধির ৪১৯ ধারা মতে স্বয়ং ঐ হুকুমে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন না বিবেচনায় মোকদ্দমার অবস্থা বিহিত হুকুমের জন্য হাইকোর্টের গোচরে আনেন।

ধার্য্য হইল যে সেসন জজ কার্য্যবিধির ৪১৯ ধারামত ঐ মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিতে পারিতেন। ঐ ধারার লিখিত "আপীল-আদালত" অর্থে যাহা সমক্ষে আপীল চলিতেছে এমত নহে, যাঁহার আপীল শুনিবার ক্ষমতা আছে তাঁহাকে বুঝায়।

আরও ধার্য্য হইল যে মাজিষ্ট্রেটের হুকুম ন্যায্য হইয়াছে। সরলভাবে টাকা দিয়া নোট রাখিলে, চুক্তিসম্বন্ধীয় আইনের ৭৬ ধারার বিধানমত উহাকে চুক্তি বলা যায় না।—৩ কলি—৩৭৯ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী ও জহরদ্দী, বঃ হিম্মতুল্লা।

কার্য্যবিধি—২১৫ ধারা—বাদীর সাক্ষী।

আসামীকে ২১৫ ধারামত ছাড়িয়া দিবার অগ্রে বাদীর পক্ষের সমুদয় সাক্ষীর জোবানবন্দী লইতে মাজিষ্ট্রেট্ বাধ্য। পূর্ব্বপরীক্ষিত সাক্ষীর সহিত একোক্তি হইবে অনুমানে কতক সাক্ষীর জোবানবন্দী লইতে তিনি অস্বীকার করিতে পারেন না।—৩ কলি—৩৮৯ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ আমিরদ্দিন।

দণ্ডবিধির ২২৭,২২৮ ধারা।

দণ্ডবিধির ২১৭ ধারামত অপরাধ সাব্যস্ত করিতে হইলে ইহাই প্রচুর যে আসামী রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া রাজকীয় কার্য্যকারক স্বরূপে আপনার কর্ত্তব্যকার্য্য সম্বন্ধে আইনের বিধি জ্ঞানতঃ অমান্য করিয়াছে, এবং কোন ব্যক্তিকে আইনত দণ্ড হইতে রক্ষা করাই তাহার উদ্দেশ্য ছিল। যে ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্য ছিল সে বস্তুতঃ কোন অপরাধে অপরাধী কি না এবং সেই অপরাধের জন্য সে দণ্ডার্হ কি না তাহা দেখা নিষ্প্রয়োজন। ৩ কলি—৪১২ পৃঃ।

ফুলবেঞ্চ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ কাশ্মীরী লাল।

মিথ্যা সাক্ষ্য—দঃ বিঃ—১৯৩ ধারা—বিচার।

ধার্য্য হইল (চিফ্‌জষ্টিস্ ষ্টুয়ার্টের্টের অমতে) যে দণ্ডবিধির ১৯৩ ধারার অপরাধ কার্য্যবিধির ৪৭৩ ধারার অন্তর্গত আদালত অবজ্ঞা বিধায়, যে আদালতের সমক্ষে উহা কৃত হয় তিনি বিচার করিতে অক্ষম। চিফ্‌জষ্টিস ষ্টুয়ার্ট কহেন যে যদি ১৯৩ ধারার কথিত অপরাধ সেই মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য হয় তবে ঐ অপরাধ তাহার সম্মুখে হইয়াছে বলিয়াই তাহার অধিকার বহির্ভূত নহে।—১ এলা—৩২৫ পৃঃ।

ফৌজদারী আপীল।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ কুতুরুতুল্লা গং।

অভিযোগ-পত্র লিপিবদ্ধের পর সেসন সোপর্দ্দ।

অভিযোগ-পত্র লিপিবদ্ধ হইলে পরেও মাজিষ্ট্রেট পরবর্ত্তী কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিয়া কার্য্যবিধির ২২১ ধারামত আসামীকে সেসনে পাঠাইতে পারেন।

যদিও ২২০ ধারার ব্যাখ্যায় কহে যে অভিযোগ-পত্র লিপিবদ্ধ হইলে আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতে কিম্বা খালাস দিতে হইবে, তথাপি তাহার অর্থ এইরূপ নহে যে, যে মাজিষ্ট্রেট চার্য্য করিয়াছেন তিনিই আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করিবেন বা খালাস দিবেন।—৩ কলি—৪৯৫ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী ও রামমাণিক্য চক্রবর্ত্তী বঃ ধনঞ্জয় বরজ।

পৃথক্ অপরাধ—পৃথক্ অভিযোগ—কার্য্যবিধির ৫৩২,৫৫৩,৫৫৪ ধারা।

কতকগুলি অভিযোগ এক বিচারে আসামীর বিরুদ্ধে লওয়া যাইতে পারে ইহাই কার্য্যবিধির ৪৫৩ ধারায় নির্ণীত আছে। এক

বৎসরের মধ্যে কৃত পৃথক্ পৃথক্ অপরাধে (যাহার সংখ্যা যাই হউক না কেন) পৃথক্ পৃথক্ মোকদ্দমা হইয়া এক দিনে বিচার হওনের পক্ষে ঐ ধারায় কোন নিষেধ নাই।—৩ কলি—৫৪০ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ পদ্মনাভপৈ।

কার্য্যবিধির ৪৬৮ ধারা—জেলার মাজিষ্ট্রেটের সহিত অপর প্রথম শ্রেণী মাজিষ্ট্রেটের সম্বন্ধ।

উল্লিখিত ধারার বিধান পক্ষে প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট জেলার মাজিষ্ট্রেটের অধীন। প্রথমোক্ত মাজিষ্ট্রেট স্বীয় সমক্ষে জ্ঞানতঃ মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অপরাধে অভিযোগের অনুমতি দিতে অস্বীকার করিলেও, জেলার মাজিষ্ট্রেট সেই অনুমতি দিতে পারেন। কিন্তু সেসন জজ্ পারেন না।—২ বো—৩৮৪ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ মেঘ।

দণ্ডবিধির ৭৫ ধারা।

ধার্য্য হইল যে যখন কোন ব্যক্তি তিন বৎসর মেয়াদ কিম্বা ততোধিক শাস্তিযোগ্য দণ্ডবিধির ১২ ও ১৭ অধ্যায় লিখিত কোন অপরাধ করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত হইবার পূর্ব্বে পুনরায় সেই প্রকার কোন অপরাধ করে, তবে দণ্ডবিধির ৭৫ ধারানুযায়ী দ্বিতীয় অপরাধে অপরাধী সাব্যস্তের কালে সে অধিক শাস্তি পাইবে না।—১ এলা—৬৩৭ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী ও দীননাথ ঘটক বঃ রাজকুমার সিংহ গং।

এজমালী জমিতে অনিষ্ট-জনক কার্য্য—অপরাধ ভাবে অনধিকার প্রবেশ ইত্যাদি কার্য্যবিধির ৩৫৯ ধারা।

ক কোন জমির এজমালী শরিক অপর শরিক, খর বিনানুমতিক্রমে ও ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ জমির উপর একটী ঘর প্রস্তুত করে। বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় মাজিষ্ট্রেট তদন্ত করিয়া কার্য্যবিধির (১৮৭২ খঃ ১০ আঃ) ৫৩০ ধারামত জমির যে অংশে ঐ ঘর ছিল

তাহার দখল ককে দিলেন। জাক্সন জজ ধার্য্য করিলেন যে মাজিষ্ট্রেটের ঐ হুকুম ভ্রমমূলক, কেন না ঐ রূপ অবস্থায় ৫৩০ ধারার বিধান খাটে না।

পরে খ দেওয়ানী আদালতে এই মর্ম্মে নালিশ করে যে ঐ সমুদয় জমিতে তাহার এজমালে দখল আছে, ক উহাতে কোন ঘর প্রস্তুত করিতে পারে না; এবং কর ঘর ভাঙ্গিয়া দিবার অনুজ্ঞা চাহে। খ ডিক্রী পাইলে তাহার চাকরেরা ঐ ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলে। ফৌজদারী আদালতে তাহাদের নামে অভিযোগ হওয়ায় অপকার করা অপরাধে তাহাদের জরিমানা হয়। জাক্সন জজ ধার্য্য করিলেন যে আসামীরা কোন অন্যায্য ক্ষতি করে নাই, সুতরাং তাহাদের বিরুদ্ধে অপকারের অভিযোগ চলিতে পারে না।

কিছুকাল পরে খর চাকরেরা দেখিল যে কর লোকেরা পুনরায় ঐ ঘর অর্থাৎ একটা নহবৎখানা প্রস্তুত করিয়াছে। তাহারা নিষেধ করিল কিন্তু কর লোকেরা উহা গ্রাহ্য না করায়, বাঁশ টানিয়া ফেলিল ও কর লোকদিগকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। পরদিন কর লোকেরা অভিযোগ করিলে খর লোকেরা হাঙ্গামার অপরাধে ফৌজদারী আদালতে আনীত হয়। আসামীরা কতকগুলি সাফাই সাক্ষীর নাম করে। পরদিন প্রাতে সাক্ষীগণের নামে সমন বাহির হয়, কিন্তু তাহাদিগকে পাওয়া গেল না। আসামিগণ সাক্ষী উপস্থিতের জন্য অবসর চাহিল। মাজিষ্ট্রেট তাহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া পরদিন তাহাদিগকে অপরাধী সাব্যস্ত করেন।

জজ জাক্‌সন্ ধার্য্য করিলেন যে ইহা ওয়ারেণ্টের মোকদ্দমা, মাজিষ্ট্রেট্ আসামীর সাক্ষী সমন করিতে বাধ্য ছিলেন, এবং সেই কারণ মোকদ্দমা মুলতবী রাখিতে পারিতেন। তিনি আরও ধার্য্য করিলেন যে যখন মাজিষ্ট্রেটের এমন বোধ হয় যে বিরক্তি জন্মাইবার বা বিলম্ব করিবার মানসে সাফাই সাক্ষীর মধ্যে কোন ব্যক্তির নাম দেওয়া হইয়াছে. তখনই কেবল তিনি কার্য্যবিধির ৩৫৯ ধারামত ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য প্রয়োজনীয় কি না দেখিতে পারেন। আসামীর

জবাব শুনিয়া, তাহার সাক্ষীগণ ঐ জবাবের পোষকতা করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কি না, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া তাহার সমুদয় সাক্ষী তলব করিতে অস্বীকার করার ক্ষমতা মাজিষ্ট্রেটের হস্তে ন্যস্ত করা ঐ ধারার উদ্দেশ্য নহে।

জাক্‌সন্‌ জজ আরও ধার্য্য করিলেন যে আসামীরা ঐ জমিতে বে-আইনী জনতার লোক হইয়া যায় নাই, অথবা তাহাদের কোন বে-আইনী উদ্দেশ্য ছিল না, অতএব মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যপ্রণালী আইনবিরুদ্ধ।—৩ কলি—৫৭৩ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ ভবানী গঃ।

১৮৭২ খৃঃ ১ আঃ—৩০ ধারা।

একত্রে বিচারে আনীত সহাপরাধির অপরাধ স্বীকার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া অপরাধী সাব্যস্ত করণ অবৈধ, যখন ঐ বাক্যের পোষকে আর কোন প্রমাণ নাই।—১ এলা—৬৬৮ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ প্রতাপ।

১৮৬৪ খৃঃ ৬ আঃ—২, ৩ ধারা—দঃ বিঃ—৩৭৮ ও ৪১১ ধারা—সচ্চরিত্রের জামিন।

শঠতাক্রমে চোরামাল দখলে রাখা অপরাধে ক কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিকট দোষী সাব্যস্ত হয়। ইহার পূর্ব্বে আরও দুইবার সে চুরি অপরাধে দণ্ড পাওয়া স্বীকার করে। মাজিষ্ট্রেট তাহাকে মেয়াদ ও বেত্রাঘাতের আজ্ঞা দেন ও মেয়াদান্তে সচ্চরিত্রের জামিন দিতে আদেশ করেন। ধার্য্য হইল যে চোরা-মাল দখলে রাখা ও চুরি করা এক অপরাধ নহে, সুতরাং মেয়াদের সঙ্গে বেত্রাঘাতের আদেশ আইনবিরুদ্ধ হইয়াছে। আরও ধার্য্য হইল যে আসামীর চরিত্র সম্বন্ধে মাজিষ্ট্রেটের সমক্ষে প্রচুর প্রমাণ ছিল, অতএব সচ্চরিত্রের জামিন তলব অসঙ্গত হয় নাই।

আরও ধার্য্য হইল যে দণ্ডের সঙ্গে এককালে জামিন তলবের হুকুম না দিয়া, মোকদ্দমায় আসামীর চরিত্র সম্বন্ধে যে প্রমাণ পাওয়া

গিয়াছিল তাহাতে সে যে একজন প্রসিদ্ধ বদমাইস তাহা মাজি-ষ্ট্রেটের হৃদ্‌বোধ হইয়াছে, এই মর্ম্মে একটী কার্য্যানুষ্ঠান লিপিবদ্ধ করিয়া যদি উহাতে হুকুম দিতেন যে মেয়াদ অন্তে আসামীর নিকট সচ্চরিত্রের জামিন তলব করা হইবে, তাহা হইলে মাজি-ষ্ট্রেটের কার্য্যপ্রণালী বিশুদ্ধ হইত।—১ এলা—৬৬৬ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ রাম চাঁদ।

১৮৭২খৃঃ—১ অঃ—৩০ ধারা।

একত্রে বিচারে আনীত সহাপরাধির অপরাধ স্বীকার বাক্যের উপর নির্ভর করিয়া অপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারে না।—

১ এলা—৬৭৫ পৃঃ।

ভুবনেশ্বর দত্তের বিষয়ে।

দঃ বিঃ ১৭৩ ধারা—রসিদ দিয়া সমন রাখিতে অস্বীকার।

রসিদ দিয়া সমন রাখিতে অস্বীকার করিলে দণ্ডবিধির ১৭৩ ধারার অপরাধ হয় না।—৩ কলি—৬২১ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ গঙ্গাধর ভঞ্জ।

১৮৬৯ খৃঃ ১৮ আঃ—২৯ ও ৪৩ ধারা *।

উল্লিখিত আইনের ৪৩ ধারা মত যে মাজিষ্ট্রেট ষ্ট্যাম্প আইন লঙ্ঘনের অপরাধে ফৌজদারীতে আসামীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালাই-বার জন্য জেলার কালেক্টরের নিকট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েন, তিনি স্বয়ং ঐ অপরাধ বিচার করিতে পারেন না। ৩ কলি—৬২২ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ সাহী রহি।

গুরুতর পীড়া।

আসামী কোন স্ত্রীলোকের মস্তকে ও স্কন্ধে প্রচণ্ড আঘাত করে। ঐ স্ত্রীলোকের কোলে একটী শিশু সন্তান ছিল। একটী আঘাত

---

* ১৮৭৯ খৃঃ ১ আঃ ৬১,৬৯ ধারা।

ঐ শিশুর মস্তকে পড়িয়া তাহার মৃত্যু হয়। ধার্য্য হইল যে মোকদ্দমার অবস্থানুসারে আসামী ঐ শিশু সম্বন্ধে গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে।—৩ কলি—৬২৩ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ গৌড়পা বিন ভেঁকু গৌড়।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ—২১৫ ধারা ইত্যাদি—মোকদ্দমা পুনরুত্থাপন।

যখন কোন অধীনস্থ মাজিষ্ট্রেটের নথী দৃষ্টে বোধ হয় যে তিনি অবৈধরূপে আসামীকে কার্য্যবিধির ২১৫ ধারামত ছাড়িয়া দিয়াছেন, জেলার মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা পুনঃস্থাপন জন্য হাইকোর্টের গোচরে আনিতে পারেন, কিন্তু পুনর্ব্বিচারের আজ্ঞা স্বয়ং দিতে পারেন না।—২ বো—৫৩৪ পৃঃ।

সফেরদ্দিন বঃ ইব্রাহিম।

বেঞ্চ মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা—১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ—৫০, ৫৩০ ধারা।

কার্যবিধির ৫৩০ ধারা লিখিত কার্য্যানুষ্ঠান করিতে বেঞ্চ মাজিষ্ট্রেটদিগের কোন ক্ষমতা নাই। ৫০ ধারানুযায়ী স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন বেঞ্চকে কোন প্রকার মোকদ্দমা বা কোন শ্রেণীর মোকদ্দমা স্থান বিশেষে বিচার করিতে ক্ষমতা দিতে পারেন। কিন্তু "বিচার" শব্দের সংজ্ঞায় অপরাধের বিচার বলিয়া বর্ণীত আছে, সুতরাং কার্য্যবিধির ৫৩০ ধারান্তর্গত বিবিধ কার্য্যানুষ্ঠান তাহার অন্তর্গত নহে।—৩ কলি—৭৫৪ পৃঃ।

চম্মন সার বিষয়ে।

অপরাধ স্বীকার বাক্য—কার্য্যবিধি ৩২৪, ৩৪৬ ধারা।

বিচারকালে আদালতের সমক্ষে যদি আসামী অপরাধ স্বীকার করে তবে কার্য্যবিধির ৩৪৬ ধারার লিখিত সার্টিফিকেট নিষ্প্রয়োজনীয়।—৩ কলি—৭৫৬ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ ডোঙ্গজী আওদোজী।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ—২৮০, ২৯৭ ধারা।

অপরাধী সাব্যস্ত হইয়া কোন লোকের মৃত্যু হইলে পর তাহার উত্তরাধিকারী বা স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তিকে আপীল করিবার কিম্বা রুজু করা আপীল চালাইবার ক্ষমতা ফৌজদারী কার্য্যবিধি আইনে দেওয়া হয় নাই।—২ বো—৫৬৪ পৃঃ।

ইণ্ডিয়ান ল রিপোর্ট ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ।

ফৌজদারী আপীল।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ আবদুল করিমের বিষয়ে।

পুনশ্চ বিবাহ—সহায়তা—দঃ বিঃ ১০৯, ৪৯৪ ধারা।

মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী বালিকার অভিভাবক, স্বামী বর্ত্তমানে তাহার নামে পুনশ্চ বিবাহ ক্রিয়া সম্পাদন করাইলেও ঐ বিবাহে যদি সেই বালিকা লিপ্ত না থাকে, তবে ঐ অভিভাবকের বিরুদ্ধে দণ্ডবিধির ১০৯ ও ৪৯৪ ধারার অপরাধ হয় না।—৪ কলি—১০ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ হরিদয়াল কর্ম্মকার।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ—১৯৫, ২৯৫, ২৯৬ ধারা—আসামী ছাড়িয়া দেওন—
মোকদ্দমা পুনরুত্থাপন।

বাদীর সমুদয় সাক্ষী লওয়া নিষ্প্রয়োজন বিবেচনায় ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ৩৮০ ধারার মোকদ্দমায় আসামী ছাড়িয়া দেন। বাদী জেলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করায় তিনি স্বয়ং বাকী সাক্ষীর জোবানবন্দী লইয়া আসামীকে সেসনে অর্পণ করেন। মোকদ্দমা হাইকোর্টের গোচরে আনীত হইয়া ধার্য্য হইল যে কার্য্যবিধির ২৯৬ ধারামত জেলার মাজিষ্ট্রেটের কার্য্য সঙ্গত হয় নাই, কেননা ২৯৬ ধারার লিখিত "সেসনের মোকদ্দমা" অর্থে কেবল মাত্র সেসন গ্রাহ্য মোকদ্দমাই বুঝায়। কিন্তু "শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ ডনেলী" নজীর অনুযায়ী তাঁহার কার্য্য আইনসঙ্গত হইয়াছে যেহেতু বর্ত্তমান মোকদ্দমায় নূতন প্রমাণ লওয়া হইয়াছিল।—৪ কলি—১৬ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ আবদুল করিম ও শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ গোলাম মহম্মদ।

বিচার—সাজ্ঘাতিক অস্ত্র লইয়া বে-আইনী জনতাবদ্ধ, দঃ বিঃ ১৪৩ ও ১৪৪ ধারা।

সরাসরি মতে বিচার করিবার অভিলাষে কোন অপরাধ খণ্ড খণ্ড করিয়া লওয়া মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাতীত। সরাসরি বিচারের অযোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে এবং বাদীর জোবানবন্দী লইয়া মোকদ্দমার গুরুতর অবস্থা অবিশ্বাস করিবার বিশেষ কারণ না থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট যথাযোগ্য প্রণালী মতে কার্য্য করিতে বাধ্য। সাজ্ঘাতিক অস্ত্রধারী বে-আইনী জনতার অভিযোগ হইলে, প্রথমাংশ পরিত্যাগ করিয়া সুদ্ধ বে-আইনী জনতার লোক বলিয়া আসামীকে সরাসরি মত বিচার করণান্তর তিন মাসের অনধিক-কাল মেয়াদ দিয়া তাহাকে আপীলের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা অবৈধ।—৪ কলি—১৮ পৃঃ।

হরসুন্দরী চৌধুরাণীর বিষয়ে।

পর্দ্দানিশীন স্ত্রীলোকের কমিসন দ্বারা পরীক্ষার অধিকার।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় আদালতে উপস্থিত না হইয়া কমিসন দ্বারা সাক্ষ্য দেওন পর্দ্দানিশীন স্ত্রীলোকের অধিকার আছে।—
৪ কলি—২০ পৃঃ।

শিবপ্রসাদ পাণ্ডার দরখাস্তে।

অপবাদ—দঃ বিঃ ৫২, ৪৯৯ ধারা—সরলতা—প্রমাণ—আইন (১৮৭২ খৃঃ ১ আঃ) ১০৫ ধারা।

১৮৭২ খৃঃ ১ আইনের প্রচলিত হইবার সময় অবধি মফঃস্বলের যাবতীয় মোকদ্দমায়, আইনের সাধারণ বা বিশেষ বর্জ্জিত বিধির অন্তর্গত অবস্থার প্রমাণের ভার আসামীর উপরে বর্ত্তিয়াছে।

অপবাদের মোকদ্দমায় আসামীর সরল ভাব নিরূপণ করিতে হইলে তাহার উক্তি বস্তুতঃ সত্য কি না দেখিতে হইবে না, কিন্তু উপযুক্ত সতর্কতা ও মনযোগ পূর্ব্বক তদন্ত করিয়া উহা সত্য বলিয়া

বিশ্বাস করিবার তাহার যথেষ্ট কারণ ছিল কি না, ইহাই দেখা আবশ্যক।—৪ কলি—১২৪ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ রামস্বামী পদযাচী।

প্রমাণ—আইন (১৮৭২ খৃঃ ১ আইন)—সহাপরাধী।

উল্লিখিত আইনের ১৩৩ ধারায় স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে যে সহাপরাধির সাক্ষ্যে, পোষ প্রমাণ অবিদ্যমানেও আসামী দোষী সাব্যস্ত হইলে ঐ দোষ-নির্ণয় আইনবিরুদ্ধ নহে। অতএব পোষক প্রমাণ না থাকিলে দোষ নির্ণয় হইতে পারে না এইরূপ ধার্য্য করিলে আইনের মর্ম্ম অনুযায়ী কার্য্য করা হয় না।

প্রমাণ-আইনের ১১৪ ধারার বিধান ইংলণ্ডের তৎসম্বন্ধীয় নিয়মের সঙ্গে ঐক্য হয়; সহাপরাধীর সাক্ষ্য যদিও বিশেষরূপ পরীক্ষা করিয়া সতর্কতার সহিত গ্রাহ্য করিতে হইবে, তথাপি জুরি কিম্বা জজ তাহা বিশ্বাস করিয়া অপরাধ সাব্যস্ত করিলে ঐ দোষ নির্ণয় আইনবিরুদ্ধ হইবে না।—১ মা—৩৯৪ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ মালিক।

১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ—১২২ ধারা। অভিযুক্ত ভিন্ন অপর লোকের উক্তি লিপিবদ্ধ করিতে মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা।

কার্য্যবিধির ১২২ ধারানুযায়ী সকল মাজিষ্ট্রেট সাক্ষীর উক্তি ও আসামীর অপরাধ-স্বীকার-বাক্য লিপিবদ্ধ করিতে পারেন।—২ বো—৬৪৩ পৃঃ।

মুসে আলি আদম সংক্রান্তে।

১৮৭২ খৃঃ—১০ আঃ—২১০ ধারা—বাদী—মোকদ্দমা উঠাইয়া লওন, দঃ বিঃ ১৮৩ ধারা।

সরকারী কর্ম্মচারীর আইনতঃ ক্ষমতা অবজ্ঞা করণ মোকদ্দমায় কার্য্যবিধির ২১০ ধারার লিখিত বাদী অর্থে যাঁহার ক্ষমতা অবজ্ঞা করা হইয়াছে ও যাঁহার বিনা অনুমতিতে মোকদ্দমা রুজু হইতে

পারে না, তাঁহাকেই বুঝাইবে; কিন্তু যে ঐ অবজ্ঞা হেতু কষ্ট পাইয়াছে তাহাকে বুঝাইবে না।—২ বো—৬৫৩ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ ছত্র সিং গঃ।

দণ্ডবিধি—৩০২ ধারা—অপরাধযুক্ত নরহত্যা—দণ্ডাজ্ঞা—রায় ইত্যাদি।

ল, চ, ক ও দ চারি জনে সকে বধ করিবার পরামর্শ করে। প্রথমে ল ও পরে চ তাহার মাথায় লাঠি মারিলে স মাটিতে পড়িয়া যায়। তখন ক ও দ তাহার মাথায় লাঠি মারে। ধার্য্য হইল যে (চিফ্‌জষ্টিস ষ্টুয়ার্টের অমতে) ক ও দ সর উপর আক্রমণ আরম্ভ করে নাই, ও তাহারা যখন লাঠি মারে তখন স মরিয়া গিয়াছিল কি না তাহাও জানা যায় না, এই অবস্থায় যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের দণ্ড যথেষ্ট হইবে।—২ এলা—৩৩ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ রামজীয়।

১৮৭২ খৃঃ—১০ আঃ—১২২ ধারা—অপরাধস্বীকার-বাক্য।

১২২ ধারা অনুযায়ী অপরাধ স্বীকার-বাক্য লিপিবদ্ধ করণ কালে কার্য্যবিধির ৩৪৬ ধারামত সার্টিফিকেট লিখিতে মাজিষ্ট্রেটের ভ্রম হইলে, ঐ স্বীকারোক্তি একেবারে অশুদ্ধ বলিয়া অগ্রাহ্য হইবে না। লিপিবদ্ধ স্বীকার-বাক্য যে আসামীর দ্বারা কথিত হইয়াছিল তৎসম্বন্ধে প্রমাণ লওয়া যাইতে পারে।—২ মা—৫ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ রাম বিরাপা।

সহাপরাধীর স্বীকারোক্তির ফল ইত্যাদি।

এক অপরাধের জন্য বহুলোক একত্রে বিচারে আনীত হইলে তাহাদিগের মধ্যে যদি কেহ অপরাধ স্বীকার করে এবং সেই উক্তি যদি প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য করিতে হয়, তবে কেবল মাত্র স্বীকারকারীর বিরুদ্ধে না হইয়া সকল আসামীরই বিরুদ্ধে উহা গ্রাহ্য করিতে হইবে।—৩ বো—১২ পৃঃ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ ত্রৈলোক্যনাথ চৌধুরী গঃ।

সহায়তার সহায়তা—দুষ্য অভিপ্রায়ে সম্পত্তি স্থানান্তর করা অথচ মালিকের সম্মতিক্রমে দঃ বিঃ ১০৮ ধারা—২,৪ ব্যাখ্যা ও ৩৭৮ ধারা ৫ ব্যাখ্যা।

খর মনিবের সম্পত্তি চুরি করণ উদ্দেশ্যে ক খর সাহায্য চাহে। ককে শাস্তি দেওয়াইবার জন্য মনিবের অনুমতিক্রমে খ তাহাকে ঐ সম্পত্তি স্থানান্তর করিতে সাহায্য করে। ক চুরি অপরাধে ফৌজদারী সোপর্দ্দ হওয়ায় ধার্য্য হইল যে মালিকের সম্মতিক্রমে ঐ সম্পত্তি স্থানান্তর হওয়ায় চুরির অভিযোগ খাটিতে পারে না, কিন্তু অপরাধের সহায়তা হইবে। আরও ধার্য্য হইল যে কোন অপরাধের সহায়তার সহায়তারূপ অভিযোগ করিতে হইলে সেই আসল অপরাধ ঘটিয়াছে কি না তাহা দেখা নিষ্প্রয়োজন।—

৪ কলি—৩৬৬ পৃঃ।

লাল দাস বঃ নিকুঞ্জ বৈশ্যানী।

মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক স্ত্রী সন্তানাদি ভরণ পোষণের হুকুম—১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ ৪১ অধ্যায়—জারজ সন্তানের সংরক্ষণের অধিকার।

কার্য্যবিধির ৪১ অধ্যায় অনুযায়ী স্ত্রী সন্তানাদির ভরণপোষণের মোকদ্দমায় নাবালক সন্তান কাহার সংরক্ষণে থাকিবে তাহা মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য নহে।

অপ্রাপ্তবয়স্ক জারজ সন্তানকে পিতার সংরক্ষণে অর্পণ করিতে কার্য্যবিধি অনুসারে মাজিষ্ট্রেটের কোন অধিকার নাই। ঐরূপ শিশুর মাতা, পিতার দখলে তাহাকে অর্পণ করিতে অস্বীকার করিলে পূর্ব্বকৃত ভরণপোষণের আজ্ঞা রহিত করা যাইতে পারে না।—

৪ কলি—৩৭৪ পৃঃ।

মদনমোহনের দরখাস্তে।

দঃ বিঃ ২১ ধারা ৯ প্রকরণ ও ১৬১ ধারা—অবৈধ পারিতোষিক—সরকারী চাকর।

কোন কোর্ট অব ওয়ার্ডের ম্যানেজার গবর্ণমেণ্টের হিসাবে কিছু টাকা একটি ব্যাঙ্কে জমা দেয়। ঐ ব্যাঙ্ক সরকারী ট্রেজরির কর্ম্মও

করিত। ব্যাঙ্কের পোর্দ্দার ক স্বীয় পরিশ্রমের জন্য পারিতোষিক চাহায় কিঞ্চিৎ অর্থ পায়। সেই অপরাধে সে ফৌজদারীতে অর্পিত হইলে দণ্ডবিধির ১৬১ ধারা অনুযায়ী অভিযুক্ত হয়। ধার্য্য হইল যে যদিও ঐ টাকা গবর্ণমেণ্টের হিসাবে দাখিল হয়, কিন্তু ক তাহা ব্যাঙ্কের পক্ষে জমা করিয়া লয়, সুতরাং সে তখন ব্যাঙ্কের চাকর স্বরূপ কার্য্য করিয়াছিল, দণ্ডবিধির ২১ ধারার ৯ প্রকরণ অনুসারে তাহাকে সরকারী চাকর বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না।—৪ কলি—৩৭৬।

সিয়ার বাহাদুর সাহির বিরুদ্ধে মেকেঞ্জীর দরখাস্তে।

দখল—বাটোয়ারার কার্য্যানুষ্ঠান—আমিনের দেওয়া দখলের ফল—১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ—৫৩০ ধারা।

বাটোয়ারা কার্য্যে আমিন-দত্ত দখল কেবল সত্বাধিকারীত্বের দখল বুঝায়; সম্পত্তির সাক্ষাৎ উপভোগ রূপ দখল নহে। অতএব আমিনের দত্ত দখল দ্বারা সাক্ষাৎ দখলকারী পূর্ব্বতন প্রজা উৎখাতিত হইয়াছে, এইরূপ সিদ্ধান্ত ফৌজদারী কার্য্যবিধির ৫৩০ ধারার মোকদ্দমায় করা যাইতে পারে না।—৪ কলি—৩৭৮ পৃঃ।

মহেশচন্দ্র খাঁর দরখাস্তে।

দেওয়ানী আদালতের বিনা অনুমতিক্রমে উৎখাত—নির্ব্বিরোধী দখল—১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ—৫৩০ ধারা।

যদি কোন ব্যক্তি ন্যায্যমত দখলিকার থাকিয়া বলপূর্ব্বক কোন সম্পত্তি হইতে উৎখাতিত হয় তাহা হইলে উৎখাতকারির ঐ সম্পত্তিতে কার্য্যবিধির ৫৩০ ধারার মোকদ্দমা গ্রাহ্য কোন অধিকার জন্মে না। বিবাদের পূর্ব্বে কোন পক্ষ নির্ব্বিরোধে দখলিবান ছিল তাহাই আদালতের দেখিতে হইবে।—৪ কলি—৪১৭ পৃঃ।

ফুলবেঞ্চ।

শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরী বঃ আশুতোষ চক্রবর্ত্তী গঃ।

১৮৭২ খৃঃ ১ আইন—৩০ ধারা। একজন আসামী অন্য ব্যক্তিকে লিপ্ত করিয়া অপরাধ স্বীকার করণের ফল।

সহাপরাধিকে লিপ্ত করিয়া যদি কেহ অপরাধ স্বীকার করে ও সেই উক্তি রীতিমত সপ্রমাণ হয়, তবে তাহা উভয় আসামীরই বিরুদ্ধে প্রমাণ স্বরূপ গ্রাহ্য হইবে। কিন্তু পোষক প্রমাণ অবিদ্যমানে ঐ স্বীকার বাক্যের মূলেই অপর (যে স্বীকার করে নাই) আসামীর অপরাধ নির্ণয় করণ আইনবিরুদ্ধ। গার্থ চিফ্‌জষ্টিস্ কহেন যে, অপর সাধারণ প্রমাণের ন্যায় আদালত ঐরূপ প্রমাণ ব্যবহার করিবেন। কিন্তু উহার কি মূল্য এবং উহা একাকী অপরাধ সাব্যস্ত করণে প্রচুর কি না তাহা জজের বিচার্য্য। পোষক প্রমাণ অবিদ্যমানে ঐরূপ প্রমাণ অত্যন্ত দুর্ব্বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; কেন না অপর এক ব্যক্তির বিনা হলফে উক্তির সঙ্গে উহার কোন প্রভেদ নাই। যদি পোষকে প্রমাণ থাকে তবে স্বীকারোক্তি ও পোষক প্রমাণের মধ্যে কোনটি পূর্ব্বতন তাহা বিচারের সময় দেখা নিষ্প্রয়োজনীয়। জ্যাক্‌সন্ জজ (মক্‌ডোলাণ্ডের সঙ্গে একমতে)—পোষক প্রমাণ বিশ্বাস করিলে যদি তাহা স্বয়ংই আসামীর অপরাধ সাব্যস্ত করিতে সক্ষম হয়, এমত প্রকার অবস্থাঘটিত পোষক প্রমাণ না থাকিলে স্বীকার বাক্যরূপ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অপরাধ সাবস্ত্য করা যাইতে পারে না।—৪ কলি—৪৮৩ পৃঃ।

ইতি পরিসমাপ্ত।

Printed by I. C. Bose & Co., Stanhope Press, 249, Bow-Bazaar. Street, Calcutta.

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

দখল—দখলের মোকদ্দমা।

দণ্ড—দণ্ডাজ্ঞা।

দলিল (জালিয়ৎ ও দেখ।)

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

সংশোধনী।

পৃষ্ঠা।	পঙ্‌ক্তি।	অশুদ্ধ।		শুদ্ধ।
৭	২১	মোকদ্দমার নাম নাই..		(শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বঃ গোলাম দরবেস—২৭ পৃষ্ঠা।)
১১	৮	সঙ্গীর	..	সঙ্গীয়।
১৮	৫	তয়োরাল	...	তলোয়ার।
১৯	১৭	দঃ বিঃ ৮৮ ধারা	...	১৮৮ ধারা।
২১	১২	দিয়াছে	..	দিয়াছিল।
২১	টীকার শেষ পঙ্‌ক্তি	॥১৮৭২ খৃঃ ৪০ আঃ	...	১৮৭২ খৃঃ ১০ আঃ।
২৩	১৯	কার্য্যানুষ্টান	...	কার্য্যানুষ্ঠান।
২৫	টীকায়	৩৬২, ৩০৪, ২৬১	...	৩৫৭, ৩০৩, ২৬৩,
২৯	২	ধারায়	...	ধারার।
৩০	১০	৬২ *	...	* থাকিবে না।
৩১	১০	মোকদ্দমা ষটিত	...	মোকদ্দমা ঘটিত।
৩২	২২	হইল	...	হইলে।
৩৭	৩	৩৮	...	৬৮
৫০	৬	৩০৪	...	৩০৮
৬৯	৮	করে	...	করেন।
৮০	৭	১৪৫ ধারা	...	১৬৫ ধারা।
ঐ	টীকায়	১৮৭৮ সালের ৭ আইনের		১৮৭৮ খৃঃ ৭ (বঙ্গীয়) আইনের।
৮১	৮	যাহা	....	যাহার।
৮২	৫	ষ্টুয়ার্টেটের	...	ষ্টুয়ার্টের।
ঐ	২৫	কতকগুলি	...	কতগুলি।
৯০	২৩	৫ আইনের	...	১ আইন।

☞ উপরোক্ত শুদ্ধ পাঠ কাটিয়া লইয়া অনায়াসে পুস্তকের যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে এই উদ্দেশ্যে ইহা পত্রের এক পৃষ্ঠায় মুদ্রিত করা গেল।